উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৭ কার্তিক ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 4 November 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 165

uttarbangasambad.com

রিচায় ঋদ্ধ বাংলা

বিশ্বজয়ীকে অভিনন্দন

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বোল্লাকালীতে ড্রোন

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ৩ নভেম্বর : হাতেগোনা আর মাত্র দু'দিন। তারপরে শুরু হবে বোল্লাকালীপুজো ও মেলা। তাই এখন বোল্লাকালী মন্দির চত্বরে সাজোসাজো রব। সোমবার বোল্লা মন্দির ও মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখলেন জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি, পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল সহ প্রশাসনের কর্তারা। এদিন তাঁরা নিরাপত্তা, পরিকাঠামো প্রস্তুতি, প্রতিমা বিসর্জনের স্থান, মন্দির চত্বর ও আশপাশের এলাকা ঘুরে সমস্তকিছু খতিয়ে দেখেন।

জেলা শাসক জানালেন, এদিন সমস্তকিছু পরিদর্শন করা হয়েছে। পশুবলি সহ আরও বিভিন্ন নিয়মকানুন আদালতের নির্দেশ মেনে মেলা কমিটিকে চলার বিষয়টি জানানো হয়েছে। পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তালের বক্তব্য, 'দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবছরও সিসিটিভি ক্যামেরা, ড্রোন নজরদারি, ড্রপিং গেট, অ্যাম্বুল্যান্স এবং পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন থাকছে। এছাড়াও রাস্তার সঙ্গে সেঁটে কেউ যেন দোকান না বসায়, অর্থাৎ ফুটপাথ ফাঁকা রেখে দোকান বসানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভিড় নিয়ন্ত্রণে মন্দির চত্বর থেকে পূর্বপাড়া পর্যন্ত এবার একটি বাইপাস রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে।'

মন্দিরের চূড়া প্লাস্টিক ফুল ও রঙিন আলোয় সাজানোর কাজ চলছে। ভিড় সামলাতে মন্দিরের সামনে ব্যারিকেড তৈরি হচ্ছে। প্রতিমা গড়ার কাজও শেষপর্যায়ে। বোল্লা রক্ষাকালী মন্দির ট্রাস্টের সম্পাদক রাজীব কর্মকার বলেন, 'এবছর প্রায় তিন কিলোমিটার এলাকাজুড়ে আলোর পরিষেবা দেওয়া হবে। বোল্লা বাসস্ট্যান্ড থেকে মন্দির পর্যন্ত, অপরদিকে হাসপাতাল ও পতিরাম বিএসএফ ক্যাম্পের অভিমুখে রাস্তাজুড়ে আলো থাকবে। পাশাপাশি মেলা প্রাঙ্গণের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ পিকেট ও সহায়তা কেন্দ্র বসানো হবে।'

বোল্লাকালীপুজোকে কেন্দ্র করে এবার হুগলির চন্দননগরের শিক্ষক সনৎ ঘোষ একটি গান বেঁধেছেন। তাঁর লেখা গানে কণ্ঠ দিয়েছেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার শিশুশিল্পী লুকোচুরি ঘোষ। সনৎ জানালেন, মা বোল্লার মাহাত্ম্য ও লোকবিশ্বাস তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করায় সেই শ্রদ্ধা থেকে তিনি গানটি লিখেছেন।

ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে মিলেট ও বার্লির ভূমিকায় গবেষণা

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৩ নভেম্বর : ঘরে ঘরে এখন ডায়াবিটিসের সমস্যা। একবার ডায়াবিটিস ধরা পড়লে শুধু ওষুধে নিরাময় হয় না, খাওয়াদাওয়ার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে মিলেট ও বার্লির জুড়ি মেলা ভার।

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি দপ্তরের আর্থিক আনুকূল্যে ও উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে নতুন করে ওই দুই শস্যের গবেষণা শুরু হল। সোমবার উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বর্ধমানের ফিলক্রপ রিসার্চ স্টেশনের গবেষকরা মিলেট ও বার্লির নতুন প্রজাতি সম্পর্কে এবং কৃষকদের মধ্যে ওই দুই শস্যের জনপ্রিয়তা ও বিপণন কীভাবে বাড়ানো যায়, তা নিয়ে আলোচনা করলেন।

বর্ধমানের ফিলক্রপ রিসার্চ স্টেশনের জয়েন্ট ডিরেক্টর সংগীতশেখর দেব বলেন, 'বার্লি এবং মিলেটের চাষ দিনের পর দিন কমছে। নতুন করে কীভাবে চাষ বাড়ানো যায়, তা নিয়ে আমাদের ভাবনাচিন্তা চলছে।'

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গম বিশেষজ্ঞ সৈকত দাস বলেন, 'সুগারের রোগীদের কথা মাথায় রেখে সরকারি উদ্যোগে কাজ শুরু হচ্ছে। এই ধরনের গবেষণায় সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে।'

তাঁরা ছাড়াও এদিনের আলোচনায় অংশ নেন বর্ধমানের ফিলক্রপ রিসার্চ স্টেশনের গম ও যব বিশেষজ্ঞ শান্তনু আইচ, কৃষিবিদ সুজয় দত্ত, উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টর অফ রিসার্চ অশোক চৌধুরী প্রমুখ।

> সুগারের রোগীদের কথা মাথায় রেখে সরকারি উদ্যোগে কাজ শুরু হচ্ছে। এই ধরনের গবেষণায় সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে।
>
> **সৈকত দাস** গম বিশেষজ্ঞ, উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

কালিম্পং, দার্জিলিং, মালদা, উত্তর দিনাজপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রামের ফিলক্রপ রিসার্চ স্টেশনে বার্লি নিয়ে গবেষণার কাজ চলবে। মিলেটের উৎপাদন বাড়াতে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, মালদা, উত্তর দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রামের ফিলক্রপ রিসার্চ স্টেশনে গবেষণা করা হবে। প্রাথমিকভাবে তিন বছর ধরে চলবে গবেষণা।

ভারত সরকার
সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ক্ষমতায়ন মন্ত্রক
সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ক্ষমতায়ন দপ্তর

প্রোগ্রাম মনিটরিং ইউনিট (পিএমইউ)-এর অন্তর্গত রাজ্য সমন্বয়কারীতে শূন্যপদের জন্য বিজ্ঞপ্তি

সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ক্ষমতায়ন মন্ত্রক প্রোগ্রাম মনিটরিং ইউনিট (পিএমইউ) ২০২৫ গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেখানে তরুণ পেশাদারদের যুক্ত করা হবে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের প্রকল্পগুলির পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়নের জন্য এবং সেগুলির কার্যকারিতা বাস্তবায়ন ও মধ্যবর্তী সংশোধনের উপর মতামত দেওয়ার জন্য।

নতুন দিল্লিতে অবস্থিত পিএমইউ-এর জন্য ৪৯টি রাজ্য সমন্বয়কারীর নির্বাচনের জন্য আবেদনপত্রের আহ্বান করা হচ্ছে। তাদের নিয়োগের তারিখ থেকে ২ বছরের একটি নবায়ন অযোগ্য চুক্তি দেওয়া হবে। এই পদের জন্য প্রতি মাসে ৭৫,৫০০/- টাকা বেতন দেওয়া হবে এবং এর জন্য প্রতি মাসে প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ২০-২৫ দিন ব্যাপক ভ্রমণ করতে হতে পারে। যে কোনও বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারী অথবা এই শিক্ষাবর্ষে স্নাতক হতে চলা প্রার্থীরা (যেসব প্রতিষ্ঠান এনআইআরএফ র‍্যাঙ্কিং-এর অধীন শিক্ষা মন্ত্রক কর্তৃক দেশের ১০০টি শীর্ষস্থানে থাকা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ১০০টি শীর্ষ কলেজ, ১০০টি শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৫০টি শীর্ষ গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষালাভ করেছে) এই পদের জন্য আবেদন করার যোগ্য প্রার্থীরূপে নিবাচিত হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, দায়িত্বশীলতা ইত্যাদি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এবং অনলাইনে আবেদনের জন্য অনুগ্রহ করে এমওএসজে এবং ই-এর ওয়েবসাইট https://socialjustice.gov.in/-এ পরিদর্শন করুন।

আবেদনপত্র নথিভুক্তকরণ এবং জমা দেওয়ার সূচনা ৪ঠা নভেম্বর ২০২৫ থেকে ৪ঠা ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।

CBC 38101/11/0027/2526

ORIENT GROUP SINCE 1963
ORIENT JEWELLERS
Trust of Hallmark
Congratulates India Women's National Cricket Team For Creating History

ওরিয়েন্ট গ্রুপ গর্বের সঙ্গে উদযাপন করছে নারী শক্তির ৬২ বছর।
এই আনন্দময় উদযাপনের অংশ হতে আজই আসুন আপনার নিকটস্থ ওরিয়েন্ট জুয়েলার্সে।
Customer Care: +91 83730 99950 www.orientjewellers.in

e-Tender Notice
Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T. No. :
1) WBMAD/JM/CH/eNIT-64/2025-26 Memo No. 3428/JM Dated: 01/11/2025 (Tender ID: 2025_MAD_936890_1)
2) WBMAD/JM/CH/eNIT-65/2025-26 Memo No. 3429/JM Dated: 01/11/2025 (Tender ID: 2025_MAD_936897_1)
3) WBMAD/JM/CH/eNIT-66/2025-26 Memo No. 3430/JM Dated: 01/11/2025 (Tender ID: 2025_MAD_936903_1)
4) WBMAD/JM/CH/eNIT-67/2025-26 Memo No. 3431/JM Dated: 01/11/2025 (Tender ID: 2025_MAD_936905_1)
5) WBMAD/JM/CH/eNIT-68/2025-26 Memo No. 3432/JM Dated: 01/11/2025 (Tender ID: 2025_MAD_936910_1)
6) WBMAD/JM/CH/eNIT-69/2025-26 Memo No. 3433/JM Dated: 01/11/2025 (Tender ID: 2025_MAD_936914_1)
7) WBMAD/JM/CH/eNIT-70/2025-26 Memo No. 3434/JM Dated: 01/11/2025 (Tender ID: 2025_MAD_936919_1)
8) WBMAD/JM/CH/eNIT-71/2025-26 Memo No. 3435/JM Dated: 01/11/2025 (Tender ID: 2025_MAD_936950_1)
9) WBMAD/JM/CH/eNIT-72/2025-26 Memo No. 3436/JM Dated: 01/11/2025 (Tender ID: 2025_MAD_936955_1)
10) WBMAD/JM/CH/eNIT-73/2025-26 Memo No. 3437/JM Dated: 01/11/2025 (Tender ID: 2025_MAD_936960_1)
11) WBMAD/JM/CH/eNIT-74/2025-26 Memo No. 3438/JM Dated: 01/11/2025 (Tender ID: 2025_MAD_937003_1)
12) WBMAD/JM/CH/eNIT-75/2025-26 Memo No. 3439/JM Dated: 01/11/2025 (Tender ID: 2025_MAD_937007_1)
Last date of bidding (Online) dated: 05/12/2025 at 6.55 P.M. Details of which are available in the web portal **www.wbtenders.gov.in** & **www.jalpaigurimunicipality.org** & in the office of the undersigned during the office hours.
Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৮৯, তারিখ : ৩০.১০.২০২৫। সিনি. ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ এবং আর্থিক স্বচ্ছলতাসম্পন্ন খ্যাতনামা ফার্ম/এজেন্সি/ ঠিকাদারদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং. : ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৮৯; কাজের নাম :** মালদা ডিভিশনের ট্রাফিক সুবিধার কাজের সাথে সম্পর্কিত রিলে রুমের সম্প্রসারণ এবং উন্নতির ব্যবস্থা; **টেন্ডারের মূল্য :** ₹ ১২,৫৯,৭৩৬.৯২; **বায়না অর্থ :** ₹ ২৫,২০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্য:** শূন্য; **ই-টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ ও সময়:** ০৭.১১.২০২৫ থেকে ২১.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত; ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশ বোর্ড: ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** নোটিশ বোর্ড: সিনি.ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে/কার্যালয়/মালদা টাউন; টেন্ডারদাতাদের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথিপত্র পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও পরিস্থিতিতেই কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রহণ করা হবে না।
MLD-214/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১১৯, ১২২, ১৩৬-এমএলডিটি-২৫-২৬ তারিখ ২৯.১০.২০২৫ **(ব্রিজের কাজ)** ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে। **(১) টেন্ডার নং. : ১১৯-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বিআরএল/মালদা-এর অধীনে মালদা ডিভিশনের মালদা টাউন - নিউ ফারাক্কা শাখায় কিমি ২৫৮/২-২৬০/৫-তে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজসহ সাইড পাথওয়ে প্রদানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ নং. ৪৬ডি (১০১ X ১৮.৩ মি) (ফারাক্কা ব্যারেজ)-এর পরিদর্শন সুবিধা প্রদানের কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার; **টেন্ডারের মূল্য:** ₹ ১২,৮৮,৩৪,৬৫৬.০০; **(২) টেন্ডার নং. : ১২২-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম :** পিএস স্ল্যাব দ্বারা মালদা ডিভিশনের নিউ ফারাক্কা-মালদা টাউন শাখায় ব্রিজ নং. ৩৮ আপ (১২.২ মিটার প্লেট গার্ডার)-এর পিয়ার মজবুতকরণের সাথে সেন্ট্রাল স্প্যানের গার্ডার প্রতিস্থাপনের কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার; **টেন্ডারের মূল্য :** ₹ ২,৯৫,৭০,৬৬৬.৩০; **(৩) টেন্ডার নং.: ১৩৬-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ব্রিজ লাইন/মালদা, পূর্ব রেলওয়ের অধীনে মালদা ডিভিশনের মালদা টাউন - নিউ ফারাক্কা শাখার মধ্যে কিমি ২৫৮/২- ২৬০/৫-তে গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ নং. ৪৬ডি (১০১ X ১৮.৩ মি)- এর বিয়ারিং প্রতিস্থাপনের কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার; **টেন্ডারের মূল্য :** ₹ ৫,৬৯,৩২,৫৪৪.৮৪; **টেন্ডার জমার শেষ তারিখ ও সময় :** টেন্ডার নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য ২৪.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে; **ওয়েবসাইট এবং নোটিশ বোর্ড :** www.ireps.gov.in/ ডিআরএম অফিস/ এমএলডিটি।
MLD-212/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

কর্মখালি

Walk-In-Interview for the following teaching posts on 08/11/2025 from 12pm onwards. 1. Principal, 2. PGTs for subjects:- Hindi, Chemistry, Mathematics. S.C.G. English Academy, Affiliated to CBSE #Affiliation No:- 2430229. P.O- Mathabhanga, Contact- 9475836676/9609973777. (C/119101)

অ্যাফিডেভিট

আমার মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড রোল নং B12592G 0001, WBBSE প্রদত্ত এবং আমার সমস্ত শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাদি, আমার ভোটার কার্ড নং- WII 1937739 বাবার নাম Lablu Miah নথিভুক্ত হয়েছে। গত 29.10.25, J.M. 1st Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা বাবা Abu Bakkar Siddik এবং Lablu Miah এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। সর্বত্র বাবার সঠিক নাম Abu Bakkar Siddik হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম- Chumki Parvin, গ্রাম : বাঘরোয়া, পো : মোয়ামারি, কোতোয়ালি, কোচবিহার, প: ব:। (C/118175)

DMMU, Siliguri & DRDC, SMP
Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri-734001
NIeT No.-33/DRDC/SMP/2025 dt. 03/11/2025 (Second Call)
On behalf of DMMU, Siliguri & DRDC, SMP, e-tender is invited by ADMD, DMMU & PD, DRDC, SMP from renowned Suppliers for supply of 01 (One) 40 KVA Diesel Generator Set. **Start date of submission of bid : 03.11.2025 from 11:00 A.M. (Server clock) Last date of submission of bid : 11.11.2025 upto 03:00 P.M. (Server clock)** All other details will be available from Notice Board of DMMU, Siliguri & DRDC, SMP. Intending suppliers may visit the website, namely- **http://wbtenders.gov.in** for further details.
Sd/- ADMD, DMMU & PD, DRDC, SMP

তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. টিএসকে/ইএনজিজি/৬৫ অব ২০২৫, তারিখ : ৩১-১০-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **আইটেম নং. ১, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** জোন নং. টিএসকে/৪, ডিব্রুগড়ে ডিব্রুগড় থেকে খোয়াং পর্যন্ত আউটার মরানহাট পর্যন্ত, বামালগাঁও থেকে নিউ সিমিবরগাঁও পর্যন্ত সার্ভিস ভবন এবং কলোনিগুলিতে (দুই বছরের জন্য)। টেন্ডার মূল্য: ৪,৫০,২২,১৯৪/- টাকা; বায়নার ধন: ৩,৭৫,১০০ টাকা। **আইটেম নং.২, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** জোন নং. টিএসকে/৮, মাকুম জংশনের ডাউন আউটার সিগন্যাল থেকে লেখাপানি লাইন এবং মাকুম জংশনের আউটার সিগন্যাল থেকে ডাঙারি পর্যন্ত। (দুই বছরের জন্য)। টেন্ডার মূল্য: ১,৭২,০৪,০৩৯/- টাকা; বায়নার ধন: ২,৩৬,০০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২১-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **বন্ধ হবে** এবং ২১-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **খোলা হবে।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২১-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টাপর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্ক)/তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ADVERTISEMENT
ARMY PUBLIC SCHOOL, SUKNA
1. Applications are invited with full Bio Data, attested copies of testimonials and one latest passport size photograph for the post of **Head Master/Head Mistress** for Primary Wing on **Regular Basis** alongwith a demand draft of Rs 250/- in favour of Principal, Army Public School, Sukna payable at Siliguri on or before **06 Dec 2025**. Educational qualification is as per CBSE Rules. Minimum Qualification required is Graduate and B.Ed/M.Ed and B.El.Ed/Diploma in elementary education, with minimum 50% marks in each. Qualified in CTET and OST and IT/Computer literate. Teaching experience minimum 08 years of teaching experience with atleast of 05 years as PRT in a CBSE recognised school. Age limit should be below 55 years and 57 years for ESM/teacher of APS Sukna. Salary is as per AWES norms. Shortlisted candidates only will be called for the interview, which will be conducted in the month of **Jan/Feb 2026**.
2. Applications duly completed should be sent direct to **Army Public School, Sukna, PO-Sukna, Dist-Darjeeling-734009.**

Case No : 155181/AS/Adv
Dated : 30 Oct 2025

Sd/X X X X X X X X
(Mrs Dola Sarkar Sinha)
Principal
Army Public School, Sukna

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সিনিয়ার/জুনিয়ার রিপোর্টার চাই
WALK-IN-INTERVIEW
শিলিগুড়িতে সিনিয়ার/জুনিয়ার রিপোর্টার নেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা বুধবার, ৫ নভেম্বর ২০২৫-এ বেলা ১১টায় সিভি সহ সরাসরি চলে আসতে পারেন। লিখিত পরীক্ষা থাকবে।
সময় : দেড় ঘণ্টা
ন্যূনতম যোগ্যতা : স্নাতক
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-১

কর্মখালি

কঠোর পরিশ্রমী যুবক যুবতী নিয়োগ। ফোন- 9733339115/ 7430979039/7074564508. (C/118399)

শিলিগুড়ির বৃহত্তম Company তে আকর্ষণীয় বেতনে Shop boy, Shop Girl ও Marketing Staff চাই। (M)- 9126145259.

কিডনি চাই

50 বছর বয়সের নীচে ব্যক্তির কিডনি চাই(AB+অগ্রগণ্য)। M- 8509385076/ 8101780949. (C/118720)

বিক্রয়

কামাখ্যাগুড়ি স্টেশন রোডে 4 ডেসিমাল জায়গা 16 লাখে বিক্রি আছে। লোন হবে না। যোগাযোগ- 9475140141. (K)

Sale Mahindra Alfa Plus-2024-WB-73-G-8684. Ph-03532950301. (C/119005)

Tea Sample Packet Sale

Printed Tea sample packets available, Siliguri. (M)-8116743501. (C/118400)

আজ, কাল ও পরশু
জলপাইগুড়ি
৭.১১ হলদিবাড়ি
৮.১১ শিলিগুড়ি
৯.১১ মালবাজার
৩৫০ বছরের বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষী ও পঞ্জিকাকার
শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১/৯১৬৩৬৬৭৭৪১

ডিমাপুরস্থিত আধিকারিকের বিশ্রাম গৃহের উন্নতকরণ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিওয়াইসিই-সিওএন-ডিএল-ডিএমভি-২০২৫-০১ তারিখ: ২৮-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের হেতু অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার (গণ)/ফার্ম (সমূহ) থেকে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আমন্ত্রণ করা হয়েছে: টেন্ডার নং. ডিওয়াইসিই-সিওএন-ডিএল-ডিএমভি-২০২৫-০১। **কাজের নাম:** লামডিং-ফরকাটিং দ্বৈত রেলপথ প্রকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত ডিমাপুরস্থিত আধিকারিকের বিশ্রাম গৃহের উন্নতকরণ। **আনুমানিক মূল্য:** ২,৬৫,৫৩,৬০৬.৬৬/- টাকা। **বায়না রাশি:** ৫,৩১,১০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়:** ১৯-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং **খোলা যাবে:** ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্রপত্র সহিত সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিওয়াই.সিই/সিওএন/ডিএল/ডিমাপুর
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

অ্যাফিডেভিট

আমি Suchitra Karjee Adhikary, W/o. Ananta Deb Adhikary, সাকিন- শান্তিনীড় বি-১, শিল্পসমিতিপাড়া, পোঃ+জেলা- জলপাইগুড়ি, পিন- 735101, জলপাইগুড়ি, JM 2nd Court, এ Affidavit দ্বারা আমি Suchitra Karjee Adhikary নামে পরিচিত হলাম। Affidavit no. 4044 dated 01.11.2025- Suchitra Karjee (Adhikari) এবং Suchitra Karjee Adhikary হলাম। (C/118562)

ড্রাইভিং লাইসেন্সে ভুলবশত আমার নাম Md. Amin এবং আমার বাবার নাম M. Haque মুদ্রিত হয়েছে। গত 13/10/2025 তারিখে ইসলামপুর কোর্টের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-এর কাছে অ্যাফিডেভিট করে আমার আসল নাম Md. Amin Haque এবং আমার বাবা Majharul Haque নামে পরিচিত হলাম। উল্লেখ্য, Md. Amin ও আমার বাবা M. Haque একজনেরই নাম। (S/N)

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 6320030936017. আমার নাম ভুল থাকায় গত 08-10-25, J.M., 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Sirsendu Prasad Kumar এবং Shisendu Prasad Kumar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গ্রাম : হোগলাবাড়ি, পো : পুণ্ডিবাড়ি, জেলা : কোচবিহার। (C/118174)

মাধ্যমিকের সমস্ত তথ্যাদি, Index No. 01-029 উচ্চ মাধ্যমিকের সমস্ত তথ্যাদি, Roll No. 120 821-0296 বাবার নাম ভুল থাকায় গত 31-10-25, J.M. 1st Court, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা বাবা Abu bakkar Siddik এবং Lablu Miah এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন- Mampi Parvin Bibi, W/o Khalil Miah, গ্রাম : বাঘরোয়া, পো : মোয়ামারি, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার, প: ব:। (C/118176)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২১৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৫৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৫১৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৫১৭৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

নতুন জীবনে পা রাখল কমলিনী-স্বতন্ত্র। কেমন হতে চলেছে ওদের আগামী জীবন? **চিরসখা** মহাপর্ব রাত ৯.০০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ দুরন্ত প্রেম, দুপুর ১.১৫ টাইগার, বিকেল ৩.৪৫ রংবাজ, সন্ধে ৬.৩০ জয় শ্রীকৃষ্ণ, রাত ১০.০০ রাধাকৃষ্ণ চ্যাপ্টার ওয়ান

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ নবাব, দুপুর ১.০০ বারুদ, বিকেল ৪.০০ চ্যালেঞ্জ-টু, সন্ধে ৭.০০ বড়বউ, রাত ১০.৩০ শত্রু।

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ জোয়ার ভাঁটা, দুপুর ১২.০০ টক্কর, ২.৩০ বাবা কেন চাকর, বিকেল ৫.০০ লোফার, রাত ১০.৩০ ইনস্পেকটর নটি কে

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ দাদামণি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নায়ক : দ্য রিয়েল হিরো

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দায়বদ্ধ

জি সিনেমা : দুপুর ১.০১ বিবি নাম্বার ওয়ান, বিকেল ৩.১৮ নাগভূমি, রাত ৮.২৯ হিট লিস্ট, ১০.৫৭ দ্য রিয়েল ডন রিটার্নস-টু

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.১২ আশিক, দুপুর ২.০৫ বারুদ, বিকেল ৪.৫৮ মায়োঁ, সন্ধে ৭.২৮ অহো বিক্রমার্কা, রাত ৯.৫৮ অন্তিম ন্যায়

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ দিল পরদেশি হো গ্যয়া, বিকেল ৩.০৫ গুলাম-ই-মোস্তাফা, সন্ধে ৬.৫০ ওরফি, রাত ১০.০০ যোদ্ধা

বিশ্বরূপ রুদ্র এবং গার্গী ঘোষের গান শুনুন **গুডমর্নিং আকাশ**, সকাল ৭.০০ **আকাশ আট**

বিবি নাম্বার ওয়ান দুপুর ১.০১ **জি সিনেমা**

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.০০ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস খিলাড়ি, ২.১৩ অন্দাজ, বিকেল ৪.২৫ বিজয় দ্য মাস্টার, সন্ধে ৭.৩০ জানোয়ার, রাত ১০.৪৬ অপহরণ

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.২২ সরকার থ্রি, দুপুর ১.৩৪ সাম বাহাদুর, বিকেল ৩.৫৭ ঘুমর, সন্ধে ৬.১৫ তুফান, রাত ৯.০০ নাম শবানা, ১১.৩৩ দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার

শত্রু রাত ১০.৩০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অতিরিক্ত খরচ, সংসারে সমস্যা বাড়বে। প্রিয় বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় জটিল সমস্যা কাটবে। ধর্মচর্চায় মানসিক চাপ কমবে। বৃষ : বহুদিনের কোনও স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। কর্মক্ষেত্রে কোনও বিশেষ কাজের দায়িত্ব নিয়ে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। প্রেমে সংকট কাটবে। মিথুন : নিকটজনকে মিথ্যে কথা বলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা বাড়বে। দাম্পত্যে শান্তি বজায় থাকবে। কর্কট : স্ত্রীর বুদ্ধিতে বড় কোনও সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। কর্মক্ষেত্রে প্রভাবশালী কোনও ব্যক্তির সহায়তায় বড় উন্নতি। সিংহ : বন্ধুমহলে কথাবার্তা খুব মেপে বলুন। কর্মক্ষেত্রে কোনও ভুল কাজের মাশুল গুনতে হতে পারে। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। কন্যা : বাড়ির কোনও কাজ ফেলে রাখবেন না। প্রেমে তৃতীয় কোনও ব্যক্তির কারণে জটিলতা বাড়বে। হিংস্র জন্তু থেকে সাবধান। তুলা : সামান্য কথাকে কেন্দ্র করে বাড়িতে অশান্তি। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। বৃশ্চিক : ন্যায্য পাওনা আদায় করতে সক্ষম হবেন। জমি, বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। সন্তানের চাকরি প্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। ধনু : বেসরকারি কোনও সংস্থায় উচ্চপদে চাকরি পাওয়ার সুযোগ। সুবক্তা হিসেবে সমাজে বিশেষভাবে সম্মানিত হবেন। মকর : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব আরও বাড়বে। পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। আর্থিক শুভ। কুম্ভ : একাধিক উপায়ে আয়ের পথ খুলবে। পারিবারিক আলোচনায় সংসারের সমস্যা মিটবে। মশলাদার খাবার এড়িয়ে চলুন। মীন : পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলা মামলা নিষ্পত্তি হবে। সর্দি-জ্বরে ভোগান্তি বাড়বে। বিকেলের পর বাড়িতে অতিথির আগমন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৭ কার্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ১৩ কার্তিক, ৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৭ কাতি, সংবৎ ১৪ কার্তিক সুদি, ১২ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৪৭, অঃ ৪।৫৫। মঙ্গলবার, চতুর্দ্দশী দিবা ৯।২৩। রেবতীনক্ষত্র দিবা ১১।৪৩। বজ্রযোগ দিবা ৩।৫৭। গরকরণ দিবা ১০।২৬ গতে বণিজকরণ রাত্রি ৯।২৩ গতে বৃষ্টিকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগম অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ১১।৪৩ গতে মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, রাত্রি ৯।২৩ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি ৭।১১ গতে ৮।৩৪ মধ্যে ও ১২।৪৫ গতে ২।৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩২ গতে ৭।৮ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে নিষেধ, দিবা ১১।৪৩ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- চতুর্দ্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। প্রদোষে সন্ধ্যা ৪।৫৫ গতে রাত্রি ৬।৩১ মধ্যে বৈকুণ্ঠচতুর্দ্দশীব্রত ও শ্রীশ্রীহরিপূজা। পূর্ণিমার নিশিপালন। সদগুরু শ্রীবুদ্ধদেব বাবার আবির্ভাব দিবস(১৭ কার্তিক ১৩২৯)। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৬ মধ্যে ও ৭।২৯ গতে ১১।৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৬ গতে ৮।১৯ মধ্যে ও ৯।১২ গতে ১১।৪১ মধ্যে ও ১।৩৮ গতে ৩।২৪ মধ্যে ও ৫।১০ গতে ৫।৪৮ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।২৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৩,৯৭৮.৪৯ (+৩৯.৭৮)

নিফটি : ২৫,৭৬৩.৩৫ (+৪১.২৫)

আজ শুরু এসআইআর

মঙ্গলবার থেকে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের জন্য তালিকা যাচাই করতে বাড়ি বাড়ি যাওয়া শুরু করবেন বিএলওরা। এনিয়ে ইতিমধ্যেই তাঁদের প্রশিক্ষণ হয়েছে। ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩১°	১৯°	৩১°	২১°	৩১°	২১°	২৯°	১৮°

আজ মিছিলে মমতা-অভিষেক

এসআইআর শুরুর দিনই সুর চড়াতে পথে নামছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫

শিলিগুড়ি ১৭ কার্তিক ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 4 November 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 165

দু’চোখে অনন্ত...

চাইছিলাম এই রাতটা যেন শেষ না হয় : রিচা

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ নভেম্বর : হরমনপ্রীত কাউর বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে নাদিনে ডি ক্লার্কের ক্যাচটা ধরার পরই শুরু হয়েছিল উৎসব। সাফল্যের উৎসব। বিশ্বজয়ের উৎসব।

বিশ্বজয়ের স্বীকৃতি হিসেবে ট্রফি হাতে পাওয়ার পর আরও এক রাউন্ড উৎসব হয়। পরে রাত প্রায় দুটোর সময় ভারতীয় সাজঘর থেকে বেরিয়ে হরমনপ্রীতরা সবাই হাজির হয়েছিলেন ডিওয়াই পাতিল ক্রিকেট মাঠের বাইশ গজে। সেখানে জেমিমা রডরিগেজের গানের মাধ্যমে চলে দীর্ঘসময় সেলিব্রেশন।

মাঠ থেকে ভাংরা নাচতে নাচতে পুরো ভারতীয় মহিলা দল প্রায় ভোররাতে ফেরে টিম হোটেলে। সেখানেও কেক কেটে উৎসবের শেষ রাউন্ড শুরু হয়। সকালের দিকে রিচা ঘোষরা যে যার ঘরে ঘুমাতে যান। ঘুম ভাঙে দুপুরের পর। ঘুম থেকে ওঠার কিছু পরেই নভি মুম্বই থেকে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে একান্ত সাক্ষাৎকার দিলেন রিচা। বলে দিলেন, এমন স্বপ্নপূরণের রাতটা শেষ হয়ে যাক, তিনি চাইছিলেন না। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ঝুলন গোস্বামীরা পারেননি। প্রথম বাঙালি হিসেবে বিশ্বকাপ ট্রফি ছুঁয়ে দেখার গৌরব অর্জনের অনেকটা সময় পরও রিচার গলায় অদ্ভুত আবেগ।

উত্তরবঙ্গ সংবাদকে সাক্ষাৎকার

স্বপ্নপূরণের রাত

হ্যাঁ, স্বপ্নপূরণ তো বটেই। ভাবিনি জীবনে এমন একটা রাত আসবে। তবে হ্যাঁ, দল হিসেবে আমাদের সকলের মধ্যেই বিশ্বসেরা হওয়ার আত্মবিশ্বাস ছিলই। বহুদিন অপেক্ষা করেছি। অনেক পরিশ্রম করেছি। শেষপর্যন্ত আমরা পেরেছি।

সারারাত সেলিব্রেশন

বিশ্বজয়ের সেলিব্রেশন তো এমনই হওয়া উচিত। আমরাও নিজেদের মতো করে সেলিব্রেট করেছি। গোটা দেশও আমাদের সাফল্যে আবেগে ভেসে গিয়েছে। *এরপর ছয়ের পাতায়*

আত্মবিশ্বাসই শিরোপা এনে দিল

বেদা কৃষ্ণমূর্তি

২ নভেম্বর ২০২৫, এই দিনটি ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে সোনালি অক্ষরে লেখা থাকবে। সারা রাত গোটা দেশে মিষ্টি বিলি হয়েছে, পটকা ফেটেছে, আর প্রতিটি ঘরে চলেছে বাঁধভাঙা উল্লাস। আমার আবেগ প্রকাশের কোনও ভাষা নেই! ‘এবারের কাপ আমাদেরই!’- সেমিফাইনাল জেতার পর যে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আমি এই কথাটি বলেছিলাম, আমাদের মেয়েরা সেই কথাকে সত্যি প্রমাণ করে দিল!

অবিশ্বাস্য! এই তো সেই মুহূর্ত, যার জন্য আমরা ২০০৫ সাল থেকে, বিশেষ করে ২০১৭ সালে লর্ডসের ফাইনাল হারার পর থেকে অপেক্ষা করছিলাম। সেই দিন আমি দলের সদস্য ছিলাম, চোখের সামনে ট্রফিটা হাতছাড়া হওয়ার কষ্ট আজও আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। রবিবার মাঝরাতে হরমনপ্রীত কাউর ও তার দল সেই ২০ বছরের আক্ষেপ ঘুচিয়ে দিল। এই ম্যাচটি ছিল যেন এক কাব্যিক সমাপ্তি। সেমিফাইনালে আমরা অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে যে আত্মবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিলাম, ফাইনালে সেই আত্মবিশ্বাসই আমাদের শিরোপা এনে দিল। আমি ড্রেসিংরুমের আবহটা কল্পনা করতে পারি -আবেগ, আনন্দ আর চোখের জল!

টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২৯৮ রান করাটা ফাইনালের মতো মঞ্চে সহজ ছিল না। কিন্তু আমাদের মেয়েরা, বিশেষ করে টপ অর্ডারে, সেটা করে দেখাল। আমি শেফালি ভার্মাকে দেখে বরাবরই মুগ্ধ। মাত্র কয়েকদিন আগে ও স্কোয়াডে ঢুকেছে, কিন্তু ওর খেলার মধ্যে কোনও চাপ বা দ্বিধা নেই। ওর ব্যাটিংয়ে সেই কিশোরীসুলভ নির্ভীকতা আছে, যা একসময় শেহবাগ ভাইয়ের (বীরেন্দ্র শেহবাগ) মধ্যে দেখতাম। ৭৮ বলে ৮৭ রানের ওর ইনিংসটি ছিল ফাইনালে আমাদের ভিত। স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে ওর ১০৪ রানের পার্টনারশিপ দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রথম থেকেই চাপে ফেলে দেয়। শুধু ব্যাট নয়, পার্ট-টাইম বোলার হিসেবে এসে সে যে দুটি উইকেট নিয়েছে, সেটা যেন শেষ পেরেক পুঁতে দেওয়ার মতো। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হওয়ার জন্য এই অলরাউন্ড পারফরমেন্সই যথেষ্ট ছিল। আমি ব্যক্তিগতভাবে ওকে অভিনন্দন জানাতে চাই, ও দেখিয়ে দিল বয়সটা কোনও ব্যাপার নয়, আসল হল সাহস।

দীপ্তি শর্মা আমাদের দলের একজন অন্যতম স্তম্ভ। ও শুধু একজন অলরাউন্ডার নয়, ও হল সেই খেলোয়াড় যে কঠিন সময়ে নিজের স্নায়ুচাপ ধরে রাখতে পারে। আমরা ওকে ড্রেসিংরুমে ‘কোল্ড ব্লাডেড’ প্লেয়ার বলে ডাকি। দীপ্তি ব্যাট হাতে জরুরি একটি ইনিংস খেলল, কিন্তু আসল জাদু দেখাল বল হাতে! ৩৯ রানে ৫ উইকেট- বিশ্বকাপ ফাইনালের মঞ্চে এমন পারফরমেন্সের জন্য তো কেবল একটা কথাই বলা যায় -চ্যাম্পিয়ন! *এরপর ছয়ের পাতায়*

> আমাদের মহিলা ক্রিকেট টিমের এই অসাধারণ জয় দেশের তরুণীদের মধ্যে ক্রিকেট খেলার প্রতি উৎসাহ জোগাবে। তাঁরাও যে একদিন বড় ক্রিকেটার হয়ে উঠবেন, সেই বিশ্বাস করতে শেখাবে এই জয়।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

সবজি, ফুলের চড়া দাম

জমিতে কেটে রাখা ধান নষ্ট। হতাশ কৃষক। ফাঁসিদেওয়ায়।

রণজিৎ ঘোষ

রাঙ্গাপানি (ফাঁসিদেওয়া), ৩ নভেম্বর : কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে শিলিগুড়ি মহকুমা এবং সংলগ্ন এলাকায় ধান, আলু, সবজি ও ফুল চাষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রচুর চাষের জমি এখনও জলের তলায়। যার ফলে বাজারে আমদানি কমেছে। আর এতেই আলু সহ সমস্ত সবজির দাম বাড়তে শুরু করেছে। শিলিগুড়ির খুচরো বাজারে প্রতিটি সবজির দামই কেজিতে ২০-৩০ টাকা বেড়ে গিয়েছে। পরিস্থিতির ওপরে নজর রাখা হচ্ছে বলে কৃষি দপ্তর জানিয়েছে। অন্যদিকে, বাজারে সমস্ত সবজির দাম বাড়লেও কৃষি বিপণন দপ্তরের কাছে কোনও খবরই নেই। শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজার কমিটির সচিব অনুপম মৈত্র বলেন, ‘দাম বৃদ্ধির খবর পাইনি। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলছি। প্রয়োজনে বাজারগুলিতে টাস্ক ফোর্সের অভিযান হবে।’

ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় ধান সহ প্রচুর সবজির চাষ হয়। বর্তমানে এখানে বিঘার পর বিঘা জমিতে আমন ধানের বিভিন্ন প্রজাতির চাষ হয়েছে। পাশাপাশি ভেন্ডি, সর্ষে, মুলো, পালং, রাই শাক জমিতে রয়েছে। এই ব্লকে প্রথাগত কৃষি ফসলের পাশাপাশি বেশ কয়েক বছর ধরে গাঁদা ফুলের চাষ অনেকটাই বেড়েছে। কালীপুজোর সময় থেকেই গাঁদা ফুলও উঠতে শুরু করেছে। জমিতে আমন ধানও পেকে রয়েছে। কেউ ধান এক সপ্তাহ আগে কেটে জমিতেই ফেলে রেখেছেন। কেউ আবার ধান কাটবেন বলে স্থির করেছিলেন। ফলন ভালো হওয়ায় কৃষকরা এবার ধান, সবজি এবং ফুল থেকে ভালো লাভের আশায় বুক বাঁধছিলেন। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার থেকে টানা বৃষ্টিতে প্রায় সমস্ত চাষের জমিই জলের তলায় চলে গিয়েছে। *এরপর ছয়ের পাতায়*

বিপাকে ক্রেতারা

- কয়েকদিনের বৃষ্টিতে শিলিগুড়ি মহকুমা ও সংলগ্ন এলাকায় ধান, আলু, সবজি ও ফুল চাষে ক্ষয়ক্ষতি
- প্রচুর চাষের জমি এখনও জলের তলায়, এর জেরে আলু সহ সমস্ত সবজির দাম বাড়তে শুরু করেছে
- প্রতিটি সবজির দামই কেজিতে ২০-৩০ টাকা বেড়ে গিয়েছে, পরিস্থিতির ওপর নজর কৃষি দপ্তরের

মেশিনে জপের নতুন ট্রেন্ড তরুণ প্রজন্মের

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৩ নভেম্বর : বিরাট কোহলি ও অনুষ্কা শর্মার আঙুলে পরে থাকা এক যন্ত্রে নেটিজেনদের নজর পড়ায় সম্প্রতি তা ভাইরাল হয়ে যায়। কৌতূহলীরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন এটি নামজপ করার কাউন্টার মেশিন। সেলেব্রিটিদের অনেকেই মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে নামজপ করার জন্য এই ডিজিটাল ট্যালি কাউন্টার রিং ব্যবহার করে থাকেন। রিং মানে,

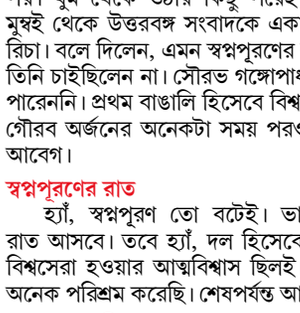

এটি আংটির মতো হাতের আঙুলে পরে থাকা যায়। এই আংটির মাঝখানের ফাঁকা জায়গাকে প্রাচীন মিশরীয়রা অজানা জগতে প্রবেশের দরজা বলে মনে করতেন। তাঁদের ধারণা ছিল চাঁদ ও সূর্যের আকৃতির আংটির শুরু ও শেষ নেই। তাই এটি অনন্তকালের প্রতীক।

সেকাল থেকে একালে গড়াতে গড়াতে আংটি এখন ডিজিটাল যুগে পৌঁছে গিয়েছে। বিরুষ্কার দেখাদেখি জেন জেডের এখন হাতে হাতে ঘুরছে নয়া জমানার এই জপের মেশিন। জনপ্রিয়তা বাড়ায় অনলাইনে এমনকি বাজারেও বিক্রি হচ্ছে এই ডিজিটাল ট্যালি কাউন্টার রিং। বর্তমান যুগে মানসিক চাপ কমাতে এই ট্যালি কাউন্টার রিং যে গুরুত্বপূর্ণ তা অবশ্য জানাচ্ছেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও মানসিক কাউন্সেলাররা।

আধ্যাত্মিক পর্যটনের জনপ্রিয়তা দেশজুড়ে অনেকটাই বেড়েছে। বিশেষ করে এই পর্যটনের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের। তার সঙ্গে জনপ্রিয়তা বেড়েছে প্রার্থনা করতে মালার বিকল্প এই আধুনিক যন্ত্রের। এর সাহায্যে একজন মানুষ দিনে কতবার প্রার্থনা পাঠ করছেন তা রেকর্ড হয়ে যায়। মন্দিরে গিয়ে বা মেডিটেশনের সময় ছোট ডিজিটাল এই ডিভাইস বেছে নিচ্ছেন অনেকেই।

এই ডিভাইসের জনপ্রিয়তা নিয়ে শিলিগুড়ি ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক নামকৃষ্ণ দাস বলেন, ‘মন্দিরে প্রতিদিন প্রার্থনার জন্য এই প্রজন্মের অনেক তরুণ-তরুণী আসেন। তবে অনেকেই নামজপ করার জন্য মালা জনসমক্ষে ব্যবহার করতে লজ্জা পান। তবে এই ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে নামজপ করতেও সুবিধে। পাশাপাশি এর জন্য কাউকে কোনও প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় না। মানসিক চাপ কমাতে নামজপ অনেকটা সাহায্য করে থাকে।’

সেলেব্রিটিদের অনেকেই নামজপ করার জন্য ডিজিটাল ট্যালি কাউন্টার রিং ব্যবহার করে থাকেন। *এরপর ছয়ের পাতায়*

বিশ্বকাপের আরও খবর

খারাপ সময়ে বাবা প্রেরণা জোগাতেন শেফালিকে

নয়ের পাতায়

ভাঙা আঙুলে ভেলকি রিচার

নয়ের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

দেড়শোবার পৃথিবী ধ্বংস করতে পারি

আটের পাতায়

নথি জালিয়াতি নিয়ে কমিশনে শমীকরা

আটের পাতায়

বান্ধবী সহ তৃণমূলে প্রত্যাবর্তন শোভনের

পাঁচের পাতায়

কথায় কথায়

বিহারের ভোটে ভাবাচ্ছে লাপতা লেডিজ

আশিস ঘোষ

এসআইআর নিয়ে গোটা দেশে হুলুস্থুল। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের পিছনে আসলে কাদের নাম বাদ দেওয়ার মতলব, তা নিয়ে বিরোধীদের তোপ নির্বাচন কমিশনের দিকে। বাজার যাকে বলে গরম। সদ্য এই চটজলদি সংশোধন শেষ হয়েছে বিহারে। আর দিনদুয়েক পরে ভোট সেখানে। তবে এসআইআরের পর বিহারে স্বস্তি যত না, প্রশ্ন উঠেছে তার অনেক বেশি।

বিহারে এসআইআরে দেখা যাচ্ছে, সবথেকে বেশি বাদ গিয়েছে মহিলা ও মুসলিমদের নাম। সবসময়ই বিহারে মহিলাদের জনসংখ্যার তুলনায় ভোটার লিস্টে মহিলাদের নাম থাকে সামান্য কম। তবে পরপর কয়েকটা ভোটে দেখা গিয়েছে, মহিলা জনসংখ্যা এবং মহিলা ভোটারের ফারাক ক্রমে কমছিল। ২০১২ সালে ফারাক ছিল ২১ লাখ। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে সেই ফারাক কমে হয়েছিল ৭ লাখ।

কিন্তু এবারের এসআইআরে এই ধারাটা পুরো উলটো হয়ে গিয়েছে। এখন সবমিলিয়ে হারিয়ে যাওয়া মহিলার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬ লাখ! হিসেবমতো প্রতি এক হাজার পুরুষ ভোটার অনুপাতে মহিলা ভোটারের সংখ্যা ৮৯২। এতটা কম ২০২০ সালের পর আর হয়নি। এবছর ভোটার তালিকায় নতুন করে যত নাম যোগ হয়েছে, তাতে মহিলাদের হার মাত্র ১৭.৯৩ শতাংশ। ২০২০ সালে নতুন মহিলা ভোটারের হার ছিল ৫৩.৫১ শতাংশ। *এরপর ছয়ের পাতায়*

অপূর্ণ স্বপ্ন, ব্যাট ছেড়ে সংসারে সুজাতারা

আমরা আসলে দুটো আলাদা ক্রিকেট-দেশের বাসিন্দা। একটা দেশে বিশ্বকাপ হাতে ধরা হরমনপ্রীতদের ছবি ভাইরাল হয়। আরেকটা দেশে সুজাতা সোরেনদের ব্যাটের হাতল ছেড়ে সংসারের হাল ধরতে হয়।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী ও শুভ সরকার

আলিপুরদুয়ার ও শিলিগুড়ি, ৩ নভেম্বর : ফোন করে গিয়েও সোমবার আলিপুরদুয়ারের পশ্চিম জিৎপুরের বাড়িটায় ঢোকার পর খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। সকাল সকাল টিউশন করতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরেই একগাদা বাসন ধুতে বসলেন সুজাতা। রোগা, শ্যামলা, ছিপছিপে গড়নের মেয়েটার মুখে অদ্ভুত এক হাসি। কথাবার্তা তো শুরুই হয়নি! তাহলে হাসছেন কেন? ‘রিচারা যে কাজটা করে দেখাল, এরপর হয়তো আমার মতো আর কাউকে শুনতে হবে না, ক্রিকেট কেন খেলছিস? এটাই শান্তির।’ বললেন সুজাতা সোরেন।

সুজাতার পরিচয় হল, তিনি প্রাক্তন ক্রিকেটার। যদি খেলার মাঠের ব্যাকরণের কথা ধরা হয় তবে অবসরগ্রহণের বয়স থেকে এখনও বহুদূরে তিনি। তা সত্ত্বেও কথা বলতে গেলে প্রাক্তন শব্দটার ওপরই জোর দেন। চুটিয়ে ক্রিকেট খেলেছেন। জেলা স্তরে খেলেছেন। ক্রিকেট ছাড়া কিছুই বুঝতেন না। অধুনা বিশ্বকাপজয়ী রিচার সঙ্গে এক মাঠে খেলার অভিজ্ঞতাও রয়েছে সুজাতার ঝুলিতে। ‘একসময় আমাকে লোকজন শচীন বলত, জানেন?’ হাসিমুখেই বললেন। সেই সুজাতা এখন কয়েকটা টিউশন করেন। চাকরির পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেন। আর খেলাধুলো একেবারে ছাড়েননি, ব্যাডমিন্টনের প্রশিক্ষণ দেন কয়েকজনকে। ক্রিকেট থেকে দূরেই দিন কেটে যায় তাঁর।

ছোটবেলায় দাদাদের ক্রিকেট খেলতে দেখে শুরু। দাদাদের সঙ্গে সমানে টক্কর দিতেন মাঠে। সুজাতার কথায়, ‘বাড়ি থেকে বলত, ক্রিকেট খেলে কী হবে? প্রতিবেশীরা বলত, মেয়ে হয়ে ছেলেদের সঙ্গে খেলিস কেন? তারপর যখন পুরস্কার পেতে শুরু করি, তখন বাড়ির লোক কিছুটা খুশি হয়েছিল।’

চায়ের দোকানে আলিপুরদুয়ারের সুজাতা সোরেন।

কী ভাবছেন? রিচা-শেফালিরাই সত্যি? আর বিশ্বকাপ জয়ের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝরে ঝরে পড়া মহিলা ক্রিকেটপ্রেমীরাই হল সমাজের আসল চেহারা? তাহলে সুজাতা কি ব্যতিক্রম? ভুল ভাবছেন। গত প্রায় এক যুগ ধরে শিলিগুড়ি শহরের বুকে মেয়েদের ক্রিকেট খেলার প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন পপি দালাল। মেয়েদের ক্রিকেট খেলাকে ‘সমাজ’ কী চোখে দেখে? একের পর এক অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন পপি। *এরপর ছয়ের পাতায়*

এসআইআরে প্রস্তুত দুই ফুল

বিভিন্ন দলের ওয়ার রুম শিলিগুড়িতে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩ নভেম্বর : প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক উভয় তরফেই প্রস্তুতি সারা হয়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের জন্য (এসআইআর) বুথ লেভেল অফিসাররা (বিএলও) বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা যাচাইয়ের কাজ শুরু করবেন। তাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি অর্থাৎ বুথ লেভেল এজেন্টরা (বিএলএ) থাকবেন। আর এই প্রক্রিয়ায় নাম বাদ দেওয়া এবং তালিকায় নাম যুক্ত করা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে চাপানউতোর শুরু হয়ে গিয়েছে।

তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশ অনুযায়ী একজন ভোটারের নামও যাতে বাদ না যায় সেটা নিশ্চিত করাই বিএলএ-দের অন্যতম কাজ। আবার বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশ কোনও অনুপ্রবেশকারীর নাম যাতে ভোটার তালিকায় না থাকে সেটা নিশ্চিত করতে হবে। অর্থাৎ সিপিএম, কংগ্রেস ময়দানে থাকলেও এসআইআর পর্বে রাজ্যের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল তৃণমূল এবং বিজেপির চাপানউতোরই ক্রমশ বাড়ছে।

তৃণমূল কংগ্রেস পুরোপুরি কর্পোরেট ধাঁচে এসআইআর পর্ব সামাল দিতে নানা প্রস্তুতি নিয়েছে। খাতা-কলম নয়, পুরোটাই অনলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে দলের বিএলএ-রা ভোটারদের তথ্য নিয়ে সেগুলি নির্দিষ্ট অ্যাপে আপলোড করবেন। পাশাপাশি প্রতিটি ব্লক থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত ওয়াররুম তৈরি করে নজরদারির ব্যবস্থাও থাকছে। কোনও পরিবারে গিয়ে যাতে বিএলও-রা ভোটারদের নাম বাদ দিতে না পারে, শাসকদলের বিএলএ-দের সেটা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। কোথাও কোনও এলাকায় এমন ঘটনা দেখলে সঙ্গে সঙ্গে বিএলএ বিষয়টি ব্লক অথবা জেলার ওয়াররুমে জানাবেন। সেইমতো দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে। এমনকি কোনও ভোটারের নথিপত্রগত সমস্যা থাকলে সেটাও দেখে নেওয়া হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। দলের জেলা কোর কমিটির সদস্য পাপিয়া ঘোষ বলেন, 'একজনও বৈধ ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হলে আমরা কঠোর প্রতিবাদ জানাব।'

প্রস্তুতি

- বুথ লেভেল অফিসাররা (বিএলও) বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা যাচাইয়ের কাজ শুরু করবেন
- তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশ অনুযায়ী একজন ভোটারের নামও যাতে বাদ না যায় সেটা নিশ্চিত করাই বিএলএ-দের অন্যতম কাজ
- আবার বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশ কোনও অনুপ্রবেশকারীর নাম যাতে ভোটার তালিকায় না থাকে সেটা নিশ্চিত করতে হবে
- সিপিএম, কংগ্রেস ময়দানে থাকলেও এসআইআর পর্বে রাজ্যের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল তৃণমূল এবং বিজেপির চাপানউতোর ক্রমশ বাড়ছে

বিজেপিও বসে নেই। বিজেপি তৃণমূলের বিরুদ্ধে বরাবর বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা ঢুকিয়ে ভোট করানোর অভিযোগ করে আসছে। দলের অভিযোগ, প্রচুর বাংলাদেশি ভোটার, ভুয়ো ভোটারের নাম এরাজ্যের ভোটার তালিকায় রয়েছে। এসআইআরে সেই নামগুলি যাতে বাদ যায়, বিজেপি সেই চেষ্টাই করবে। বিএলএ-দের সেইমতো নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলায় এসআইআর পর্বে নজরদারির জন্য বুথ স্তর থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত চারটি নজরদারি বলয় তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি বুথে বিএলও'র সঙ্গে একজন করে বিএলএ থাকছেন। তার পরেই চার-পাঁচটি বুথ নিয়ে একজন করে মণ্ডল স্তরের নেতা বা নেত্রীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় স্তরে বিধানসভা কমিটি থাকছে। সেখানে একজন বিএলএ-১ এবং তাঁর সঙ্গে তিনজন করে কোঅর্ডিনেটর দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ স্তরে জেলার নজরদারি থাকছে। দলের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ (আইটি সেল) পুরো বিষয়টি পরিচালনা করছে। বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলের বক্তব্য, 'একটাও ভুয়ো নাম যাতে ভোটার তালিকায় না থাকে সেটা নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য।'

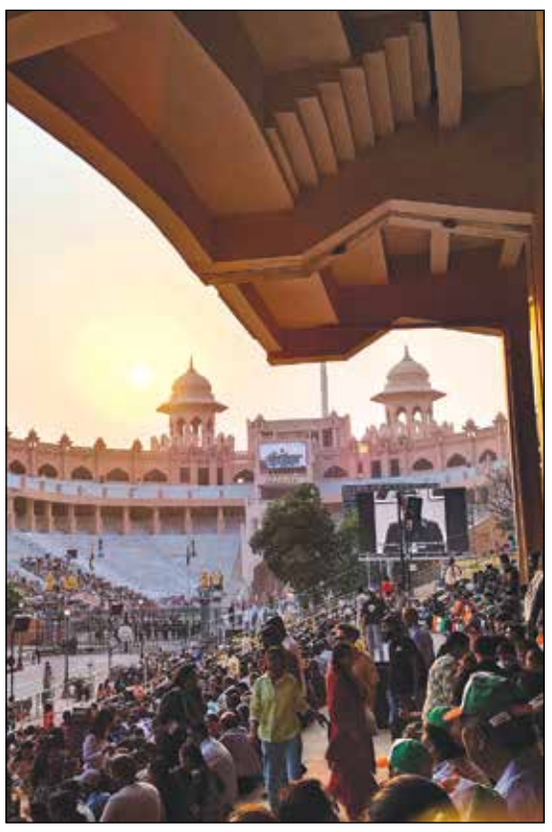

অস্তগামী সূর্য সাক্ষী।। *পঞ্জাবের অটারি-ওয়াঘা সীমান্তে ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির জগদানন্দ ঘটক।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

অপহৃত কিশোরীর মৃত্যু

চোপড়া, ৩ নভেম্বর : চিকিৎসারত অবস্থায় সোমবার মৃত্যু হয়েছে অপহৃত কিশোরীর। সে চোপড়া থানার ঘিরনিগাঁওয়ের বাসিন্দা ছিল। ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ। এদিকে, ওই কিশোরীকে অপহরণের অভিযোগে গ্রেপ্তার দাসপাড়ার বাসিন্দা জরিফুল হককে ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ৫ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ঘটনার তদন্ত চলছে।

গত ২৭ অক্টোবর ধৃত জরিফুলের সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় ওই কিশোরী। তারপর থেকে সে আর বাড়ি ফেরেনি। দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। এদিন আদালতে তোলার সময়ও সে কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ধৃত। চোপড়া থানা এলাকায় জরিফুলের এক আত্মীয়ের বাড়িতে তারা বিগত কয়েকদিন ধরে ছিল। তার আগে তারা ভিনরাজ্যেও গিয়েছিল। রবিবার জরিফুল চা খেতে বাইরে বেরোলে, সেই ফাঁকে কিশোরী গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে বলে ধৃতের দাবি। যদিও মৃতের পরিবারের দাবি, গলা টিপে খুন করা হয়েছে কিশোরীকে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই কিশোরীকে হাসপাতালে নিয়ে যান জরিফুল। এদিকে, কিশোরীর পরিবারের তরফে নিখোঁজের অভিযোগ আগেই দায়ের করা হয়েছিল। সেই ভিত্তিতে হাসপাতাল থেকে জরিফুলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জরিফুল বিবাহিত। তাঁর তিন সন্তান রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে তবেই কিশোরীর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

ধৃত তরুণ

ফাঁসিদেওয়া, ৩ নভেম্বর : তরুণীকে অপহরণের অভিযোগে সোমবার এক তরুণকে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত রাকেশ মহম্মদ ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বাসিন্দা। শিলিগুড়ি মহকুমায় ৩১ অক্টোবর তাঁর বিরুদ্ধে অপহরণের অভিযোগ ওঠে। চলতি মাসের ১ তারিখ তরুণীর পরিবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ বছর কুড়ির ওই তরুণীকে সংশ্লিষ্ট ব্লক থেকে উদ্ধার করেছে। সেই সঙ্গে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। এদিন ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ইতিমধ্যেই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করা হয়েছে বলে ফাঁসিদেওয়ার ওসি চিরঞ্জিত ঘোষ মন্তব্য করেছেন। তরুণীর পরিবার অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছে।

বাইক দুর্ঘটনা

শিলিগুড়ি, ৩ নভেম্বর : বাইক দুর্ঘটনায় জখম হলেন এক ব্যক্তি। রবিবার গভীর রাতে নৌকাঘাট মোড়ের কাছে দুর্ঘটনাটি হয়। জলপাই মোড় হয়ে ওই বাইক আরোহী তিনবাত্তির দিকে যাচ্ছিলেন। নৌকাঘাট মোড়ে বাইকটি দ্রুতগতিতে এসে রাস্তার মাঝের ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উলটে যায়। বিষয়টি দেখতে পেয়ে নৌকাঘাটে ট্রাফিকের দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীরা ছুটে আসেন। পুলিশ জখম ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করে।

বাড়িতে চুরি

খড়িবাড়ি, ৩ নভেম্বর : খড়িবাড়ি ব্লকের কেশরডোবায় গত রবিবার রাতে মলয় রায় নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে চুরি হয়েছে। তাঁর পরিবারের সদস্যরা জানান, সেদিন সন্ধ্যার পর থেকে তাঁরা বাড়িতে ছিলেন না। রাত ন'টা নাগাদ বাড়ি ফিরে দেখেন বাড়ির মূল দরজার তালা ভাঙা। নগদ ও গয়না চুরি হয়েছে। মলয় সেদিন রাতেই খড়িবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানান ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস।

অবশেষে হদিস মিলল দুই বিএলও'র

কমিশনের তৎপরতার জের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩ নভেম্বর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-এর কাজ করতে না চেয়ে কার্যত 'গা-ঢাকা' দিয়েছিলেন দুই বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও)। এমন পরিস্থিতিতে দুই বিএলও-কে খুঁজে বের করতে নির্বাচন দপ্তর পুলিশের দ্বারস্থ হতেই হদিস মিলল দুজনের। পুর এলাকার বাসিন্দা ওই দুই মহিলা বিএলও হাইস্কুলে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত। এসআইআর নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হলেও দুজনের কেউই তাতে অংশ নেননি। শিলিগুড়ি মহকুমা নির্বাচন দপ্তরের তরফে ওই দুই শিক্ষিকার সঙ্গে ফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও সাড়া মেলেনি। সোমবার মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকে বিএলও-দের গণনার ফর্ম দেওয়া হয়েছে। সেখানেও ওই দুজনের দেখা মেলেনি। বাধ্য হয়ে নির্বাচন দপ্তর এদিন ওই দুই শিক্ষিকার স্কুলেও যোগাযোগ করে। কিন্তু তাতেও কাজ হয়নি। শেষপর্যন্ত দুই বিএলও'র খোঁজ পেতে এদিন বিকেলে শিলিগুড়ি থানায় লিখিতভাবে সাহায্য চাওয়া হয়।

তারপরই নাকি দুজনে কাজে যোগ দিতে মহকুমা শাসকের দপ্তরে যোগাযোগ করেন। শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক বিকাশ রুহেলা বলেছেন, 'সকলের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে। গণনার ফর্ম দিয়ে দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে সকলে কাজ শুরু করে দেবেন।'

মঙ্গলবার থেকে রাজ্যের অন্য জেলার সঙ্গে দার্জিলিং জেলাতেও এসআইআর শুরু হচ্ছে। শিলিগুড়িতে ইতিমধ্যে বিএলও-দের প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। সোমবার সমস্ত বিএলও-কে এনুমারেশন বা গণনার ফর্ম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশিক্ষণ শুরুর দিন থেকে শুরু করে সোমবার পর্যন্ত বিএলও'র তালিকায় নাম থাকা দুই শিক্ষিকার কোনও হদিস মেলেনি।

নির্বাচন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই শিক্ষিকার মধ্যে একজনের বাড়ি ঘোগোমালি এলাকায়, অন্যজন প্রধাননগরের বাসিন্দা। তাঁরা না আসায় দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরা চিন্তায় পড়েছিলেন। ওই শিক্ষিকাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা এলাকায় কাদের দিয়ে কাজ করানো হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। এদিন বিকেলেও দায়িত্বে থাকা আধিকারিক ওই দুই শিক্ষিকার স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

থানার দ্বারস্থ

- মঙ্গলবার দার্জিলিং জেলায় এসআইআর শুরু হচ্ছে
- প্রথমে দুই শিক্ষিকার হদিস পাওয়া যায়নি
- নির্বাচন দপ্তর সোমবার ওই দুই শিক্ষিকার স্কুলে যোগাযোগ করে, কিন্তু তাতেও কাজ হয়নি
- শেষপর্যন্ত দুই বিএলও'র খোঁজ পেতে এদিন বিকেলে শিলিগুড়ি থানায় লিখিতভাবে সাহায্য চাওয়া হয়
- আর তারপরই নাকি দুজনে কাজে যোগ দিতে মহকুমা শাসকের দপ্তরে যোগাযোগ করেন

পাশাপাশি দুজনের বিকল্প কোনও ফোন নম্বর রয়েছে কি না, জানতে চাওয়া হয়। কিন্তু সেটা পাওয়া যায়নি। পরে নির্বাচন দপ্তর থানার দ্বারস্থ হতেই দুজন মহকুমা শাসকের দপ্তরে যোগাযোগ করেন। কিন্তু ওই দুজন প্রশিক্ষণ ছাড়া এখন কীভাবে বিএলও'র কাজ করবেন, সেটাই প্রশ্ন।

ডায়নার জঙ্গল থেকে হাতির দল প্রায় প্রতি রাতে পাড়ি দিচ্ছে ভুটানে। লুকসান চা বাগান হয়ে হানা দিচ্ছে প্রতিবেশী দেশে। সেখানে রাতভর ফসল সাবাড় করে ফিরে আসছে সকালে। সোমবারও দেখা গেল একই দৃশ্য।

প্রশিক্ষণকেন্দ্রে বাধা, মারধর

দেওয়ানহাট ও বক্সিরহাট, ৩ নভেম্বর : সরকারি প্রশিক্ষণকেন্দ্রে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটল কোচবিহারে। প্রশিক্ষণকেন্দ্রে বিএলএ-দের ঢুকতে শুধু বাধা দেওয়াই নয়, বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। কোচবিহার-১ ব্লকের ধলুয়াবাড়িতে বিজেপির বিএলএ-দের মেরে মুখ ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বক্সিরহাটে সিপিএম কর্মী-নেতাদের হুমকি দিয়ে প্রশিক্ষণকেন্দ্র থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের প্রথম দিনেই জেলাজুড়ে বিরোধীদলের বিএলএ-দের কোণঠাসা করার চেষ্টা চালায় শাসকদল। এমনটা হলে যে নিরপেক্ষ এসআইআর হবে না সেই অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। গোটা বিষয় নিয়ে বিজেপি নেতৃত্ব সোমবার বিকেলে জেলা শাসকের দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে। যদিও তৃণমূলের সংশ্লিষ্ট ব্লক সভাপতি সিদ্ধার্থ মণ্ডল যাবতীয় অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, এমন কোনও ঘটনাই ঘটেনি।'

এদিন দুপুর ১২টা থেকে কোচবিহার-১ বিডিও অফিস চত্বরে দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের পাটছড়া চিলকিরহাট ও পুঁটিমারি ফুলেশ্বরী অঞ্চলের বিএলএ-২'দের প্রশিক্ষণ ছিল। সেখানেই জমায়েত হন বিজেপির প্রতিনিধিরা। সেইসময় লাঠিসোঁটা নিয়ে তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা আক্রমণ চালায় বলে অভিযোগ। হামলায় জখম হন ছয়-সাতজন নেতা-কর্মী। চিলকিরহাট অঞ্চলের ৩৩ নম্বর বুথের বিজেপির বুথ লেভেল এজেন্ট ভবেশচন্দ্র বর্মন ওই আক্রমণে গুরুতর জখম হন। তাঁর মুখ ফেটে যায়, হাতেও আঘাত লাগে। তাঁকে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়।

যানজটে জেরবার শহর চাইছে ট্রাফিক সার্জেন্ট

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩ নভেম্বর : ট্রাফিক সমস্যায় জেরবার শহর। যত্রতত্র পার্কিং আর ইতিউতি সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা টোটোই যে এই সমস্যার উৎস, তা আর শিলিগুড়িবাসীকে আলাদা করে বলার দরকার নেই। মাঝে মাঝে ট্রাফিক পুলিশ তথাকথিত 'অভিযান' চালালেও, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত নজরদারি নেই বললেই চলে। এই পরিস্থিতিতে 'ট্রাফিক সার্জেন্ট' নিয়োগের দাবি উঠছে শহর শিলিগুড়ির বিভিন্ন মহল থেকে।

শহরের বাসিন্দা ও হোম ডেলিভারির কাজের সঙ্গে যুক্ত অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ট্রাফিক সার্জেন্ট থাকলে শহরের ব্যস্ত রাস্তা ও মোড়গুলোতে নজরদারি চালানো যেত। তাহলে সমস্যার অনেকটাই সমাধান হয়ে যেতে পারত। কিন্তু বহুদিন ধরেই এই সমস্যা লেগে থাকলেও প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।'

শহরের যানজট শিরোনামে এলেই, বিকল্প রাস্তা ও পর্যাপ্ত পার্কিং না থাকার কথা উঠে আসে। তবে বাস্তবে দেখা যায় যেটুকু পার্কিং আছে, তাতেও চলছে অবাধ দখলদারি। যে কোনওদিন শহরের আশ্রমপাড়া বা হাকিমপাড়া এলাকায় গেলেই দেখা যাবে রাস্তার পাশে, গলির ভিতর লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে গাড়ি। বিধান রোডের দু'পাশের ছবিটাও প্রায় একই। সোমবারই ওই এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, একটি গাড়ি থেকে মাল নামোনো হচ্ছে বলে আটকে গেলেন এলাকার বাসিন্দা পরিতোষ ভৌমিক। হেঁটেও এগোতে পারলেন না বিন্দুমাত্র। বিরক্তিভরে তিনি বলেন, 'রাস্তার পাশেও গাড়ি। রাস্তার মাঝেও গাড়ি। পথচারীরা যাবেটা কোথায়?'

শহরের পথে এই অব্যবস্থার বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে শহরের বাসিন্দা খ্যাতনামা গল্পকার বিপুল দাস বলেন, 'এত যানজটের শহরে ট্রাফিক সার্জেন্ট নেই। এটা ভাবতেও অবাক লাগে। একজন নয় কমপক্ষে দু-তিনজন সার্জেন্ট প্রয়োজন।' একই দাবি করেন নাট্যকার পার্থ চৌধুরীও।

যদিও গোটা বিষয়টাই পুলিশ প্রশাসনের ওপর ছাড়তে চাইছেন পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। তিনি বলেন, 'এটা পুরোটাই পুলিশ প্রশাসনের ব্যাপার। পুলিশ প্রশাসন যেটা ভালো মনে করবে, সেটাই হবে।'

এবিষয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (হেডকোয়ার্টার) তন্ময় সরকার বলেন, 'সরকার যদি আমাদের ট্রাফিক সার্জেন্ট পদ দেয় তাহলে অবশ্যই আমরা সেই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাব। তবে বর্তমানে আমাদের যা শক্তি রয়েছে, তাতে আমরা আগের তুলনায় ট্রাফিক ব্যবস্থা অনেকটাই ভালো করতে পেরেছি।'

দাঁতালের 'পাগলামিতে' চিন্তা মালবাসীর

মালবাজার, ৩ নভেম্বর : বেশ কয়েকদিন ধরেই এক নাছোড়বান্দা দাঁতাল মাল শহরের উপকণ্ঠে ঘোরাফেরা করছে। ফুর্তিতেও কোনও খামতি নেই হাতিটির। যেন সর্বদা এনার্জিতে ভরপুর! বনে ফিরে যেতে রাজি নয় সে। হাতিটির পাগলামিতে কার্যত হিমসিম খাচ্ছে বন দপ্তর।

কখনও নিজ মনে ডামডিম বৌদ্ধ প্যাগোডা সংলগ্ন বাঁশবাড়ি জঙ্গলে হাতিটি সুর তুলে মাটি উড়িয়ে খেলছে, আবার কখনও উৎসুক জনতার চ্যাঁচামেচিতে সাড়া দিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়েও আসছে। হাতি দেখার জন্য ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর পর্যটক থেকে সাধারণ মানুষের ব্যাপক ভিড় জমছে। এই অবস্থা দেখে পশুপ্রেমী স্বরূপ মিত্র বলছেন, 'এই সময়টা হাতিরা সঙ্গিনী খোঁজে। তাদের মেজাজ তখন স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি হিংস্র হয়। তাই যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বন দপ্তরের উচিত হাতিটিকে আরও গুরুত্বের সঙ্গে পর্যবেক্ষণে রাখা।' মাল বন্যপ্রাণ শাখার রেঞ্জ অফিসার অঙ্কন নন্দী বলেন, 'বন দপ্তর সর্বক্ষণ হাতিটিকে পর্যবেক্ষণে রেখেছে'।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, হাতিটি অস্বাভাবিক আচরণ করছে। মাঝেমধ্যেই মাটিতে শুয়ে পড়ছে এবং দীর্ঘক্ষণ সেখানেই পড়ে থাকছে। উৎসাহী মানুষের চ্যাঁচামেচিতে ঝোপ ছেড়ে বাইরে আসছে হাতিটি। কিছুক্ষণ দাঁড়াচ্ছে, তারপর আবার ফিরে যাচ্ছে ঝোপের মধ্যে। মানুষ হাতিটিকে দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন। এই অবস্থায় প্রতিদিন জনতার ভিড় বড়সড়ো বিপদের কারণ হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন পশুপ্রেমীরা।

বন দপ্তর জানাচ্ছে, এই দাঁতালটি সম্প্রতি দলছুট হয়েছে। দলের মধ্যেই লড়াইয়ের জেরে আলাদা হয়ে পড়ে সে। এখন বাঁশবাড়ি জঙ্গলের পর্যাপ্ত খাবার, জল ও নিরাপত্তার মায়ায় জড়িয়ে পড়েছে হাতিটি। তাই তাকে বনে ফেরানোর প্রচেষ্টা বারবার ব্যর্থ হচ্ছে।

স্থানীয় প্রবীণ বাসিন্দা মনু রায়ের বক্তব্য, 'আমাদের উচিত তাকে বিরক্ত না করা। ওকে ওর মতো থাকতে দেওয়া উচিত। কিন্তু হাতিটিকে দেখতে মানুষ ভিড় জমাচ্ছে। তাই প্রশাসনের উচিত পরিকল্পনা করে হাতিটিকে বনমুখী করা।'

মাল শহরের তরুণ প্রসেনজিৎ বাড়ুই প্রতিদিন এই পথ দিয়েই শিলিগুড়ি যাতায়াত করেন। তিনি বললেন, 'প্রতিবছরই এই সময়ে এখানে হাতি দেখা যায়। প্রশাসনের উচিত বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা।'

নাজেহাল

- কয়েকদিন ধরেই এক নাছোড়বান্দা দাঁতাল মাল শহরের উপকণ্ঠে ঘোরাফেরা করছে
- বনে ফিরে যেতে রাজি নয় সে
- হাতিটির পাগলামিতে কার্যত হিমসিম খাচ্ছে বন দপ্তর
- হাতি দেখার জন্য ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর পর্যটক থেকে সাধারণ মানুষের ব্যাপক ভিড় জমছে
- প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, হাতিটি অস্বাভাবিক আচরণ করছে

অপরিচ্ছন্ন পঞ্চনই নদীর ঘাট

শিলিগুড়ি, ৩ নভেম্বর : ছটপুজো এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও এখনও ঘাটে পড়ে রয়েছে কলা গাছ, খোলা হয়নি প্যান্ডেল। শুধু তাই নয়, যত্রতত্র ছড়িয়ে রয়েছে ফুল-বেলপাতা। শহর সংলগ্ন মাটিগাড়া এলাকার মধ্যে দিয়ে যাওয়া পঞ্চনই নদীর পরিস্থিতি এখন এমনটাই। গোটা বিষয়টিতে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। শহর শিলিগুড়িতে ছটপুজো শেষ হতেই যেখানে ঘাট সাফাইয়ের কাজ করা হয়। অথচ পুর এলাকা পেরিয়ে কিছুটা এগোতেই এতদিন পরেও নদীর এধরনের পরিস্থিতি কেন? তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয় মাটিগাড়া (২) গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপালি ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন ধরেননি।

ইতিমধ্যেই ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি ওই পথে যাতায়াতকারী সাধারণ মানুষ। এলাকার বাসিন্দা মধুসূদন দাস বলছেন, 'কিছু কলা গাছ নিজেই ভেসে গিয়েছে। কিছু পড়ে রয়েছে। যারা কলা গাছ খুলে যায়নি, সে কলা গাছগুলো ওভাবেই ঘাটের মধ্যে পড়ে রয়েছে।' প্রায়ই ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারী বিশ্বজিৎ সরকারের বক্তব্য, 'আসলে নদী সংস্কারের ব্যাপারে কোথাও কোনও উদ্যোগ নেই। এরমধ্যেই পুজোর পরেও যদি সাফাইয়ে কোনও উদ্যোগ না নেওয়া হয়, তাহলে আর কী বলা যেতে পারে।'

সোমবার ওই এলাকায় যেতেই নজরে পড়ল বেহাল পরিস্থিতি।

> পুজোর পর আমরা কিছু কলা গাছ নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছি। কিছু ঘাটে রেখেই চলে গিয়েছি। ভেবেছিলাম সাফাই হয়ে যাবে। তবে এখন দেখে নিজেই অবাক হচ্ছি, কলা গাছগুলো সেভাবেই পড়ে রয়েছে।
>
> **রাজু মাহাতো**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

জায়গায় জায়গায় ঘাটের মধ্যে এখনও পড়ে রয়েছে কলা গাছ। ঘাট বরাবর কিছুটা এগোতেই নজরে পড়ল খোলা হয়নি প্যান্ডেলও। স্থানীয় বাসিন্দা রাজু মাহাতো বলেন, 'পুজোর পর আমরা কিছু কলা গাছ নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছি। কিছু ঘাটে রেখেই চলে গিয়েছি। ভেবেছিলাম সাফাই হয়ে যাবে। তবে এখন দেখে নিজেই অবাক হচ্ছি, কলা গাছগুলো সেভাবেই পড়ে রয়েছে।'

কাকতাড়ুয়ার বিদায়, খেতে সর্বনাশের জাল

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ৩ নভেম্বর : ফসল ভরা খেতে কাঠ-বাঁশের কাঠামোর উপর হাঁড়ি আর ছেঁড়া জামা চাপিয়ে, দু'হাত ছড়িয়ে যে এককালে গ্রামের কৃষি অর্থনীতির অতন্দ্র প্রহরী ছিল, সেই কাকতাড়ুয়ার দিন বুঝি ফুরোল! একসময় দূর থেকে সেটিকে দেখেই পাখির হৃৎকম্প বেড়ে যেত। পাখিরা খেতকে 'ডেঞ্জার-জোন'-ভেবে কাছে ঘেঁষত না। আজ পরিস্থিতি পালটেছে। পাখির চোখে এখন আর সেই ভয় নেই, বরং আছে এক অদ্ভুত বিদ্রুপের হাসি! যা শুনিয়েছেন কৃষক অমূল্য সরকার, 'কাকতাড়ুয়া দেখে এখন পাখি হাসে। আর খেতের বেগুনে ঠোকর মারে।' মশারির জালে ঢাকা খেতের মধ্যে দাঁড়িয়ে সত্যজিৎ রায়ের গল্পের সেই সনাতন কাকতাড়ুয়া এখন যেন অসহায় বন্দি।

পরিস্থিতি দেখে কাকতাড়ুয়া গল্পের মৃগাঙ্কবাবুর সেই চিরায়ত প্রশ্নটিই মনে আসে, 'পাখির বুদ্ধি কি এতই কম?' আসলে, কম ছিল না মোটেই, পাখিরা দিব্যি বুঝে গিয়েছে ওটা আসলে একটা নির্জীব ফ্যাশন মডেল, নড়াচড়া করতে অক্ষম। তাই সাহস বেড়েছে পক্ষীকুলের।

ফলে, কৃষক সমাজ বাধ্য হয়ে বেছে নিয়েছে এক নতুন, অথচ মারাত্মক উপায়, জাল দিয়ে খেত ঢাকা। বেগুন, শসার মতো অন্য সবজি বা ড্রাগন ফলের খেতে এখন সিন্থেটিক জালের রমরমা। চাষের জমি নয়, যেন এক বিশাল মাছ ধরার জাল পাতা হয়েছে। কৃষকের যুক্তি স্পষ্ট, পাখি ঠোকর দিলে বেগুনে দাগ পড়ে, ফসল পচে, ক্ষতি হয় তাঁদের। ড্রাগন ফল চাষির দুশ্চিন্তা আবার রাতে বাদুড়ের উৎপাত নিয়ে। জাল বিছাতে গিয়ে খরচ বাড়লেও কৃষকদের কাছে এটাই যেন এখন শেষ ভরসা। কিন্তু এই নতুন কৌশলের ফল ভয়ংকর।

বেচারা কাকতাড়ুয়াকে এখন আর পাখি তাড়াতে হয় না, উলটে সে নিজেও জালে ঢাকা খেতের মধ্যে দাঁড়িয়ে বন্দিদশা উপভোগ করে! কিন্তু মুশকিল হচ্ছে পাখিদের নিয়ে। পাতা জালে চড়ুই, শালিক, বক, ঘুঘু আটকে যাচ্ছে। তাদের তড়পে তড়পে মৃত্যু হচ্ছে। পরিবেশপ্রেমীরা বলছেন, প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। শোনা যায় এই জালে নাকি শিয়ালও আটকা পড়ছে। তারা ফসল খেতে এসে জাল ছিঁড়তে পারছে না। এই নতুন কৌশলকে ভালো চোখে দেখছে না কৃষি দপ্তর। মাথাভাঙ্গা-২ ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা মলয়কুমার মণ্ডল জানালেন, জাল টেনে খেত ঢেকে দেওয়া ঠিক নয়। এতে খরচ বাড়ে, স্প্রে করতেও সমস্যা হয়। শিক্ষক শেখর সরকারের আশঙ্কা, এতে পাখির খাদ্যসংকট দেখা দেবে, ফলে খেতের কীটপতঙ্গের উপদ্রব বাড়বে, যার ফলস্বরূপ কীটনাশকের ব্যবহার বাড়বে আর সেই বিষ আখেরে মানুষেরই ক্ষতি করবে।

কৃষক আকবর মিয়াঁ আফসোস করেন পাখিদের হাত থেকে ফসল বাঁচাতে পরিবেশবান্ধব টিনের ঢনঢন আর রঙিন ফিতার দিনের জন্য। এখন পরিবেশবান্ধব কৌশলকে বিদায় জানিয়ে কৃষকদের একাংশ বেছে নিয়েছেন কীটনাশক আর পাখি-বধের জাল। প্রশ্ন থেকেই যায়, তাহলে কি সত্যিই কাকতাড়ুয়ার দিন ফুরোল? নাকি সময় এসেছে তাকেও রোবট-যুগের নতুন ডিজাইনে সাজিয়ে মাঠে নামানোর, যাতে সে লাফিয়ে বা স্প্রিং-এর ওপর ভর করে পাখিকে তাড়া করতে পারে? হয়তো সেটাই হবে কাকতাড়ুয়ার প্রত্যাবর্তন, আর পাখির ভয় ফিরে আসার একমাত্র উপায়।

টুকরো খবর

ত্রাণ বিতরণ

খড়িবাড়ি, ৩ নভেম্বর : সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার রাজ্য কমিটির সহযোগিতায় ও দার্জিলিং জেলা প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে সোমবার খড়িবাড়ি ডাঙ্গুজোত গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। সেখানে শতাধিক বাসিন্দার হাতে কম্বল ও শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য কুণাল বাগচী, অরিন্দম মুখোপাধ্যায় ও জেলা সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক তথা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার তাপস চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। তাপস জানান, দুঃস্থদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের ছাত্রছাত্রীরা। এছাড়াও এদিন পৃথকভাবে শীতবস্ত্র সহ অন্য ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তনী সমিতির সদস্যরা।

প্রশিক্ষণ

চোপড়া, ৩ নভেম্বর : চোপড়া ব্লকে নিযুক্ত বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) জন্য সোমবার প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। পঞ্চায়েত সমিতি হলঘরে এদিন দিনভর গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক প্রশিক্ষণ শিবির চলে। ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার(ইআরও) বিপ্লব বিশ্বাস, চোপড়ার বিডিও সৌরভ মাঝি, জয়েন্ট বিডিও ডোমিট লেপচা প্রমুখ প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেন। অন্যদিকে, এদিন চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের হলঘরে তৃণমূল ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে বিএলএ-২-দের নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন হামিদুল রহমান, দলের ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষ প্রমুখ।

ঝুলন্ত দেহ

চোপড়া, ৩ নভেম্বর : চোপড়া থানার ভোজপুরানিগছ এলাকায় সোমবার এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম নরেন বর্মন (৪৭)। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। সেইসঙ্গে ঘটনার তদন্তও শুরু করেছে।

ক্ষতি পরিদর্শন

চোপড়া, ৩ নভেম্বর : সম্প্রতি মন্থার প্রভাবে বৃষ্টির কারণে চোপড়া ব্লকের কয়েকটি জায়গায় ধানের ফলনের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সোমবার কৃষি দপ্তরের রাজ্য ও জেলা স্তরের প্রতিনিধিদল এলাকায় পরিদর্শনে গিয়েছিল।

মেকানাইজড লন্ড্রি নিয়ে বহু অভিযোগ

কাপড়ের ওজন দেখতে কমিটি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মেকানাইজড লন্ড্রি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অভিযোগ, নিয়মিত ওজন বাড়িয়ে হিসাব দেখানো, না ধুয়েই নোংরা কাপড় দেওয়া, এমনকি এক হাসপাতালের কাপড় অন্য হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। শুধু উত্তরবঙ্গ মেডিকেলই নয়, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে এমন অভিযোগ যেতেই কড়া পদক্ষেপ করল স্বাস্থ্য ভবন।

প্রতিটি হাসপাতালে একটি করে নজরদারি কমিটি তৈরি করে দেওয়ার পাশাপাশি এখন থেকে হাসপাতালগুলিই প্রতিদিন ওজন করে মেকানাইজড লন্ড্রিতে চাদর-কাপড় পাঠাবে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের বক্তব্য, 'নির্দেশমতো লন্ড্রিতে কাপড় দেওয়ার আগে এখন থেকে প্রতিদিন ওজন করে নেওয়া হবে। কাপড়গুলি ধুয়ে আসার পরেও আবার মেপে নেওয়া হবে।'

বহু বছর ধরে প্রতিটি মেডিকেল এবং সরকারি হাসপাতালের রোগীদের ব্যবহৃত পোশাক, বিছানার চাদর, মশারি থেকে শুরু করে বালিশের কভার, অপারেশন থিয়েটারের ব্যবহৃত কাপড় কর্মীদের দিয়ে ধোয়ানো হত। সেগুলি ভালোভাবে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন হত না। অনেক রোগজীবাণুও থেকে যেত। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে মেকানাইজড লন্ড্রি চালু হয়। এখানে শুধু উত্তরবঙ্গ মেডিকেলেই নয়, উত্তরঙ্গের উত্তরের পাঁচ জেলা অর্থাৎ কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ের প্রায় সমস্ত হাসপাতালে ব্যবহৃত কাপড় ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়। একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে রাজ্য সরকার এই ব্যবস্থা চালু করেছে।

সরকার নির্ধারিত নিয়মে কেজি দরে কাপড় ধোয়ার কাজ করে এই সংস্থা। হাসপাতাল থেকে ব্যবহৃত কাপড় নিয়ে এসে ধুয়ে পৌঁছে দিয়ে কেজি প্রতি ২০-২৫ টাকা হিসাবে পায় সংস্থা। প্রথম থেকেই বিভিন্ন

মেডিকেলের মেকানাইজড লন্ড্রি।

মেডিকেল এবং হাসপাতালগুলি থেকে ওজন বাড়িয়ে বিল তৈরি করা, হাসপাতালে ধোয়া কাপড় ব্যবহার করতে গিয়ে তার মধ্যে রক্তের দাগ সহ অন্য নোংরা লেগে থাকছে বলে অভিযোগ ছিল। পাশাপাশি এক হাসপাতালের কাপড় অন্য হাসপাতালে চলে যাচ্ছে, এমন অভিযোগও উঠেছিল।

বিভিন্ন জেলা থেকে এই অভিযোগ পেয়ে স্বাস্থ্য দপ্তর এবার প্রতিটি হাসপাতালে একটি করে নজরদারি দল তৈরির নির্দেশ দিয়েছে। এরই সঙ্গে কাপড় ধুতে দেওয়ার আগে এবং ধুয়ে আসার পরে ওজন করে দেখে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশের পরে সব মেডিকেল এবং হাসপাতালেই তিন সদস্যের নজরদারি কমিটি তৈরি হয়েছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলেও অতিরিক্ত সুপার, ডেপুটি সুপার এবং একজন সহকারী সুপারকে নিয়ে কমিটি তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি এখানে ওজন পরিমাপক যন্ত্রও কেনা হয়েছে বলে ডেপুটি সুপার সুদীপ্ত মণ্ডল জানিয়েছেন।

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ কল্যাণ খানের বক্তব্য, 'প্রথম থেকেই মেকানাইজড লন্ড্রি নিয়ে সমস্যা চলছে। কখনও ধোয়ার পরেও প্যাকেটে নোংরা কাপড় ঢুকিয়ে দেওয়া, কখনও আবার অন্য হাসপাতালের কাপড় আমাদের এখানে চলে আসছিল। ওজন নিয়েও অনেক সময় অভিযোগ ছিলই। তাই আমরা এখন নজরদারি দল তৈরি করে পুরোটা ভালোভাবে দেখে নিচ্ছি।' মেকানাইজড লন্ড্রি পরিচালনার দায়িত্বে থাকা বেসরকারি সংস্থার তরফে সহকারী ম্যানেজার সুব্রত চৌধুরী বলেছেন, 'অনিয়মের অভিযোগ ঠিক নয়। প্রতিটি হাসপাতালের কাপড় আলাদাভাবে এনে ধুয়ে আবার প্যাকিং করে পাঠানো হয়। এক হাসপাতালের কাপড় অন্য হাসপাতালে যাওয়ার অভিযোগও ঠিক নয়।'

ফুলবাড়ি ক্যানাল রোডজুড়ে গর্ত। জমেছে জলকাদা। মাঝপথে গাড়ি বিগড়ে যায় প্রায়ই। সোমবার। -সূত্রধর

দুর্ঘটনায় আহত

শিলিগুড়ি, ৩ নভেম্বর : রবিবার রাতে সংশোধনাগারের অ্যাম্বুল্যান্স মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে ফেরার সময় জলপাই মোড় থেকে ফ্লাইওভারের দিকে যেতে গিয়ে এক বাইকচালককে ধাক্কা মারে। এরপর অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে চালক পালানোর চেষ্টা করলে স্থানীয়রা পিছু নিয়ে ফ্লাইওভারের ওপরে আটকে দেন। শিলিগুড়ি থানার পুলিশ এসে চালককে আটক করে। শিলিগুড়ি বিশেষ সংশোধনাগারের সুপারিন্টেন্ডেন্ট চালককে শোকজ করেছেন বলে জানা গিয়েছে। যদিও কোনও অভিযোগ দায়ের না হওয়ায় ওই চালককে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রতিযোগিতা

চোপড়া, ৩ নভেম্বর : কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে সোমবার বাম ছাত্র ও যুব সংগঠনের উদ্যোগে দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় সেরা হয়েছেন রণিত মুন্ডা, দ্বিতীয় সুমন সিংহ এবং তৃতীয় হয়েছেন বিশালচন্দ্র সিংহ।

এক জায়গায় দুই প্রকল্প

উন্নয়ন নিয়ে তর্জায় গৌতম-শংকর

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৩ নভেম্বর : একই কাজের নতুন করে শিলান্যাস। প্রথমে বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলে শুরু হওয়া কাজ বন্ধ করে দিয়ে সেখানেই আবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কাজ হচ্ছে।

শিলিগুড়ি শহরে উদয়ন সমিতি নামে একটি ক্লাবের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্যে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কাজও শুরু হয়েছিল। এলাকায় একটি সাইনবোর্ডও বসিয়ে দিয়েছিল এসজেডিএ। কিন্তু মাঝপথে হঠাৎই বন্ধ হয়ে যায় এসজেডিএ-র কাজ।

নতুন করে উদয়ন সমিতির উন্নয়নের কাজের শিলান্যাস করা হয় সোমবার। এসজেডিএ-র বোর্ডের পাশেই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বোর্ড বসানো হয়। খোদ মেয়র গৌতম দেব গিয়ে কাজের শিলান্যাস করেন। তবে এই কাজটি প্রায় ৩৩ লক্ষ টাকার। সেই কাজের মধ্যে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজও রয়েছে। প্রশ্ন উঠছে তবে এখন কোন টাকায় হবে ওই সীমানা প্রাচীর নির্মাণকাজ।

এদিকে কেন তাঁর বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে শুরু হওয়া কাজ বন্ধ করে দেওয়া হল, সেখানেই নতুন করে এনবিডিডি কী কাজ করছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। মঙ্গলবার সকালে তিনি এলাকা পরিদর্শনে যাবেন বলে জানিয়েছেন। তারপর এসজেডিএ-র কাছে কাজ বন্ধ হওয়ার বিষয়ে জানতে চাইবেন।

শংকরের বক্তব্য, 'হঠাৎ করে দেখলাম উদয়ন সমিতিতে বিধায়ক এলাকায় উন্নয়ন তহবিলের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমি মঙ্গলবার দেখতে যাব। কেন বন্ধ হল তার খোঁজ নেব। একই জায়গায় মেয়র কাজের শিলান্যাস করছেন। তার মধ্যেই আবার সীমানা প্রাচীরও রয়েছে কি না, সেটা দেখতে হবে।'

মেয়রের পালটা বক্তব্য, 'এনবিডিডি-র কাজের টেন্ডার এবং ওয়ার্ক অর্ডার অনেক আগে হয়েছে। বিধায়ক খোঁজ না নিয়েই আগে একটা নিজের খুশিমতো কাজ দিয়ে দিয়েছেন। এসজেডিএ থেকে সেই কাজটি শুরু করে দেওয়া হয়েছিল।'

শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের প্রায় ৫ লক্ষ টাকায় উদয়ন সমিতির সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজ শুরু হয়। কাজটির দায়িত্ব ছিল এসজেডিএ-র ওপর। সেইমতো এসজেডিএ টেন্ডার করে কাজ শুরু করে দেয়। কিন্তু কাজ কিছুটা এগোনোর পর পুজোর আগে হঠাৎই মাঝপথে কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

এতদিন কাজ বন্ধ থাকার পর সোমবার উদয়ন সমিতির সার্বিক উন্নয়নের কাজের শিলান্যাস করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। প্রায় ৩৩ লক্ষ ৫০ হাজার ৬৩৩ টাকার কাজ হবে উদয়ন সমিতিতে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর

'কাজের স্বার্থে'
দড়ি টানাটানি

বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল ক্লাবের সীমানা প্রাচীরের জন্য

শুরু হয়েও মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায় এসজেডিএ-র কাজ

নতুন করে সোমবার শিলান্যাস করেন গৌতম দেব

এসজেডিএ-র বোর্ডের পাশেই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বোর্ড বসানো হয়

এবারের কাজটি প্রায় ৩৩ লক্ষ টাকার

থেকে হবে এই কাজ।

এই বিষয়টি নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন শিলিগুড়ির বিধায়ক। কেন তাঁর বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হল? উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কাজে কি সীমানা প্রাচীর রয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন শংকরের। গৌতম দেব দাবি করেছেন এসজেডিএ কাজ শুরুর অনেক আগেই এনবিডিডি টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে রেখেছিল। এর থেকে স্পষ্ট যে দুটি সরকারি দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে একই কাজ দু'বার করে হচ্ছে।

ক্লাসরুমের হাসিঠাট্টা গড়াল মারামারিতে

বেলাকোবা, ৩ নভেম্বর : নিছক ঠাট্টা-ইয়ার্কিকে কেন্দ্র করে ক্লাসরুমের মধ্যেই মারামারি বেধে গেল তিন ছাত্রের সঙ্গে তিন ছাত্রের। ঝরল রক্ত। তড়িঘড়ি স্কুলের এক শিক্ষককে জখম তিন ছাত্রকে নিয়ে ছুটতে হল হাসপাতালে। সোমবার রাজগঞ্জ ব্লকে মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের মান্তাদারি হাইস্কুলের ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এদিকে, স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক নিলেন্দু রায়ের দাবি, ওই ঘটনা 'ছোটখাটো'। এর বাইরে তিনি আর কোনও মন্তব্য করেননি।

ঘড়ির কাঁটায় তখন বেলা বারোটা। প্রথম পিরিয়ড শেষ হয়েছে। নিজেদের মধ্যে ইয়ার্কি-ঠাট্টা করছিল ছাত্ররা। হঠাৎ দুমদাম শব্দ! দেখা গেল, তিন ছাত্র অন্য তিন ছাত্রকে মারছে। তা-ও আবার খালি হাতে নয়, আঙুলে জড়ানো নাকল ডাস্টার! যার জেরে মাথা ফেটে যায় এক ছাত্রের, অপরজনের নাকে গুরুতর আঘাত এবং আর এক ছাত্রের ঘাড়ে চোট। আহত তিন ছাত্রই নবম শ্রেণির। অভিযুক্তদের মধ্যে দুজন নবম ও একজন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। প্রত্যেকের বয়স ১৬ বছরের নীচে।

সঙ্গে সঙ্গে ওই স্কুলের শিক্ষক শুভম চট্টোপাধ্যায় ওই তিন জখম ছাত্রকে টোটো করে বেলকোবা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। বেলাকোবার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রীতম বোস বলেন, 'রক্তক্ষরণ হলেও, ওই ছাত্রদের খুব গুরুতর আঘাত ছিল না। আপাতত ওরা সুস্থ। প্রায় এক ঘণ্টা চিকিৎসার পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।' তিনি বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছেন।

মাসখানেক আগে বেলাকোবা হাইস্কুলে মাটিতে পড়ে যাওয়া পেন তোলাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের মধ্যে স্কুলে ও স্কুলের বাইরে মারপিট হয় বলে অভিযোগ ওঠে। ঠিক তার কয়েকদিন পরেই মান্তাদারি হাইস্কুলে ক্লাসরুমে ছাত্রদের মধ্যে মারামারিতে উদ্বিগ্ন শিক্ষা মহল। প্রশ্নের মুখে স্কুলের নিরাপত্তা। নাকল ডাস্টারের মতো অস্ত্র নিয়ে স্কুলে ওই ছাত্ররা কীভাবে প্রবেশ করল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। রাজগঞ্জ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য অর্চনা রায় খোঁজখবর নেবেন বলেও জানান।

চায়ের নিলামে প্রতীকী ডাক

শিলিগুড়ি, ৩ নভেম্বর : একটা সময় ছিল যখন ডাকের মাধ্যমে চায়ের নিলাম হত। অর্থাৎ ন্যূনতম একটা দাম ধার্য হত। পরে ক্রেতারা নিজেদের সাধ্যমতো ডাক তুলতেন। সর্বাধিক দাম যিনি হাঁকতেন তাঁর কাছেই সেই চা বিক্রি করা হত। কিন্তু গত ১২-১৩ বছরে প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চায়ের নিলামের পুরোটাই অনলাইনে হয়ে গিয়েছে।

ফলে নতুন প্রজন্ম পুরোনো পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুই জানে না। সেই জন্য শিলিগুড়ি টি অকশন কমিটি বছরে একবার প্রতীকী ডাক নিলামের আয়োজন করছে। সোমবার টি অকশন কমিটির অফিসে এমনই নিলামের আয়োজন করা হয়েছিল।

এবার এই প্রতীকী নিলাম দ্বিতীয় বর্ষে পড়ল। গত বছরও এই সময়ই এমন নিলামের আয়োজন করে ভালো সাড়া মেলায় এবারও একই আয়োজন বলে টি অকশন কমিটির চেয়ারম্যান অরুণকুমার পেরিওয়াল জানালেন। এদিন ২০০-র বেশি ক্রেতা এবং শতাধিক বিক্রেতা এই নিলামে অংশ নিয়েছিলেন।

নিলামে উৎসাহ বাড়াতে সর্বাধিক পরিমাণ চা কেনা সংস্থা এবং সর্বাধিক দামে চা কেনা সংস্থাকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। পার্ল ইস্ট সংস্থা সর্বাধিক ৪৩৫ টাকা কেজিতে চা কিনে পুরস্কৃত হয়েছে। সর্বাধিক পরিমাণ চা কিনে বাসনেট অ্যাগ্রো টি ম্যানুফ্যাকচারিং পুরস্কৃত হয়েছে। তারা ১৬ হাজার ৭৬০ কেজি চা কিনেছে।

বাড়ির গেট ভেঙে দাদাগিরি

শিলিগুড়ি, ৩ নভেম্বর : শিলিগুড়িতে ফের দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য। আশিঘর ফাঁড়ি এলাকায় দুই ভাইয়ের মধ্যে সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদে তাদের উপস্থিতি চিন্তা বাড়াচ্ছে। সেদিন গাড়িতে চেপে একদল তরুণ এসেছিল ঘটনাস্থলে। মারধর, হুজ্জতিতে জড়ানোর অভিযোগ উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, অভিযুক্তদের অধিকাংশই একসময় বিভিন্ন গ্যাংয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল বা এখনও আছে। ইস্টার্ন বাইপাসজুড়ে গুঞ্জন, তবে কি ফের নতুন কোনও গ্যাং তৈরি হল? পুলিশ মহলেও এ নিয়ে জোর চর্চা। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে, আশ্বাস শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিংয়ের। বলেছেন, 'সিসিটিভি ফুটেজে যাদের দেখা গিয়েছে, ধরা হবে সবাইকে।'

চেকপোস্ট থেকে ইস্টার্ন বাইপাস হয়ে নিউ জলপাইগুড়ি। গত কয়েকবছর ধরে এই এলাকায় গ্যাং তৈরি করে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে দুষ্কৃতী দল। প্রথম দিকে 'কেজিএফ' ও 'মাইলস্টোন' নামে দুটো গ্যাং

গ্যাংয়ের রংবাজিতে দুশ্চিন্তা

থাকলেও, পরে তা ভেঙে একাধিক ছোট ছোট গ্যাং তৈরি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এরা অর্থের বিনিময়ে পারিবারিক ঝামেলায় হস্তক্ষেপ, জমি দখলদারি থেকে বাড়ি তৈরির সময় তোলা আদায় ইত্যাদি বেআইনি কাজকর্ম করে।

গত শনিবার জলেশ্বরীর সারদা মোড়ে এক পারিবারিক ঝামেলায় মানিক সাহা বাড়ি থেকে তাঁর সস্ত্রীক ভাইকে বের করতে একদল তরুণকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তাদের কীর্তিকলাপের ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন ভাইরাল (সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। সেখানে দেখা গিয়েছে, পণ্যবাহী গাড়িতে চাপিয়ে অভিযুক্তদের আনা হয়। প্রথমে সেই গাড়িটি ধাক্কা মেরে বাড়ির মূল গেট ভেঙে ভেতরে ঢোকে। এরপর হাতের নাগালে পাওয়া প্রত্যেককে বেধড়ক মারধর শুরু করে তারা।

এর আগে কার্যত একই কায়দায় গাজোয়ারি দেখেছে এলাকাবাসী। ভবেশ মোড়ের কাছে মুখিয়া গ্যাংয়ের সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল সেবার। গালিগালাজের প্রতিবাদ করলে একটি পরিবারের সদস্যদের প্রকাশ্যে রাস্তায় মারধর করে অভিযুক্তরা। অপর একটি ঘটনা ঘটে ইস্টার্ন বাইপাসে। দুটো গাড়ির সংঘর্ষে যেটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তার চালকের কাছে টাকা দাবি করা হয়। দিতে না চাওয়ায় ক্রেনের সাহায্যে গাড়ি টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ঘটনায় গ্রেপ্তারও হয় একজন।

জলেশ্বরী মোড় ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা অনিরুদ্ধ দাস, বিশ্বজিৎ রায়দের অভিজ্ঞতায়, 'দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দখল করা কিংবা দলবল নিয়ে এসে মারধরের ঘটনা এলাকায় নতুন নয়।'

জঙ্গলে তরুণের ঝুলন্ত দেহ

'বাবা আমি আর আসব না...'

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩ নভেম্বর : বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের একটি গাছ থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় সোমবার এক তরুণের মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল সংলগ্ন এলাকায়। মৃত ডাবগ্রাম ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবনগরের শিয়ালডাঙ্গির বাসিন্দা প্রসেনজিৎ সরকার (২৯) গত বুধবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন। দেহটিতে পচন ধরায় পুলিশের অনুমান, ওই তরুণ কয়েকদিন আগেই মারা গিয়েছেন। পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে,

গত বুধবার বাড়ি থেকে বের হওয়ার কিছুক্ষণ পর বাবাকে ফোন করে জানান, তিনি আর বাড়িতে ফিরবেন না। তিনি চলে যাচ্ছেন। এমন ফোন পাওয়ার পরই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন পরিবারের লোকেরা। কিন্তু মোবাইল ফোনটি বন্ধ থাকায় তা সম্ভব হয়নি। এরপরেই পরিবারের তরফে নিখোঁজ সংক্রান্ত একটি ডায়েরি করা হয় ভক্তিনগর থানায়। মৃতের প্যান্টের পকেট থেকে এদিন মোবাইল ফোন উদ্ধার করে পুলিশ।

প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, আত্মহত্যা করেছেন প্রসেনজিৎ। পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ জানতে পেরেছে, পারিবারিক কারণে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রচুর টাকা ঋণ নিয়েছেন প্রসেনজিৎ। সময়মতো ঋণের টাকা পরিশোধ করতে না পারায় কিছুদিন ধরে তিনি চিন্তিত ছিলেন। পরিবারের দাবি, কয়েক মাস আগে পাঁচ লক্ষ টাকা জোগাড় করে ঋণের কিছুটা শোধও করেছিলেন প্রসেনজিতের বাবা গঙ্গাধর সরকার।

যদিও কিছুদিনের মধ্যে গঙ্গাধরের হার্টে সমস্যা দেখা দেওয়ায় ঋণের বোঝা আরও বেড়ে যায়। তবে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করলেও, এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'প্রথামিকভাবে আত্মহত্যা বলেই মনে হচ্ছে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে।'

পারিবারিক সূত্রে খবর, চার বছর আগে বিয়ে হয়েছিল প্রসেনজিতের। তবে বিয়ের এক বছর না ঘুরতেই স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে চলে যান। অন্যদিকে, এমএ পাশ সত্ত্বেও সেরকম কোনও কাজ না পাওয়ায় সংসার চালাতে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রসেনজিৎ ঋণ নিচ্ছিলেন। যে কারণে ঋণের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছিল। ছেলের দেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে এদিন জঙ্গলে চলে আসেন প্রসেনজিতের বাবা গঙ্গাধর। তিনি বললেন, 'ঋণের কিছু টাকা শোধ করেছিলাম। তবে এর মধ্যেই আমার হার্টের সমস্যা দেখা দেয়। গত বুধবার হঠাৎ ছেলে ফোন করে জানাল, সে আর ফিরবে না, চলে যাচ্ছে। খোঁজ না মেলায় বৃহস্পতিবার ভক্তিনগর থানায় মিসিং ডায়েরি করি।'

মিসিং ডায়েরির ভিত্তিতে পুলিশও প্রসেনজিতের খোঁজ করে। এরইমধ্যে এদিন সকালে শিবনগর সংলগ্ন বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে এক তরুণ কাঠ কুড়োতে গিয়ে ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। তাঁর মাধ্যমেই খবর ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে। ছুটে এসে ছেলের মৃতদেহ দেখতে পান গঙ্গাধর। দেহটি উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ।

আর **কতদিন** বাকি রে...

স্কুলফিরতি পথে কোচবিহার রাসমেলার জয়রাইড বসানো দেখছে তিন কিশোর। সোমবার। ছবি : জয়দেব দাস

এক মাসেও মেলেনি সাফারির বুকিং ফি

ক্ষুব্ধ পর্যটকরা, বিপাকে ট্যুর এজেন্সি ● সমাধানের আশ্বাস বনকর্তার

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৩ নভেম্বর : অক্টোবর মাসের একেবারে প্রথম সপ্তাহে অতি ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল জঙ্গল। দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের হাতি সাফারি। দুর্যোগের আগেই তো হাতি সাফারির অনলাইন অগ্রিম টিকিট বুকিং করেছিলেন প্রচুর পর্যটক। তারপর প্রায় এক মাস কেটে গিয়েছে।

যাঁরা এই সাফারির জন্য অনলাইনে টিকিট বুক করেছিলেন, তাঁদের সিংহভাগ কিন্তু আজও টাকা ফেরত পাননি। এই ঘটনায় সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছে সেসব এজেন্সি, যারা এই পর্যটকদের টিকিট বুকিং করে দিয়েছিল। আবার অনেক পর্যটক নিজেরাই বুকিং করেছিলেন, তাঁরাও টাকা পাননি।

যদিও আশ্বস্ত করছেন জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভীন কাশোয়ান। তিনি বলেন, 'টিকিট বুকিংয়ের জন্য কলকাতার একটি এজেন্সি রয়েছে। তাদের সঙ্গে নিয়মিত আমার যোগাযোগ হচ্ছে। ধাপে ধাপে সবাই টাকা ফেরত পেয়ে যাবেন।'

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে হাতি সাফারির আগে পর্যটকরা। -ফাইল চিত্র

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য গত ৫ অক্টোবর থেকে বন্ধ হয়ে যায় জলদাপাড়ার হাতি সাফারি এবং বক্সার জিপ সাফারি। পরিস্থিতি একটু নিয়ন্ত্রণে আসতেই গত ৭ অক্টোবর থেকে বক্সায় জঙ্গল সাফারি শুরু হয়। স্বস্তি পান পর্যটকরা। কিন্তু ওই দুর্যোগে জলদাপাড়ার হলং নদীর ওপর কাঠের সেতুটি ভেঙে গিয়েছিল। জলদাপাড়ার জঙ্গলের এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসতে প্রায় ১৫ দিন সময় লেগে যায়। অবশেষে জলদাপাড়ার হাতি সাফারি শুরু হয় গত ২০ অক্টোবর। সাফারি বন্ধ রাখার কথা ঘোষণার পর তো আর টিকিট কাটার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু শুরুর দিকে হাতি সাফারি বাতিল হওয়ার পর, সেই টাকা ফেরত দেওয়া হয়নি এখনও।

কলকাতার বাসিন্দা সৌরভ চট্টোপাধ্যায় যেমন সপরিবার টিকিট কেটেছিলেন হাতি সাফারির। বললেন, 'আজও আমি চার হাজার টাকার একটি টাকাও ফেরত পেলাম না।' কলকাতার মহম্মদ আলি হালদার, তনবীর আহমেদের গলায়ও অসন্তোষের সুর।

ফালাকাটা ব্লকের উমাচরণপুরের ইলিয়াস আবু আহমেদ পর্যটন ব্যবসায়ী। জানালেন, টাকা ফেরত না পাওয়ায় যাঁদের টিকিট কাটা হয়েছিল তাঁরা ক্ষুব্ধ হচ্ছেন। ইলিয়াস নিজে কলকাতার প্রধান এজেন্সিতে টাকা ফেরত চেয়ে মেল করেছিলেন। কিন্তু এখনও কোনও উত্তর পাননি।

মাদারিহাটের আরেক পর্যটন ব্যবসায়ী হরিকান্ত বর্মন বলেন, 'কলকাতায় মূল এজেন্সির কাছে ফোন করলেও তারা কেউ সদুত্তর দেয়নি।' একই কথা আরেক পর্যটন ব্যবসায়ী প্রাণকিশোর দাসেরও।

ট্রেন বা ফ্লাইটের টিকিট অনলাইন বুকিংয়ের ক্ষেত্রে যাত্রা বাতিল হলে তো দ্রুত টাকা ফেরত পাওয়া যায়, এই ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হচ্ছে কেন? উত্তরবঙ্গ সংবাদের তরফে কলকাতার ওই এজেন্সিতে একাধিকবার ফোন করা হলেও তাঁরা কেউ ফোন ধরেননি।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৬৫ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৭ কার্তিক ১৪৩২

প্রত্যয়ের দৌড় শুরু

বাঁ হাতের তালুতে বল ধরে হরমনপ্রীত কাউরের নিজেকে শূন্যে ছুড়ে দেওয়া তো শুধু ক্রিকেটীয় উচ্ছ্বাস নয়, যেন জগৎজুড়ে নারীশক্তি প্রতিষ্ঠার ছবি। মুহূর্তে মন থেকে সরিয়ে দেওয়া গেল, রাত নারীরও। যে রাতে নারী মোটেও অ-নিরাপদ নয়। পৃথিবীর অর্ধেক আকাশের দখলে চলে যেতেই পারে গভীর রাত। যেখানে নারীও নিয়ন্ত্রক, নারীও অধীশ্বর। হারল যেন শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা নয়, পরাজয় ঘটল নারীত্বের অপমানের।

নারীর পৃথিবীর শুক্লপক্ষের রাতে চাঁদের যে হাসি বাঁধ ভাঙল, তাতে ঠিকরে পড়ল আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদার জ্যোৎস্না। রাতে মহিলাদের বাড়ির বাইরে বেরোনোয় নানা অছিলায় যে নিষেধাজ্ঞার বার্তা মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে, তাতে চপেটাঘাত করলেন হরমনপ্রীতের নেতৃত্বে ১১ নীলকন্যার এক প্রত্যয়ী বাহিনী। রাতেই ঘরের বাইরে বেরিয়েছিলেন বলেই না রিচা, শেফালি, দীপ্তিরা নারীশক্তির আলোয় ঝলমল এক অন্য পৃথিবীর খোঁজ দিলেন।

বাঙালি কন্যা রিচা ঘোষের ঝলসে ওঠা ইনিংস প্রান্তিক উত্তরবঙ্গেও যে গর্বকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করল- এ কন্যা যে আমাদের মাটির মেয়ে। যদিও প্রমীলাবাহিনীর এই তেজ, নভি মুম্বইয়ের মাঠে গভীর রাতের গর্জন অর্ধেক আকাশ মাত্র। বাকি অর্ধেক আকাশজুড়ে আরজি কর মেডিকেলের সঞ্জয়ের মতো অনেক দুর্বৃত্তের হানাদারি। যে আকাশ গাঢ় অন্ধকার হয় উত্তরপ্রদেশের হাথরসের নাবালিকার আর্ত চিৎকারে। এখানে-ওখানে ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি রিচাদের দেখানো পৃথিবীর আলো নিভিয়ে দিতে সদা তৎপর।

দুষ্কৃতীর দল নারী নিগ্রহ করে শারীরিকভাবে। কিন্তু মানসিক উৎপীড়ন? যা প্রায় প্রতিদিন পৃথিবীর আনাচে-কানাচে মেয়েদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করে রাখে? শুধু বাইরে নয়, বাড়ির অন্দরে যেখানে মহিলাদের নানারকম লাগাম পরিয়ে রাখে। যে লাগাম পরে থাকতে থাকতে অনেক নারী তার জীবন দাসত্বেরই ভাবতে শেখে। শেফালি একটা ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু নারীর পরনির্ভরশীলতা, পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকার আত্মবন্ধনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার পথ এখনও অনেক বাকি।

দক্ষিণ আফ্রিকার নাদিনে ডি ক্লার্কের ব্যাট থেকে ঠিকরে আসা ক্যাচ মুঠোবন্দি করে হরমনপ্রীতের শুরু করা দৌড়টাই যেন সেই বাকি পথ পাড়ি দেওয়ার দিকনির্দেশ করছে। যেখানে বার্তা বইল- হে নারী, তোমার থেমে যাওয়ার উপায় নেই। বেলাগাম নিগ্রহ, অত্যাচারে থমকে যাওয়া চলবে না। নয়াদিল্লির নির্ভয়া, আরজি করের অভয়ার মতো মৃত্যুতেও যেখানে পিছুপা হওয়া নয়। নারীশক্তির চরৈবেতির ডাক দিল নভি মুম্বই।

সে পথ কঠিন। সে পথ বড় পিচ্ছিল। সে পথের পাশে পদে পদে ভয়। চারদিকে ওঁত পেতে আছে মনুষ্যরূপী হায়েনার দল। যে হায়েনারা শুধু শারীরিক শক্তিতে নয়, নারীকে ভোগ্যবস্তু, পণ্যসামগ্রী বানিয়ে রাখার তত্ত্ব ফেরি করে পৃথিবীজুড়ে। যাতে হাওয়া জোগায় নানা কর্পোরেট কায়দা, সমাজমাধ্যম নিয়ন্ত্রকদের নানা কূট ছক। হরমনপ্রীত, শেফালি, রিচা, দীপ্তিদের এক রাতের সাফল্য সেই নারীবিরোধী অপচেষ্টাকে দাবিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট নয় এখনই।

কিন্তু ভারতের নীলকন্যারা এই বিশ্বাসটুকু শুধু জারিয়ে দিতে পারলেন যে, প্রবল ইচ্ছাশক্তি, আত্মসম্মান বোধ ও নিষ্ঠা-একাগ্রতা নারীকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারবে। প্রমীলাকুলকে অবশ্য তার আগে জানতে হবে, সেই অভীষ্ট লক্ষ্যটা কী? সেই লক্ষ্য আত্মায় দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক, অন্যের ইচ্ছানির্ভর, সন্তান উৎপাদনের কারখানা হয়ে থাকা নয়।

নারীকে নিয়ে রোমান্টিকতার শেষ নেই। সৌন্দর্যই যেন নারীর একমাত্র মাপকাঠি। নারীকে দেবতাজ্ঞানে পুজো করার ধারণার ভিত যে কত পলকা, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে যখন কলেজে সহপাঠী হয়ে ওঠে ধর্ষক, নারী নিগ্রহকারী। দেবতা নয়, মানুষ জ্ঞানে মর্যাদা চায় নারী। সেই চাওয়া যে অলীক স্বপ্ন নয়, রিচার ব্যাটিং, শেফালির বোলিং প্রতি পদে বুঝিয়ে দিয়েছে। মহিলা বিশ্বকাপে এটুকুই প্রাপ্তি।

অমৃতধারা

একজন মানুষের নিজের কাছে নিজের প্রাণ যতখানি প্রিয়, অন্য মানুষের কাছে, অন্য জীবের কাছে শুধু মানুষ কেন অন্য জীবের ক্ষেত্রেও এটা সত্য- নিজের নিজের প্রাণ প্রত্যেকের কাছেই ততখানিই প্রিয়। যিনি এটা অনুভব করেন তথা নিজের প্রাণকে তিনি যতখানি ভালোবাসেন, অন্যের প্রাণকেও তিনি ততখানিই ভালোবাসেন, তাঁকেই সাধু বলা হয়। আর এটা বুঝে, এই অনুভবের ফলে তিনি অন্যের প্রতি দয়াশীল হন। শরীরে ভস্ম মাখলে বা বিশেষ ধরনের পোশাক পরলেই কেউ সাধু হয়ে গেল, তা নয়। সাধু হতে গেলে নিজের ভেতরটাকে রাঙাতে হবে। পরমপুরুষ-পরমাত্মা কোথায় আছেন ? তিনি তোমার প্রাণের ভেতরে, মনের ভেতরে লুকিয়ে আছেন।

-শ্রীশ্রী আনন্দমূর্ত্তি

খেয়াল রসের বুদ্ধিদীপ্ত কলমকার

১৮৮৭ সালে জন্মেছিলেন সুকুমার রায়। মাত্র ৩৬ বছরের জীবনকালে যা সৃষ্টি করেছিলেন তা আজও সমান উজ্জ্বল।

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

হাঁস ছিল, সজারু, (ব্যাকরণ মানি না,)
হয়ে গেল "হাঁসজারু" কেমনে তা জানি না।
বক কহে কচ্ছপে—"বাহবা কি ফুর্তি!
অতি খাসা আমাদের বকচ্ছপ মূর্তি।"
(আবোল তাবোল/খিচুড়ি)

ব্যাকরণ না মেনেই কত কীই যে হয় আজকাল! সব 'বদলে গেল বদলে গেল' বলে হাহাকারও শোনা যায় প্রাজ্ঞ বৃদ্ধ প্রৌঢ় মুখে। আসলে তাঁরাও তো বদলাতে চেষ্টা করে চলেছেন প্রতিদিন এ অস্থির পরিস্থিতিতে। এই যে সমাজ বদল মানুষ বদলের প্রতিচ্ছায়া যাঁর কলমে বহুযুগ আগেই শুরু হয়েছিল তাঁর জন্মদিন আমরা সদ্য পেরিয়ে এলাম। ৩০ অক্টোবর।

সুকুমার রায়। আপামর বাঙালির 'শিশু সাহিত্যিক'। ভারতীয় সাহিত্যে 'ননসেন্স ছড়া'-র প্রবর্তক। কত তাঁর পরিচয়! একাধারে লেখক, ছড়াকার, শিশু সাহিত্যিক, রম্যরচনাকার, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, সম্পাদক। তিনিই যে আমাদের টুনটুনি আর রাজামশাইয়ের চিরকালীন গল্পের স্রষ্টা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী আর বিধুমুখীর সন্তান। বিশ্বসাহিত্যে সর্বযুগের সেরা ননসেন্স ধরনের ব্যঙ্গাত্মক শিশু সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা বলে যাঁকে মাথায় রাখি, শুধুমাত্র অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড বা ওই জাতীয় কিছু লেখাই তাঁর সমকক্ষ। তাঁর জন্মশতবর্ষ বহু আগে পেরিয়েও সমান জনপ্রিয় সুকুমার। 'আবোল তাবোল' যেমন শতবর্ষ পেরিয়েছে, হযবরল-ও পেরিয়েছে শতক। বাংলা গদ্যে 'ননসেন্সের' এই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নিঃসন্দেহে লুইস ক্যারলের অ্যালিস দ্বারা অনুপ্রাণিত একথা বলেছেন সুকুমার-পুত্র সত্যজিৎ রায় স্বয়ং।

ঘাসে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়া, সেইসব স্বপ্নকথা, চেনা-অচেনা জানোয়ার আর মানুষ চরিত্রের মিছিল, ভাষা নিয়ে, সামাজিক আচার নিয়ে, আইনকানুন নিয়ে তির্যক রসিকতা, ছিল রুমাল হয়ে গেল বেড়াল... আর সবশেষে ঘুম ভেঙে স্বপ্নের জগৎ থেকে সেই বাস্তবে ফিরে আসা, হযবরল মেজাজে একেবারে ষোলোআনা বাঙালি। এতটাই বাঙালি যে অন্য কোনও ভাষায় এর অনুবাদ কল্পনা করাই যায় না।

১৮৮৭ সালের ৩০ অক্টোবর যে মানুষ নানা প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন সে মানুষের সৃষ্টি, সম্পাদিত পত্রিকার নানা দিক, নাটক, তাঁর ননসেন্স ক্লাবের পত্রিকা 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা'-র কথা কতজন খবর রাখেন! ভাষাকে মূলধন করে যে হাস্যরসের সৃষ্টি তার খবর ক'জন বাঙালি পাঠক মনে রেখেছেন! আসলে বিজ্ঞান, প্রযুক্তির জয়যাত্রা অব্যাহত থাক, শিক্ষিত সমাজ রাষ্ট্রের উন্নতিকল্পে তা বারবার চাইবে। কিন্তু নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে নেয় যারা সেইসব ধৈর্যহারা, ঈর্ষা-স্বার্থ-দ্বেষ সম্পন্ন মানুষ কি সাহিত্যরস বোদ্ধা হয়ে উঠতে পারে? অধিকাংশ পাঠক আর পাঠক নেই। সেদিন সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ এক ড্রাইভার মুক্তকণ্ঠে বলল, ফেসবুক বা ওইসব মায়াজগতের হাতছানি থেকে বেরোতে না পারলে কোনও উন্নতি নেই। ও বিভিন্ন প্রদেশে পরিযায়ী হয়ে থেকে বুঝেছে আমাদের এ রাজ্যের মতো এ যন্ত্র অন্যত্র নেশাগ্রস্ত করে আচ্ছন্ন করে রাখেনি অধিকাংশকে।

সাতের দশক শেষ আর আটের দশকের গোড়ার দিকের কথা মনে পড়ল। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ। আমাদের উত্তরের রাজ শহরে মহানগরী, আরও নানা জায়গা থেকে শিশু সাহিত্যিকদের মেলা জমে উঠেছে। 'স্বপন বুড়ো' ও আরও বিশিষ্ট ছড়াকাররা এসেছেন। আমার নিজস্ব শিশু সংস্থা 'ঝিলমিল' (তখন আমি একাদশ শ্রেণির) প্রথম দিন সুকুমার রায়ের 'ঝালাপালা', পরদিন 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটক অভিনয় করল। আড়াই তিন বছর বয়স থেকে সাত বছর পর্যন্ত শিশুদের দিয়ে করানো হয়েছিল অভিনয়। বাড়ির উঠোনে কী বিপুল উৎসাহে রিহার্সাল চলেছে! এ ছিল আনন্দ শিক্ষা। লক্ষ্মণের শক্তিশেল নাটকে রামায়ণের কিছু চরিত্রকে মহাকাব্যের জগৎ থেকে টেনে নামিয়ে একেবারে রংতামাশার আসরে এনে ফেলা হয়। সেই রামায়ণে পুঁই শাকচচ্চড়ি, বাথগেট কোম্পানি, হোমিওপ্যাথি, ব্যায়ামবীর স্যান্ডো, রেকারিং ডেসিমাল ইত্যাদি অকাব্যিক প্রসঙ্গ অনায়াসে স্থান পেয়েছিল। আমার তিন থেকে চার বছরের শিশু ছাত্রটিও 'পেসক্রিপশন' উচ্চারণ করল অনায়াসে। এ সুকুমারীয় রামায়ণে হনুমান বাতাসা খায়, যমদূতের মাইনে বাকি থাকে, সুগ্রীব জখম পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধে, বিভীষণের দাড়ির গন্ধ জাম্বুবানের বিরক্তি জাগায়।

আর সংগীত রচয়িতা হিসেবে সুকুমারের প্রথম পরিচয় এই 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটক। সহজ সুরে সহজ ছন্দে বইয়ের পিছনে স্বরলিপি তৈরি পেয়েছি। ফলে ছোটদের দিয়ে নাটকের গানগুলো তৈরি করে নিতে কোনও অসুবিধে হয়নি। উপরন্তু 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটক শিশুবর্ষে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারও পায়। আবার 'ঝালাপালা' নাটকও তাঁর মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। কেষ্টা আর পণ্ডিতের সংলাপের মধ্যে দিয়ে ভাষাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। এ নাটকেও গান আছে, স্বরলিপিও করে দেওয়া। নাটক তার নিজস্ব রসে জমে গিয়েছে। এ প্রতিভা নিখুঁত মূল্যায়নে বিস্তৃতি ঘটানো দরকার।

সুকুমার রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান দুটোতেই অনার্স নিয়ে বিএসসি পাশের পাঁচ বছর পর ১৯১১ সালে মুদ্রণশিল্পে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত যান। এর এক বছর পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও লন্ডনে যান। সঙ্গে গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদের পাণ্ডুলিপি। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বন্ধু ও সমবয়সি। আর সুকুমার রবীন্দ্রনাথের তরুণ ভক্তবৃন্দের অন্যতম। রবীন্দ্র কবিপ্রতিভার সঙ্গে ইংল্যান্ডের সুধী সমাজ তখনও পরিচিত হয়নি। সুকুমার এই সময় ইংরেজিতে 'দ্য স্পিরিট অফ রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি স্বরচিত প্রবন্ধ কোয়েস্ট সোসাইটির একটি অধিবেশনে পাঠ করেন। মনে হয় এই প্রবন্ধ কবির পরিচয়ের পথ খানিকটা হলেও সহজ করে দিয়েছিল।

'খিচুড়ি' কবিতা, যার উল্লেখে নিবন্ধের শুরু, সেই উদ্ভট সংযুক্তির নিয়মেই তৈরি হল 'বকচ্ছপ', 'মোরগরু', 'গিরগিটিয়া', সিংহরিণ, হাতিমি... শুধু নামকরণেই নয়, ওইসব উদ্ভট প্রাণীদের চেহারাগুলোও তিনি ছবি এঁকে দিয়েছেন। কিছুদিন পরেই সন্দেশ পাঠকদের 'কাঠবুড়োর' সঙ্গে পরিচয় ঘটবে। এই কাষ্ঠ তত্ত্ববিদ হলেন সুকুমারের অত্যন্ত প্রিয় এক বিশেষ শ্রেণির চরিত্র। সংসারে উদ্ভট তত্ত্বে বিশ্বাসী বা ভীষণরকম বাতিকগ্রস্ত লোকের অভাব নেই। এরা যেন আজগুবি রাজ্যে ঢুকে বসে আছে বা পা বাড়িয়েই আছে।

হাঁড়ি নিয়ে দাড়িমুখো কে - যেন কে বৃদ্ধ
রোদে বসে চেটে খায় ভিজে কাঠ সিদ্ধ।
মাথা নেড়ে গান করে গুনগুন সঙ্গীত
ভাব দেখে মনে হয় না জানি কি পণ্ডিত!
বিড়বিড় কি যে বকে নাহি তার অর্থ -
''আকাশেতে ঝুল ঝোলে, কাঠে তাই গর্ত।''
টেকো মাথা তেতে ওঠে গায়ে ছোটে ঘর্ম,
রেগে বলে, ''কেবা বোঝে এ সবের মর্ম?... (আবোল তাবোল, কাঠ বুড়ো)

এইরকম নানা উদ্ভট তত্ত্বকথা বা বিশ্বাসী মানুষ আর উলটো-পালটা তর্কযুদ্ধে আগুন লাগানো আমরা কি কম দেখি আজকাল! ফলে কাব্যে তাকে স্থান দিতেই হবে। এরকম এক পংক্তিতে সাজানো যায় ছায়া ধরার ব্যবসাদারকে, ফুটোস্কোপের আবিষ্কর্তাকে, চণ্ডীদাসের খুড়োকে বা হেড অফিসের বড় বাবুটিকে। সবসময় এদের মানুষ হিসেবে না দেখে কাল্পনিক প্রাণীর চেহারাও দিয়েছেন অনেক ক্ষেত্রে।

ননসেন্স ক্লাব যেমন করেছিলেন, তেমনই ব্রাহ্ম তরুণদের নিয়েও সমিতি করেছিলেন। আর সন্দেশ সম্পাদনা (১৯১৫-১৯২৩) করতে গিয়ে শিশু সাহিত্যের বিরাট একদিক খুলে যায়। শুধুই কি গল্প কবিতা! নানা বিষয়ে প্রবন্ধ, বিশ্বের খুঁটিনাটি খবর, দেশ-বিদেশের উপকথা, ধাঁধা হেঁয়ালি সৃষ্টি করেছেন। পাগলা দাশু, দ্রিঘাংচু... এসব অন্যতম গল্পের স্রষ্টা সুকুমার। 'শব্দকল্পদ্রুম' নাটকে বৃহস্পতির মন্ত্র হিসেবে ছড়াটি তুলনাহীন। হলদে সবুজ ওরাং ওটাং/ইট পাটকেল চিৎপটাং/গন্ধগোকুল হিজিবিজি/নো অ্যাডমিশন ভেরি বিজি/...মুশকিল আসান উড়ে মালি/ধর্মতলায় কর্ম খালি/...-খাঁটি ননসেন্স এর উদাহরণ। এর অনুকরণ নয়, বিশ্লেষণও করা যায় না। সার্থক জিনিয়াস ছাড়া এমন রচনা সম্ভব নয়।

ছয় ভাইবোনের মধ্যে সুখলতা, সুকুমারের ডাকনাম ছিল রবি কবির রাজর্ষি নাটক থেকে নেওয়া হাসি আর তাতা। আসলে কৌতুক বা সত্যিকার সাহিত্যরসের জন্য যে চাতুর্য নৈপুণ্য দরকার তা সুকুমার ঘরানাতেই ছিল। মাত্র ছত্রিশ বছরের জীবনে কোনও রচনাই পুস্তকাকারে দেখে যেতে পারেননি। সুকুমার রায়ের মৃত্যুর ন'দিন পর প্রকাশিত হয় 'আবোল তাবোল'(১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩)। রোগশয্যায় শুয়েও শেষদিকে মুদ্রণের জন্য ছড়া, টেলপিসের ছবি মক শো করে দিয়েছিলেন। আবোল তাবোল-এর শেষ কবিতায় মৃত্যুর সুস্পষ্ট আলোছায়ার প্রতিবিম্ব।

'আদিম কালের চাঁদিম হিম,
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।
ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর,
গানের পালা সাঙ্গ মোর।'

মৃত্যুর স্পর্শে থেকেও রস সৃষ্টি করে চলা, 'প্রকৃত রস স্রষ্টা'-র আজ অস্থির জীবনে বড় প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যের প্রবাদপ্রতিম শিশু সাহিত্যিক তাঁর ছন্দে আর খেয়াল রসে বারবার জেগে উঠুন পাঠকমনে।

(লেখক সাহিত্যিক)

আজ

১৯২৫

চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

২০২১

কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

২০০৪ পর্যন্ত যাঁদের ভারতে জন্ম, তাঁরা সুরক্ষিত। ২০০৮ পর্যন্ত যাঁদের বাবা-মায়েদের এখানে জন্ম, তাঁরা সুরক্ষিত। ২০০২ সালের পর যাঁরা এসেছেন, তাঁরা সিএএ-তে আবেদন করে দিন। আপনাদের বড় গ্যারান্টার নরেন্দ্র মোদি। ছোট গ্যারান্টার শুভেন্দু, সুকান্ত ও শমীক।

- শুভেন্দু অধিকারী

ভাইরাল/১

বিয়ের আসরে খাবারের কাউন্টারে গিয়ে চিকেন ফ্রাই সংগ্রহ নিয়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড। বর ও কনেপক্ষের সদস্যদের মধ্যে মারামারি। বেশ কয়েকজন আহত। উত্তরপ্রদেশের বিজনোর জেলার ঘটনা। পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাওয়ার উপক্রম হলে পুলিশের কড়া নজরদারিতে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

ভাইরাল/২

নো এন্ট্রি এলাকায় একটি গাড়ি জোর করে ঢুকতে গিয়েছিল। পুলিশ সেটিকে আটকায়। 'রেগে' নাবালক সহ চার আরোহী গাড়ি থেকে নেমে এসে সংশ্লিষ্ট পুলিশকর্মীকে বেধড়ক পেটাল। উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগরের ঘটনা। অভিযুক্তরা ফেরার।

জনমন জনমত

মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে কর্মসূচি হোক সর্বস্তরে

২৯ অক্টোবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'কৃষ্টির শহরে মাদকের থাবা' খবরটি পড়লাম। যথার্থই উপযুক্ত লেখা এবং সার্বিক সমস্যা। তবে শুধু জলপাইগুড়ি নয়, উত্তরবঙ্গের কোনও শহর, কোনও গ্রামই বোধহয় এই মাদকাসক্তি থেকে বাদ যায় না। তাই তরুণ সমাজের চরম দুর্দশার কুয়াশা কিছুতেই কাটে না।

গয়েরকাটা বা ধূপগুড়ি- দু'জায়গাতেই কমবেশি বসবাসের সূত্রে দেখেছি, পাড়ায় পাড়ায় তথা অলিতে-গলিতে বিভিন্ন ধরনের দোকানের সামনে ভিড়। সেই ভিড় ভেদ করে কোনও প্রয়োজনীয় জিনিস পাড়ার লোকেরা আনতে গিয়ে অপ্রস্তুত হয়, কারণ কমবয়সি ছেলেরা সিগারেট, গুটখা থেকে শুরু করে নানা ধরনের নেশার জিনিস সেখানে দাঁড়িয়ে, বসে সেবন করে। বিভিন্ন উৎসবে এই নেশার বস্তু সেবনের পরিমাণ বাড়ে। এ তো গেল ছোট দোকানের কথা। বড় রাস্তার বড় বড় দোকানেও একই ছবি। এমনকি কিছু মানুষ মাদকের ব্যবসায় এমনভাবে লিপ্ত যে তাঁরা নেশার দ্রব্য বাড়ি বাড়ি গিয়েও পৌঁছে দিয়ে আসছেন।

ধূপগুড়ি সহ আশপাশের ছোট জায়গায় চুরির সংখ্যাও বর্তমানে অসংখ্য। পাড়ায় পাড়ায় গলার হার ছিনতাই চলছে অনবরত। দোকানদার বা কারবারিরা দেশ, সমাজ, শহর এগুলো বোঝেন না। তাঁরা বোঝেন ব্যবসা।

এমতাবস্থায় জলপাইগুড়ির কাউন্সিলারদের ড্রাগবিরোধী কর্মসূচি নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। তাঁদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। প্রত্যেকটি শহরেই এমনকি গ্রামেও প্রশাসকরা এই ধরনের কর্মসূচি করলে সাধারণ মানুষের পক্ষে তাঁদের পাশে দাঁড়ানো অনেক বেশি সহজ হবে।

মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারী এবং কারবারি দুই পক্ষকেই সচেতনতা এবং আইনি সতর্কতা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। বিপথগামী তরুণ সমাজকে নির্দিষ্ট পথের দিশা দেখানো প্রত্যেকটি জায়গায় প্রতিনিধিদের গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব। সেইসঙ্গে অভিভাবকরা যদি এগিয়ে আসেন তাহলে আপনার আমার বাড়ির ছেলেমেয়েরা কিছুটা হলেও নেশামুক্ত হতে চেষ্টা করবে।

সুনীতা দত্ত, গয়েরকাটা, জলপাইগুড়ি।

নির্বাচনি দামামা, অশান্তির আশঙ্কা

আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গ সহ পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন হবে। সময় যত এগিয়ে আসছে আমাদের রাজ্যের রাজনৈতিক দলের ছোট-বড় নেতা-নেত্রীরা দরদি প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে হিংসার নখ ও দাঁত দেখাতে শুরু করেছেন। সঙ্গে নানা কৌশলে চলছে ভয়ভীতি প্রদর্শন। তা দেখে হারিয়ে যাওয়া যাত্রাপালার স্মৃতি উসকে উঠছে। গণতান্ত্রিক বাকস্বাধীনতা শুধুমাত্র যেন তাদের অধিকারে বিরাজ করছে।

ভোটদানের স্বাধীনতা ভোটারদের কাছে রাখতে নেতাদের জ্ঞান দান, উপদেশ ও হুমকি বন্ধ হওয়া জরুরি। ভোটের দিন হিংসা বন্ধ করতে নেতা-কর্মীদের ঘরের বাইরে আসা স্বেচ্ছায় নিষিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। কাউকে দোষারোপ করে নয়, এই ব্যাপারে নিজেরাই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নিলে আরও ভালো। সত্যিকার গণতন্ত্র পেতে হলে ও জনসেবা করতে হলে সব দলের নেতা-কর্মীদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করতে হবে।

অমিয়কুমার চৌধুরী, বুনিয়াদপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাঁচিয়ে রাখতে হবে বাংলার কুটিরশিল্পকে

ধনেখালির তাঁত থেকে বাঁকুড়ার পোড়ামাটি, বাংলার কুটিরশিল্পের ব্যাপ্তি অনেকটাই। কিন্তু কালের প্রকোপে এসব সংকটে।

শুভজিৎ মজুমদার

বাংলার গ্রামগুলি ছিল একসময় স্বয়ংসম্পূর্ণ। এটি শুধুমাত্র অর্থনীতির এক অংশ নয়, এটি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আবহমান সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি। একেক অঞ্চলের মানুষের নিজস্ব দক্ষতা ও সৃজনশীলতার ফসল এই শিল্পগুলি এক সময় ছিল বাংলার গর্ব ও স্বনির্ভরতার প্রতীক। ঘরোয়া পরিবেশে পরিবারের সদস্যদের সহায়তায় হাতে তৈরি শিল্পজাত পণ্যগুলি একসময় দেশ-বিদেশের বাজারে বিপুল সমাদর পেত। নদিয়ার শান্তিপুর, ফুলিয়া, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ও হুগলির ধনেখালি তাঁতশিল্পের জন্য বিখ্যাত। তাঁতের শাড়ি পশ্চিমবঙ্গের একটি উল্লেখযোগ্য কুটিরশিল্প। শান্তিপুরের তাঁতশিল্পের খ্যাতি আজও অম্লান। মুর্শিদাবাদ, মালদা, বীরভূম ও বাঁকুড়া রেশমশিল্পের জন্য পরিচিত। সিল্ক শাড়ির উদ্ভব মুর্শিদাবাদ থেকে। সেখানকার সিল্কের শাড়ি সবার কাছেই খুব আকর্ষণীয়। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল, বাঁকুড়ার পোড়ামাটির কাজও সমাদৃত। শঙ্খ এবং শাঁখের চুড়ি তৈরি একটি বিশেষ শিল্প, যার কদর ছিল বিশ্বব্যাপী। শোলার কাজে বাংলার কুটিরশিল্প স্বতন্ত্রের দাবিদার। এছাড়াও মাটি, বাঁশ, পিতল, কাঁসার কাজেও বাঙালির খ্যাতি প্রচুর।

কিন্তু কুটিরশিল্পের সেই গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য আজ অনেকটাই ফিকে। কালের বিবর্তনে, আধুনিকতার দাপটে সহ নানা কারণে। আধুনিক যুগে বৃহৎ কলকারখানার উৎপাদিত সস্তা, আকর্ষণীয় সমস্ত পণ্যের সঙ্গে লড়াইয়ে কুটিরশিল্প অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। প্লাস্টিক পণ্যের সঙ্গে লড়াইয়ে বাঁশ ও বেত শিল্পের মতো বহু শিল্প আজ সংকটাপন্ন।

দুঃখদারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে বাংলার কুটিরশিল্পীদের দিনযাপন করতে হচ্ছে। আর্থিক অসচ্ছলতা ও উপযুক্ত শিক্ষার অভাব তাঁদের কাছে অভিশাপ।

পশ্চিমবঙ্গের বিকাশশীল অর্থনীতির কথা ভেবে এই শিল্পের অগ্রাধিকার বিশেষ প্রয়োজন। বাংলার কুটিরশিল্প কেবল কয়েকটি পণ্য তৈরির প্রক্রিয়া নয়, এটি গ্রামবাংলার অর্থনীতি ও আত্মমর্যাদার ভিত্তি। এই শিল্পের বিলুপ্তি মানে কেবল কিছু পণ্যের বাজার থেকে সরে যাওয়া নয়, বরং হাজার হাজার বছরের পুরোনো একটি ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান এবং কারিগরি দক্ষতার চিরতরে হারিয়ে যাওয়া। আশার বিষয় বলতে, বর্তমানে কুটিরশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার একটা প্রচেষ্টা চলছে। চাহিদা সৃষ্টির জন্য এই শিল্পের সপক্ষে উপযুক্ত বিজ্ঞাপন প্রয়োজন। শিল্পীরা যাতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্প সৃষ্টি করতে পারেন তার জন্য সরকার বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে সাহায্য করছে। সমবায় সমিতি, গ্রামীণ ব্যাংক, শিল্প বোর্ড নানাভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন শিল্পভিত্তিক পার্ক স্থাপন করছে। যেমন মালদার সিল্ক পার্ক এবং হাওড়ার জরি হাব। কিন্তু এইসব সাহায্য প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। এই শিল্পকে ঠিকমতো বাঁচিয়ে রাখতে সাধারণ মানুষকেও ঠিকমতো এগিয়ে আসতে হবে। এই শিল্পীরা যাতে তাঁদের শিল্পকর্মের উপযুক্ত দাম পান তা নিশ্চিত করতে হবে। তবেই এই শিল্প হারানো গৌরব ফিরে পাবে।

(লেখক বেসরকারি কর্মী। কুশমণ্ডির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৮৩

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। মহাধনুর্ধর ৩। বাচনিক, মৌখিক ৫। তর্কাতর্কি, কথা কাটাকাটি ৬। মুরগিজাতীয় পাখিবিশেষ ৭। শ্রীকৃষ্ণ ৯। বাঁধাবাঁধি, কড়াকড়ি, পারস্পরিক বশ্যতা বা বাধ্যতা ১২। নাকের ছোট ঝুলন্ত গয়নাবিশেষ ১৩। কৃষ্ণসারের চামড়া।

উপর-নীচ : ১। মনের ভাব, অভিপ্রায় ও চেষ্টা ২। বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ৩। বাদ্যকর হিন্দু জাতিবিশেষ ৪। স্বর্ণকার, স্যাকরা ৫। সপ্তাহের বিভিন্ন দিন, দিন, উকিল সমাজ ৭। কায়দা, ফ্যাসন ৮। বিরাট দেহবিশিষ্ট, প্রকাণ্ডকায় ৯। কৌশলে আয়ত্ত বা বশীভূত করা, আদায় বা লাভ করা ১০। প্রধানত কাব্যে ব্যবহৃত শব্দ যার অর্থ একবার, মাত্র একবার ১১। ক্ষুদ্র অংশ, কণা।

সমাধান ■ ৪২৮২

পাশাপাশি : ১। ধনিক ৪। ষণ্মাস ৫। চিক ৭। তাধিন ৮। সপ্তগ্রাম ৯। চিত্রদীপ ১১। নবতি ১৩। রম্ভা ১৪। বর্ণিক ১৫। শিবির।

উপর-নীচ : ১। ধরতা ২। কষন ৩। বসবাস ৬। কসম ৯। চিক্কুর ১০। পরবশ ১১। নকশি ১২। তিমির।

বিন্দুবিসর্গ

চ্যাটের তথ্য

দুর্গাপুর গণধর্ষণ কাণ্ডে ছাত্রীর সঙ্গে সহপাঠীর চ্যাটে কথোপকথনের তথ্য চাইলেন অভিযুক্তর আইনজীবী। দুই অভিযুক্তকে রাজসাক্ষীর প্রস্তাব সরকারি আইনজীবীর।

যাবজ্জীবন

ট্রলি কাণ্ডে অভিযুক্ত মধ্যমগ্রামে মা-মেয়েকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল বারাসত আদালত। ১ লক্ষ টাকা করে দুজনেরই জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে ৬ মাসের কারাদণ্ড।

ইডি’র তল্লাশি

পাসপোর্ট দুর্নীতি কাণ্ডে সোমবার একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালাল ইডি। নদিয়ার চাকদায় কাঠমিস্ত্রির বাড়ি, বাইপাসের ধারে পাসপোর্ট সেবাকেন্দ্রেও অভিযান চালানো হয়। বিভিন্ন দুর্নীতিতে তৎপর হচ্ছে সিবিআই-ইডি।

স্থায়ী উপাচার্য

সোমবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য পদের দায়িত্ব নিলেন অধ্যাপক চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। প্রায় আড়াই বছর পর স্থায়ী উপাচার্য পেল যাদবপুর। শীঘ্রই সমাবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি।।

শুরুতেই অতিষ্ঠ কমিশন

বিএলওদের দাবির শেষ নেই, দলগুলির অভিযোগ অনেক

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩ নভেম্বর : রাজ্যে এসআইআর শুরুর মুখে বিএলও এবং বিএলএ জোড়া কাঁটা কমিশনের। মঙ্গলবার থেকে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের লক্ষ্যে তালিকা যাচাই করতে বাড়ি বাড়ি যাওয়া শুরু করবে বিএলওরা। রাজ্যের ৮০ হাজারেরও কিছু বেশি বুথে এই প্রক্রিয়া শুরুর আগে বিএলওদের নানা দাবিদাওয়া নিয়ে অতিষ্ঠ কমিশন। অন্যদিকে, প্রত্যেক বিএলওর সঙ্গে আটটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদেরও বাড়ি বাড়ি যাওয়ার কথা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কমিশনে নথিভুক্ত হওয়া রাজনৈতিক দলের এই প্রতিনিধিদের সংখ্যা নগণ্য বললেই চলে। এই পরিস্থিতিতে বাড়ি বাড়ি ভোটার তালিকা যাচাইয়ে বিএলওদের সঙ্গে বিএলএরা না থাকলে ভবিষ্যতে সমন্বয়ের কাজে অসুবিধা হবে বলেই মনে করছে কমিশন।

বিএলও নিয়োগ নিয়ে অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। বিজেপি সহ বিরোধীদের মতে, সিংহভাগ বুথের বিএলও বাছাইয়ে জেলা প্রশাসন শাসকদলের সক্রিয় কর্মীদের বাছাই করেছে। এই নিয়ে সিইও দপ্তরে প্রতিদিনই অভিযোগ জমা পড়ছে। উত্তর কলকাতা বিজেপি এই ধরনের একশোর বেশি বেআইনি নিয়োগ নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছে কমিশনে। হুগলি,আরামবাগ জেলা বিজেপির তরফে দাবি করা হয়েছে, ১৪৬ জন বিএলওকে চিহ্নিত করে তাঁদের নামের তালিকা সিইও দপ্তরে পাঠনো হয়েছে। খোদ বিরোধী দলনেতার বিধানসভা কেন্দ্র নন্দীগ্রামে বিএলও নিয়োগ নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু সাকুল্যে দু-চারটি ঘটনায় পদক্ষেপ করা ছাড়া বাকি নিয়োগ সম্পর্কে কোনও পদক্ষেপ করেনি কমিশন। কমিশনের দাবি, অভিযোগ উঠতেই পারে। কিন্তু বিধি মেনে নিয়োগ হলে জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা সম্ভব নয়। বিএলওরা তাঁদের সুরক্ষা এবং কাজের সময় অন ডিউটির দাবিতে কমিশনের কাছে যে আর্জি জানিয়েছে, সেই প্রশ্নেও এখনও পর্যন্ত নিরুত্তর কমিশন। রাজ্যের সিইও দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, ‘এই বিষয়ে আমাদের কিছু করার নেই। বিবেচনার জন্য দাবি দিল্লিতে কমিশনে পাঠানো হয়েছে। এখনও কোনও জবাব পাওয়া যায়নি।

এরই মধ্যে বিএলওদের প্রশিক্ষণ পর্বে তা নিয়ে ব্যাপক হইচই হয়েছে। সুরক্ষা ও অন ডিউটির দাবির সঙ্গে নতুন সংযোজন মোবাইল। বিএলওদের কাজের জন্য একটি বিশেষ অ্যাপ ব্যবহার করতে হবে। সেই অ্যাপ ব্যবহার করতে গেলে ফোর-জি নেটওয়ার্কের মোবাইল দরকার। যার ন্যূনতম দাম প্রায় ১০ হাজার টাকা।’

বিএলওদের একাংশের মতে, আইসিডিএস, এমএসকে কর্মী যাঁরা বিএলও হিসেবে কাজ করবেন, তাঁদের বেতন সাকুল্যে ৭ থেকে ১৬ হাজার টাকা। এসআইআর-এর কাজ করার জন্য ১০ হাজার টাকা দিয়ে মোবাইল কিনে ফোর-জি নেট ব্যবহার করতে হলে তাঁদের গাঁটের পয়সা দিয়ে তা করতে হবে। এই বিষয়ে কমিশনের এক আধিকারিক বলেন, ‘আমরা সরকারি কর্মচারীদের কার কত বেতন, তা যাচাই করে বিএলও নিয়োগ চাইনি। বিএলও হিসেবে কর্মী নিয়োগের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের।

কমিশন ইতিমধ্যেই বিএলওদের ভাতা প্রায় দ্বিগুণের বেশি করেছে। তারপরেও অতিরিক্ত খরচের বিষয়ে ওদের দাবি আমরা যথাস্থানে জানিয়েছি। কিন্তু আর্থিক অনুমোদন দেওয়ার দায়িত্ব কমিশনের।’ গত ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যে বিএলও নিয়োগ হয়েছে মাত্র ১৮৩৪০। যেখানে প্রতিটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দল একজন করে প্রার্থী দিলে বিএলএ-র সংখ্যা হত প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ। এত অল্পসংখ্যক বিএলএ নিয়ে কীভাবে এসআইআর-এর কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন কমিশন।

সোশ্যাল মিডিয়া ইউনিট গড়বে রাজ্য

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩ নভেম্বর : এসআইআর-এর কাজ শুরু হওয়ার মধ্যেই ২০২৬-এ ভোটের কথা মাথায় রেখে সোশ্যাল মিডিয়ায় জোর রাজ্য সরকারের। জেলায় জেলায় সোশ্যাল মিডিয়া ইউনিট গড়তে সক্রিয় পদক্ষেপ করছে সরকার। এজন্য সোমবার রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে জেলায় জেলায় ইউনিট তৈরির কাজে ১০৮টি শূন্যপদ সৃষ্টি করতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের অধীনেই কাজ করবে ইউনিটগুলি।

নবান্ন প্রশাসনের ধারণা, ভোটের বাজারে সোশ্যাল মিডিয়ার রমরমা বাড়বে। সব রাজনৈতিক দল এই ব্যাপারে আরও সক্রিয় হবে। এই অবস্থায় পিছিয়ে না থেকে রাজ্য সরকারও চাইছে সোশ্যাল মিডিয়ার ময়দানে যথাসাধ্যভাবে নামতে। এদিন মন্ত্রীসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই ব্যাপারে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ও ধারণার কথা জানান বলে নবান্ন সূত্রে খবর।

এসআইআরের বিরুদ্ধে আজ মিছিলে মমতা ও অভিষেক

কলকাতা, ৩ নভেম্বর : এসআইআর শুরুর দিনই সুর চড়াতে পথে নামছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দুপুর ২টোর সময় কলকাতার রেড রোডের বিআর আম্বেদকার মূর্তির সামনে থেকে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি পর্যন্ত করা হবে তৃণমূলের মিছিল। ২০০২ সালের ভোটার তালিকাকে সূচক হিসেবে ধার্য করেছে নির্বাচন কমিশন। তবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপিতে ২০০৩ সালের খসড়া তালিকাকে সূচক ধরেছে কমিশন। এই প্রশ্ন তুলে সোমবার কমিশনকে চিঠি দিল তৃণমূল।

সোমবার অভিষেকের অভিযোগ, ‘এক একটি বিধানসভায় এক একটি নিয়ম কি করে হয়? নোটবন্দি করে ৩০৩ থেকে ২৪০টি আসনে নেমেছিল বিজেপি। এবার ভোটবন্দি করে ১০০-তে নামবে।’ মঙ্গলবার কলকাতা ও আশপাশের জেলা থেকে নেতা-কর্মীরা যোগদান করবেন মিছিলে। দূরের জেলাগুলির নেতা-কর্মীদের আসতে বারণ করা হয়েছে। এদিনই বিজেপি ও কমিশনের বিরুদ্ধে নতুন গান বাঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী। ‘জোট বাঁধো, বাঁধ ভাঙো’ গান সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন তিনি। মিছিলের আগে তা শুনতে সকলকে অনুরোধও জানান। এসআইআরের বিরুদ্ধে সুর চড়াতে সকলকে মিছিলে যোগদানে আহ্বান করে অভিষেক বলেন, ‘এসআইআর থেকে একটাও বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করা হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, যাঁরা দেশে জন্মাননি, তাঁরা ভোটাধিকারের সুযোগ পাবেন না। তাহলে তো লালকৃষ্ণ আদবানি, শান্তনু ঠাকুর সহ অন্যান্য মতুয়া ভাইবোনেরও শা’য়ের কথা মতো ভোটাধিকার নেই।’ সম্প্রতি এনআরসি আতঙ্কে যাঁরা মারা গিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে মঙ্গলবার সুর চড়াবে শাসক দল।

বৃষ্টিভেজা বইয়ের মেলা কলকাতায়। ছবি- রাজীব মণ্ডল।

ফের এক মৃত্যুতে আতঙ্ক যোগের দাবি

কলকাতা, ৩ নভেম্বর : এবার ডানকুনিতেও এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যুর অভিযোগ উঠল। মৃতের নাম হাসিনা বেগম (৬০)। মেয়ের কাছেই থাকতেন তিনি। পরিবারের দাবি, গত কয়েকদিন ধরে এসআইআর নিয়ে আতঙ্কিত ছিলেন তিনি। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরে এসআইআর আতঙ্কে শেখ সিরাজউদ্দিন নামে এক হোটেল ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ।

পাশাপাশি কমিশন প্রকাশিত নতুন আপলোডেড তালিকায় ২০০২ সালে ভোট দেওয়ার পরও নাম না থাকার অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন জায়গায়। আরামবাগের দুই ভাইয়ের নাম বাদ পড়ার অভিযোগ উঠেছে। যদিও তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন স্থানীয় সাংসদ। অন্যদিকে এসআইআর ঘোষণার পরে অনুপ্রবেশ হওয়ার বদলে উলটে বাংলাদেশ চলে যাওয়ার হিড়িকও বাড়ছে। সোমবার স্বরূপনগর থানা এলাকায় হাকিমপুর সীমান্তে বিএসএফের হাতে ধরা পড়েছে ৪ জন বাংলাদেশি।

এই বিষয়ে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ‘এসআইআর জনিত চাপ সহ্য করতে না পেরে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। ২০০২ সালের তালিকায় তাঁর নাম না থাকায় উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল।’ বৃদ্ধার পরিবারের দাবি, রবিবার সন্ধ্যায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন হাসিনাদেবী। তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এদিন ওই পরিবারের সঙ্গে দেখা করে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাশে থাকছে শাসক দল

নাম বাদ পড়ার আতঙ্কে রয়েছে আরামবাগে দুই পরিবার। সরফরাজউদ্দিন খান জানান, ২০০২ সালের তালিকায় তাঁদের দুই ভাইয়ের নাম নেই। পরিবারের বাকিদের নাম রয়েছে। আরেক অভিযোগকারী মুজিবর রহমান খান জানান, তিনিও ভোট দিয়েছিলেন। কিন্তু নতুন তালিকায় তাঁরও নাম নেই। আরামবাগের তৃণমূল সাংসদ মিতালি বাগ পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

সাত বছর পর ফের তৃণমূলে কানন

বান্ধবীকে নিয়ে ‘ঘরে’ ফিরলেন শোভন

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৩ নভেম্বর : প্রশাসনিক কাজে ফিরেছিলেন গত মাসেই। নভেম্বর পড়তেই তৃণমূলে আনুষ্ঠানিকভাবে সেকেন্ড ইনিংস শুরু করলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে নিলেন বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। সোমবার দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী ও মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস তৃণমূল ভবনে দু’জনকেই দলীয় উত্তরীয় পরিয়ে দেন। গেরুয়া শিবির থেকে ঘাসফুলে ফিরে শোভন বলেন, ‘আমার নিজের ঘর, নিজের সংসার। আত্মিক যোগাযোগ। ঘরের ছেলে হিসেবেই ঘরে ফিরলাম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে চাইবেন, সেইভাবে দলকে শক্তিশালী করতে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করব।’

দলে যোগ দিয়েই শোভন-বৈশাখী সোজা চলে যান কালীঘাটে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। বৈঠক শেষে কার্যালয় থেকে শোভন-বৈশাখীকে সঙ্গে করে বেরিয়ে আসেন অভিষেক। তিনি বলেন, ‘গণতান্ত্রিক দেশ। কে কোন রাজনৈতিক দল করবে, সেটা বেছে নেওয়ার ক্ষমতা সবার রয়েছে। মাঝে সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। দলনেত্রীর অনুমতিক্রমেই তাঁদের দলে ফেরানো হয়েছে।’ তবে দু’জনকে আগামী নির্বাচনে প্রার্থী করা হবে নাকি শীর্ষ কোনও পদ দেওয়া হবে, তা এদিন স্পষ্ট করেনি শাসকদল। অভিষেক জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে দলীয় বৈঠক করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের প্রায় ৬ মাস আগে ‘কানন’-এর প্রত্যাবর্তনকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তাদের ধারণা, বেহালা পশ্চিম কেন্দ্র থেকেই লড়তে পারেন কানন। তিনি দলে ফেরায় এদিন যথেষ্ট উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছে বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে। এদিন অরূপ বিশ্বাস বলেন, ‘ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছে। আজ থেকেই কাজ শুরু করবেন।’

২০১৯ সালে গেরুয়া শিবিরে যোগদান করেন শোভন-বৈশাখী। ২০১৮ সালে আচমকাই কলকাতার মেয়র পদের পাশাপাশি আরও দুই দপ্তরের মন্ত্রিত্বও ছেড়েছিলেন তিনি। তারপর ২০২১ সালে পদ্মশিবির থেকে সরে গিয়েছিলেন। তারপর ১৭ অক্টোবর সমস্ত জল্পনা কাটিয়ে শাসকদল শোভনকে নিউটাউন-কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির নতুন চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেয়। এদিন শোভনের বক্তব্য, ‘কোনও ত্রুটি রাখব না কর্তব্য পালনে।’

বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘আমি কাজে বিশ্বাসী। মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক আমাকে কাজের সুযোগ দিয়েছেন। আগামীদিনে আমার কাজ কথা বলবে। আমরা কীভাবে দলের কাজে শামিল হতে পারি, তার রূপরেখা ভবিষ্যতে অবশ্যই জানাব।’

পালটা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কটাক্ষ, ‘এঁদেরকে বাংলার মানুষ কোনও রাজনৈতিক লোক বলেই মনে করে না। অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌঁছেছে এই দল। এ ব্যাপারে আমি নয়, যা বলার বলবে দুলালবাবুর কন্যা রত্নাদেবী।’

দলে শোভনের যোগদানের পরই শোভন-জায়া তথা বেহালা পূর্বের বিধায়ক রত্না চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘উনি দক্ষ প্রশাসক, ৮ বছর সময় নষ্ট হল। দলের নীতি নির্ধারণ সম্পর্কে আমার কোনও বক্তব্য নেই। তবে তৃণমূল ভবনের মতো গোপাল ভবনের দরজাও ২৪ ঘণ্টা শোভন চট্টোপাধ্যায়ের জন্য খোলা।’

তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ‘সবটাই দলের সিদ্ধান্ত। তৃণমূল বিরাট সমুদ্র। যাঁরা বিজেপিতে গিয়েছেন, তাঁরা ফিরছেন। যাঁরা আছেন, তাঁরাও ফিরতে চান।’

সোমবার তৃণমূলে যোগদান করলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। - রাজীব মণ্ডল।

চাপ বাড়ল ফিরহাদের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩ নভেম্বর : বহুদিন ধরেই জল্পনা ছিল। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক এবং তার কয়েকদিন পরেই এনকেডিএ-র চেয়ারম্যান পদে তাঁর নাম ঘোষণা হওয়ার পর সেই জল্পনা আরও বাড়ছিল। অবশেষে সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে সাত বছর পর তৃণমূলে ফিরলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘স্নেহের কানন’ ওরফে কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়েই ঘরে ফেরা তাঁর সোমবার। বিজেপি ঘুরে তৃণমূলে কাননের ফেরার পিছনে সম্মতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । তবে তার পিছনেও সম্মতি আদায়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রচ্ছন্ন নির্দেশে শোভনকে প্রাথমিক সাহায্য নিতে হয়েছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে এখন অভিষেকই যে দলে একমাত্র পরামর্শদাতা, শোভনের যোগদান পর্বে তা পরোক্ষে স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আর তাতেই চাপ বাড়ল পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম (ববি)-র বলে এদিন শাসকদলের অন্দরে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। শুধু পুরমন্ত্রী ববি নয়, তৃণমূলে কাননের প্রত্যাবর্তনে তাঁর স্ত্রী বিধায়ক রত্না চট্টোপাধ্যায় সহ দলের আরও দু-একজন শীর্ষ প্রবীণ সাংসদেরও রক্তচাপ বাড়ল বলেই মনে করা হচ্ছে।

তৃণমূলনেত্রীর ঘনিষ্ঠ বৃত্তে রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী ও বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে পাওয়া গেলেও মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে আগের তুলনায় প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। এদিন তৃণমূল ভবনে তৃণমূলে কাননের যোগদান পর্বেও পুরমন্ত্রীকে দেখা যায়নি। পুরমন্ত্রীর সঙ্গে অভিষেকের সম্পর্ক বহুদিনই মধুর নয়।

অতীতে দলে এক ব্যক্তি, এক পদ নীতি চালু করা নিয়ে অভিষেকের সঙ্গে ফিরহাদের সম্পর্ক খুব ভালো ঠেকেনি। মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে তখনকার মতো এই নীতি চালু করার বিষয়টির ইতি ঘটে। তবে অভিষেকের মনে এখনও বিষয়টি রয়েছে বলে তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল দাবি করে। তাছাড়া কলকাতা পুরসভার পরিচালনা নিয়েও মেয়র ফিরহাদের ভূমিকায় তেমন সন্তুষ্ট নন অভিষেক। এমনকি শহরে অতিবৃষ্টিতে জল জমা ও বেআইনি নির্মাণ নিয়েও বর্তমান পুরমন্ত্রীর ভূমিকায় প্রশ্ন উঠেছে তৃণমূলের অন্দরে। সাম্প্রতিক অতীতে এইসব ইস্যুতে পুরমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রাক্তন পুরমন্ত্রী শোভনের দ্বিমত পোষণ করাও মাঝেমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে।

তৃণমূলে গুঞ্জন, দলনেত্রীর ইচ্ছায় বেহালা পশ্চিমে বিধানসভার ভোটে দলের প্রার্থীও হতে পারেন শোভন। কারণ, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জেল থেকে ছাড়া পেলেও দল তাঁকে আর ওই কেন্দ্রে প্রার্থী করবে না। শোভনের এই উত্থান চাপ বাড়াবে দলের বিধায়ক তথা কাননের স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায়ের ওপরও। শহর কলকাতায় মানুষের কমে যাওয়া সমর্থনের ঘাটতি মেটাতে অদূর ভবিষ্যতে শোভনকে তৃণমূল মেয়র করলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সব মিলিয়ে, শোভন অধ্যায় নিঃসন্দেহে চাপ বাড়াবে ফিরহাদের ওপর।

হরেক মাল... *সোমবার নদিয়ায়। ছবি : পিটিআই।*

হিন্দু উদ্বাস্তুদের আশ্বাস শুভেন্দুর

কলকাতা, ৩ নভেম্বর : ’২৬-এর বিধানসভা ভোটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ আসন জেতার লক্ষ্য বিজেপির। ৮০ ভাগ হিন্দু অধ্যুষিত কাকদ্বীপে এসআইআর-এর আবহে আগামী বিধানসভা ভোটে বাড়তি সুবিধা পাবে বলে মনে করছে বিজেপি। সম্প্রতি কাকদ্বীপে কালীমূর্তি ভাঙাকে কেন্দ্র করে মেরুকরণের পালে হাওয়া লেগেছে। সেই আবেগকে সঙ্গে করেই কাকদ্বীপের সভা থেকে বদলের ডাক দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ‘বদলা যদি চান, বদল আনতে হবে ২৬-এ। বদল আনলে সুদে-আসলে তা উশুল করব।’

পুজোর মরশুমে কাকদ্বীপ ও মন্দিরবাজারে কালী ও জগদ্ধাত্রী মূর্তি ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। এদিন তারই প্রতিবাদে ইয়ংস্টার মোড় থেকে বাসন্তী ময়দান পর্যন্ত মিছিল ও সভা করেন শুভেন্দু। কাকদ্বীপের মতো সুন্দরবন লাগোয়া এলাকায় বাংলাদেশি হিন্দু শরণার্থীদের সংখ্যা বড়মাপের। এসআইআর হলে কাকদ্বীপের মতো বিধানসভাগুলির ফল বিজেপির বিপক্ষে যাবে, তা নিয়ে আশা-নিরাশার দোলায় রয়েছে বিজেপি। ইতিমধ্যেই এসআইআর নিয়ে মতুয়া সমাজের পক্ষ থেকে বনগাঁর বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর আশঙ্কা প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের শরণাপন্ন হয়েছেন। প্রাথমিকভাবে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গেলেও সিএএ-তে আবেদন করার ভিত্তিতে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত করার আশ্বাস দিয়েছে বিজেপি। কিন্তু সেই আশ্বাসে আশঙ্কা কাটছে না এই রাজ্যের উদ্বাস্তু, শরণার্থীদের। তাঁদের সেই আশঙ্কার কথা মাথায় রেখেই এদিন শুভেন্দু বলেন, ‘ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে আসা একটিও বাংলাদেশি হিন্দুর নাম কাটতে দেব না। ট্রাস্ট নরেন্দ্র মোদি, ট্রাস্ট বিজেপি।’

শুভেন্দু-শান্তনুরা যাই বলুন না কেন, বিজেপির সিএএ শিবিরের মাধ্যমে নাগরিকত্ব দেওয়ার উদ্যোগকে ’২৬-এর ভোটের আগে রাজ্যের বিজেপির আরেকটা ভাঁওতা বলে ইতিমধ্যেই প্রচার শুরু করেছে তৃণমূল। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘সিএএ ক্যাম্পের ফাঁদে পা দেবেন না। তা হলে অসমের মানুষের মতো অবস্থা হবে। যাঁরা অসমে ক্যাম্পে নাম লিখিয়েছিলেন তাঁদের সবার নাগরিকত্ব গিয়েছে।’

বিজেপি অবশ্য হাল ছাড়ছে না। এদিনই দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনে গিয়ে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি হিন্দু শরণার্থীদের বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করার জন্য কমিশনের কাছে আবেদন জানিয়েছে বিজেপি। মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে গিয়ে বিএলও-দের বেআইনি নিয়োগ সংক্রান্ত অভিযোগের সঙ্গেই শরণার্থীদের বিষয়টি নিয়েও দাবি জানাবেন শুভেন্দু নিজে। শুভেন্দুর দাবি, এসআইআর ঠিকঠাক হলে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ভোটের লড়াই হবে আইএসএফ সহ বামেদের সঙ্গে।

মিছিলে সায় হাইকোর্টের

কলকাতা, ৩ নভেম্বর : বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর জোড়া মিছিলের অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগে সোদপুর ও পূর্ব বর্ধমানে মিছিল করতে চায় বিজেপি। কিন্তু পুলিশের তরফে অনুমতি না মেলায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিজেপি। সোমবার বিচারপতি কৌশিক চন্দের এজলাসে এই মিছিল দুটিতে শর্তসাপেক্ষে সায় দেওয়া হয়। আদালতের পর্যবেক্ষণ, ‘মিটিং, মিছিল করা নাগরিকের অধিকার। তবে কিছু যুক্তিসংগত বিধিনিষেধ আরোপ করা যায়।’ আইনশৃঙ্খলার বিষয়টি মাথায় রেখে উভয় ক্ষেত্রে মিছিলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

পানিহাটিতে প্রদীপ করের মৃত্যুর ঘটনায় ইতিমধ্যেই এনআরসি আতঙ্ক দাবি করেছে তৃণমূল। তার পালটা এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে সোদপুর ট্রাফিক মোড় থেকে আগরপাড়ার তেতুঁলতলা বাসস্টপ পর্যন্ত মঙ্গলবার ৪টে থেকে ৬টা পর্যন্ত মিছিল ও সভা করতে চায় বিজেপি। অভিযোগ, ৩০ অক্টোবর আবেদন করা হলেও অনুমতি পাওয়া যায়নি। এদিন আদালত নির্দেশ দিয়েছে, মঙ্গলবার ৩টে থেকে ৫টা পর্যন্ত ১০০০ জন লোক নিয়ে মিছিল করতে পারবে বিজেপি। পুলিশকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। আইনশৃঙ্খলার বিষয়টি দেখতে হবে।

পূর্ব বর্ধমানে বুধবার দুপুর ২টো থেকে ৬টা পর্যন্ত মিছিল করতে চায় বিজেপি। আদালত নির্দেশ দিয়েছে, বড়নীলপুর মোড় থেকে কার্জনগেট পর্যন্ত ৮ হাজার লোকের উপস্থিতিতে মিছিল করতে পারবে বিজেপি।

অযোগ্য শিক্ষাকর্মীদের তালিকা প্রকাশ

কলকাতা, ৩ নভেম্বর : দীর্ঘ জটিলতা কাটিয়ে সোমবার সন্ধ্যায় ‘অযোগ্য’ শিক্ষাকর্মীদের তালিকা প্রকাশ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন। গ্রুপ সি ও ডি মিলিয়ে ৩৫১২ জনের তালিকা প্রকাশ করা হল। প্রায় ২৫০০ জন ওএমআর জালিয়াতি আর সুপারিশপত্র ছাড়াই চাকরি পেয়েছেন। র‍্যাংক জাম্প ও আউট অফ প্যানেল মিলিয়ে ‘দাগি’দের সংখ্যা প্রায় ৯০০ জন। চাকরিহারা শিক্ষকদের মতোই শিক্ষাকর্মীদের তালিকাতেও প্রকাশ্যে এল ভূরি ভূরি তৃণমূল ঘনিষ্ঠের নাম। বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই ঘটনায় যথেষ্ট অস্বস্তিতে শাসক দল। চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের উদ্দেশে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের কটাক্ষ, ‘যে সমস্ত তৃণমূল নেতাকে পয়সা দিয়েছিলেন, তাঁদেরকে কাঁঠালগাছে বাঁধুন। যদি বড় মাছ হয়, বাঁধতে না পারেন, আমাদেরকে ডাকুন।’

বাঁকুড়ার এক নম্বর ব্লকের তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী আদেশ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর দাদা উত্তম চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে গ্রুপ ডি পদে তাঁরা কাজে যোগ দেন ক্ষীরোদপ্রসাদ ও হিন্দু হাইস্কুলে। ‘যোগ্য’ গ্রুপ সি চাকরিহারা শিক্ষাকর্মী অমিত মণ্ডলের বক্তব্য, ‘আগেই প্রমাণিত হয়েছিল যে, ৩৫১২ জন অযোগ্য। এবার তালিকা প্রকাশ হওয়ায় তা স্পষ্ট হল। কিন্তু আমরা যারা ৩ হাজারের বেশি যোগ্য তাদের জন্য সরকার কী ভাবছে? যোগ্য হয়েও এতদিন ধরে বেতনহীন অবস্থায় থাকার ফলে আমাদের অবস্থা সঙ্গীন। ২৫-৩০ লক্ষ নতুন চাকরিপ্রার্থীর সঙ্গে পরীক্ষায় বসে নিজেদের প্রমাণ করতে হবে। যাঁরা চাকরি পাবেন না তাঁদের জন্য সরকার কী করবে?’ এদিনই শিক্ষাকর্মীদের পুনর্নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আবেদন গ্রহণ শুরু করেছে এসএসসি। ইতিমধ্যেই নম্বর বিভাজন নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। তা শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। তালিকায় গ্রুপ সি-তে ‘অযোগ্য’-এর সংখ্যা ১১৬৬ জন ও গ্রুপ ডি-তে এর সংখ্যা ২৩৪৯।

বইমেলার থিম ঘোষণা। এবারের থিম আর্জেন্টিনা। শুরু ২২ জানুয়ারি।

বইমেলার থিম আর্জেন্টিনা

কলকাতা, ৩ নভেম্বর : আসন্ন ৪৯তম আন্তর্জাতিক বইমেলাতেও থাকছে না বাংলাদেশ। ২০২৬ সালের বইমেলা শুরু হতে চলেছে ২২ জানুয়ারি। তা চলবে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এবারের থিম দেশ আর্জেন্টিনা। মেলার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বইমেলা কলকাতার ঐতিহ্য। তাই তা নিয়ে বইপ্রেমীদের আগ্রহ থাকে প্রবল। এই প্রথমবার থিম দেশ হিসেবে আর্জেন্টিনা অংশ নিচ্ছে। ফলে দুই দেশের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে বলে আশা করছেন আয়োজকরা। ব্রিটেন, আমেরিকা, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, স্পেন, পেরু, কলম্বিয়া, জাপান, থাইল্যান্ড, লাতিন আমেরিকা অংশ নিতে চলেছে। এছাড়াও ভারতের অন্যান্য রাজ্যও অংশ নিচ্ছে। ২০২৭ সালে আন্তর্জাতিক কলকাতার বইমেলা সুবর্ণজয়ন্তীতে পা রাখছে। তাই বিশেষ অনুষ্ঠানেরও পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি কলকাতা লিটারেচার ফেস্টিভাল অনুষ্ঠিত হবে। তাতে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশ নেবেন। গিল্ডের সভাপতি সুধাংশুশেখর দে, সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় জানান, দুই দেশের সম্পর্কের বিষয়টি নির্ধারণ করে এবারেও বাংলাদেশ থাকছে না।

নিরাপত্তা বাড়ছে জ্যোতিপ্রিয়র

কলকাতা, ৩ নভেম্বর : সল্টলেকে নিজের বাড়ির সামনে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির হাতে আক্রান্ত হওয়ার পর রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের নিরাপত্তা বাড়ানোর তোড়জোড় শুরু করেছে বিধাননগর কমিশনারেট। রবিবার হাবড়া থেকে সল্টলেকের বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। সেখানে একতলায় তাঁর একটি অফিস রয়েছে। সেই অফিসে ঢোকার সময় জ্যোতিপ্রিয়কে ঘুষি মারেন এক তরুণ। এই ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সর্বক্ষণের জন্য প্রাক্তন মন্ত্রীর সঙ্গে দু’জন সরকারি নিরাপত্তারক্ষী থাকেন। এছাড়াও বাড়িতে আরও দুজন নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন থাকেন। সেই সংখ্যা এবার বাড়ানো হবে বলে খবর।

জ্যোতিপ্রিয় ২৫ বছরের বিধায়ক। তাঁকে যদি এভাবে আক্রমণ করা হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায় তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। জানা গিয়েছে, ওই তরুণ রবিবার দুপুর তিনটে থেকে তাঁর বাড়ির সামনে ঘোরাফেরা করছিলেন। জ্যোতিপ্রিয় পৌঁছোতেই তাঁর ওপর হামলা চালায়। কোনওক্রমে তাঁকে উদ্ধার করে অভিযুক্তকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। যদিও ওই তরুণ মানসিক ভারসাম্যহীন বলে জানা গিয়েছে।

বিমান বিভ্রাট

বাগডোগরা, ৩ নভেম্বর : এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল (এটিসি)-এর সঙ্গে হঠাৎ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় দিল্লি থেকে বাগডোগরায় আসা ইন্ডিগো সিক্সই-৬৬৫৫ বিমান সোমবার নির্ধারিত সময়ে বাগডোগরায় নামতে পারেনি। ফলে সেটিকে কলকাতা বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেটি তিন ঘণ্টা দেরিতে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামে।

বাগডোগরা বিমানবন্দরের এক আধিকারিক বলেন, 'অ্যাপ্রোচ ফ্রিকুয়েন্সি ক্লিয়ারেন্স না পাওয়ায় এই সমস্যা হয়েছে। এটিসির সঙ্গে পাইলটের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এমন সমস্যা হয়েই থাকে।'

টাকা বিলি

কিশনগঞ্জ, ৩ নভেম্বর : আদর্শ নির্বাচনি বিধিভঙ্গের অভিযোগে রবিবার কিশনগঞ্জ জেলার বাহাদুরগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের মিম প্রার্থী তৌসিফ আলমের বিরুদ্ধে বাহাদুরগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। একটি নির্বাচনি জনসভায় তাঁর উপস্থিতিতে দলের সমর্থকেরা ভোটারদের টাকা বিলি করেছেন। সমাজমাধ্যমে সেই ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে (যদিও ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। এরপর বিরোধী দলগুলির পক্ষ থেকে জেলা শাসক বিশাল রাজের কাছে অভিযোগ জানানো হলে, তিনি বাহাদুরগঞ্জ থানার পুলিশকে ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেন।

অপূর্ণ স্বপ্ন

প্রথম পাতার পর

বলছিলেন, 'শহরের বাইরে শিবমন্দির থেকে একটা মেয়ে আমার কাছে খেলা শিখতে আসত টিউশন পড়তে যাওয়ার নাম করে, বাড়িতে মিথ্যা বলে। সত্যিটা বললে তো আর আসতে দেবে না। এখানে এসে আমার পোশাক পরে প্র্যাকটিস করত, খেলত। তারপর আবার জামা বদলে বাড়ি যেত।' অবাক হবেন না, এমন ঘটনা আরও আছে। পপিই বলছিলেন, 'হয়তো ক্যাচ ধরতে গিয়ে একটা মেয়ের আঙুলে ব্যথা লাগল। পরদিন অভিভাবক মাঠে হাজির। তাঁদের একমাত্র চিন্তা, চোট-আঘাত থাকলে মেয়ের তো বিয়ে দিতে সমস্যা হবে। ব্যস মেয়ের খেলা বন্ধ।'

শিলিগুড়ির পর মহানন্দার তীরের আরেক শহর মালদার কথা হোক। সেখানকার ক্রিকেট কোচ সৌমেন দাসও তো বলছিলেন, 'বছর পাঁচেক আগেও তো মালদায় মেয়েদের ক্রিকেট টিম তৈরি করা যেত না।'

তবে ছবিটা বদলেছে। মানছেন পপি থেকে সৌমেন। আগে শিলিগুড়ির বড় বড় ক্লাব মেয়েদের ক্রিকেট প্র্যাকটিসের সুযোগ দিত না। এখন তারা মেয়েদের ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে। আগে উত্তরবঙ্গের মহিলা ক্রিকেট টিমকে ডাকতে ইতস্তত করতেন কলকাতার বা দক্ষিণের প্রতিযোগিতার আয়োজকরা। কারণ, তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে, খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক ঝক্কি। সেসব দিন বদলেছে। উত্তরের মেয়েরা রাজ্যজুড়ে দাপিয়ে খেলছে ক্রিকেট। শিলিগুড়ির ক্ষেত্রে ছবিটা যেমন বদলেছে রিচার খ্যাতিলাভের পরে। অভিভাবকমহল থেকে শুরু করে পাশের বাড়ির কাকুরা বুঝতে পেরেছেন, ক্রিকেট কেবল ভদ্রলোকদের খেলা নয়, ভদ্রমহিলাদেরও।

আর মালদায় তো এখন মহিলাদের ক্রিকেট লিগও হয়। বলছিলেন কোচ মহম্মদ নিজামুদ্দিন। তাঁর কথায়, 'মালদা জেলায় এখন মেয়েদের ক্রিকেট খেলার প্রতি আগ্রহ প্রচুর বেড়েছে। জেলার ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পগুলোতেও মেয়েদের সংখ্যা বাড়ছে। অভিভাবকরাও এগিয়ে আসছেন মেয়েদের ক্রিকেট খেলানোর জন্য।'

গত বছর কয়েকের মধ্যে বদলটা নিজের চোখেই দেখছেন, তবে নিজের কেরিয়ারটা বদলাতে পারেননি। সংসারের হাল ধরার জন্য ক্রিকেটটা আর খেলা হয়নি সুজাতার। বলছিলেন, 'আমার স্বপ্ন ছিল একদিন ভারতীয় মহিলা দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করব। কিন্তু সেটা স্বপ্নই থেকে গেল।' একদিন আবার ২২ গজে ফিরতে চান। আর যদি সুজাতা সেটা পারেন, তবে সেটাই তাঁর বিশ্বকাপ।

তথ্য সহায়তা : হরষিত সিংহ

প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্রে থাকবেন ১৫০ জন

ভোট ময়দানে 'মিঠুন যোদ্ধা'

কল্লোল মজুমদার ও সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদায় ভক্তদের সামলাচ্ছেন মিঠুন। ছবি : অরিন্দম বাগ

পুরাতন মালদা, ৩ নভেম্বর : রাজ্যের প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্রে ১৫০ জন করে যোদ্ধা নামাচ্ছেন মিঠুন চক্রবর্তী। বঙ্গে নির্বাচনকে সামনে রেখেই যে বিজেপির এই টিম তৈরি করা হচ্ছে, তা স্পষ্ট করে দেন খোদ মিঠুন। সোমবার মালদায় দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে '১৫০ মিঠুন চক্রবর্তী যোদ্ধা' নামে ওই টিমের ঘোষণা করেন তিনি। মালদা থেকে বালুরঘাট, রায়গঞ্জ থেকে শিলিগুড়ি, রাজ্যের প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রেই মিঠুনের যোদ্ধারা মাঠে নামবেন।

অনেকটা 'দিদিকে বলোর' ধাঁচে এবার বিজেপি কর্মীরা সরাসরি নালিশ জানাতে পারবেন 'দাদাকে'। মিলবে যে কোনও আইনি সহায়তাও। এজন্য দলীয় কর্মীদের নিজের মোবাইল নম্বর দেন মিঠুন। সোমবার পুরাতন মালদার একটি বিলাসবহুল হোটেলের সভাকক্ষে বিজেপির দক্ষিণ মালদা ও উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার নেতা-কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেন তিনি। নামে বিজয়া সম্মেলন হলেও কার্যত নির্বাচনি লড়াইয়ের ময়দান প্রস্তুত করে যান মিঠুন। সেখানেই তিনি মিঠুন চক্রবর্তী যোদ্ধা টিম গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেন। শুধু তাই নয়, কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে দিলেন টিট ফর ট্যাটের নিদান। বললেন, 'আপনি ভয় পেলেই ওরা আরও বেশি ভয় দেখাবে। আগে বলা হত, একটা গালে থাপ্পড় মারলে, আর এক গাল বাড়িয়ে দিন। আমি বলব না এক গালে থাপ্পড় মারলে কী করতে হবে, তা আপনারা ভালো করে জানেন।'

সোমবার ভোরে কলকাতা থেকে পদাতিক এক্সপ্রেসে চেপে মালদা এসে পৌঁছান মিঠুন চক্রবর্তী। স্টেশনে তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রথম সারির নেতারা। উপস্থিত ছিলেন বিপুল সংখ্যক কর্মীও। স্টেশন চত্বর থেকেই 'ডিস্কো ডান্সারের' সঙ্গে ছবি তুলতে রীতিমতো বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। স্টেশনে সেই বিশৃঙ্খলা দেখে সাংবাদিকদের সঙ্গেও কথা বলতে রাজি হননি মিঠুন। সেখান থেকে সোজা চলে যান পুরাতন মালদার সাহাপুরের একটি হোটেলে। কথা ছিল ওই হোটেলেরই একটি সভাকক্ষে সকাল দশটা থেকে শুরু হবে দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভা। এরপর মধ্যাহ্নভোজনের পর হবে উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সভা। কিন্তু সভাকক্ষে দাদা এসে পৌঁছাতে বাজিয়ে দেন বারোটারও বেশি। আর মিঠুন চক্রবর্তী সভাকক্ষে ঢুকতেই শুরু হয়ে যায় হইচই। কেউ ছবি তুলতে, কেউবা দাদার আশীর্বাদ পেতে, আবার কেউ কেউ দাদার হাতে ফুল তুলে দেওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি শুরু করে দেন। যা দেখে খোদ মিঠুন চক্রবর্তী বলে ওঠেন, 'এভাবে বিশৃঙ্খলা তৈরি হলে আমি কিন্তু চলে যাব।'

জেলা নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে কোনওরকমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। শুরু হয় সভা। দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রারম্ভিক বক্তব্যের পর বলতে ওঠেন মিঠুন। সেসময়ে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের বাইরে বেরিয়ে যেতে বলা হয়। মিঠুন, অজয় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা বিশ্বজিৎ রায় সহ জেলার এক ঝাঁক নেতা।

মিঠুন চক্রবর্তী তাঁর ভাষণের প্রথমেই ঘোষণা করেন, 'আমি কথা দিয়েছিলাম কাজের ফাঁকে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে গিয়ে কর্মীদের পাশে দাঁড়াব। সেই উদ্দেশ্যে আজ মালদায় প্রথম এসেছি। কাল যাব বালুরঘাটে। আমি বলতে চাই, এবার বিজেপি এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসছে। তাই এক হয়ে কাজ করতে হবে। এজন্য আমি মালদা জেলায় প্রথম গড়ে তুললাম মিঠুন চক্রবর্তী যোদ্ধা টিম। প্রতিটি টিমে থাকবেন ১৫০ জন করে। তৈরি করা হবে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। কোথাও কেউ আক্রান্ত হলে, পথ অবরোধ করতে হলে, ঘেরাও করতে হলে জানাবেন। এই গ্রুপের সব সদস্য সব কাজ ছেড়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাবেন। সঙ্গে নিয়ে যাবেন ৭০ জন করে। তাহলেই সংখ্যাটা হাজারে দাঁড়িয়ে যাবে।'

এছাড়াও তিনি কর্মীদের জন্য একটি মোবাইল নম্বর দেন। মিঠুন জানান, যে কোনও ধরনের পুলিশের জুলুমবাজি কিংবা সন্ত্রাস হলে সেই নম্বরে ফোন করলেই মিলবে আইনি সহায়তা। এছাড়াও নেতাদের বিরুদ্ধে নালিশ জানানোর জন্য নিজের ব্যক্তিগত নম্বর দিয়ে দেন। সেই নম্বরে নেতাদের বিরুদ্ধে সরাসরি মিঠুন চক্রবর্তীকে নালিশ জানানো যাবে। ওই বৈঠকে একে একে কর্মীদের নালিশ শোনেন তিনি। তা শোনার পর নেতাদের উদ্দেশে বলেন, 'ঔদ্ধত্য, দাম্ভিকতা কমাতে হবে। কর্মীদের কথা ভালো করে শুনতে হবে।'

এসআইআর নিয়ে তৃণমূলের পদযাত্রা প্রসঙ্গে মিঠুন বলেন, 'কার জন্য এই পদযাত্রা? অভারতীয়দের জন্য। বিজেপি কিংবা নির্বাচন কমিশন কোনও সময় বলেনি সব মুসলমানদের নাম বাদ যাবে। বাদ যাবে তাঁদেরই নাম যাঁরা এদেশের নন।'

সোমবার দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার বৈঠকের পর উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার কর্মী-নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠকে বসেন মিঠুন। তিনি কর্মীদের নির্দেশ দেন, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান থেকে বিতাড়িত হয়ে ভারতে আসা হিন্দু শরণার্থীদের মধ্যে যাঁদের ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম নেই, তাঁদের যে সিএএ-র আওতায় নাগরিকত্ব প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে, সেই বিশ্বাস তৈরি করতে হবে।

নয়া কৌশল

- প্রত্যেক বিধানসভায় একটি করে টিম, তাতে থাকবেন ১৫০ জন করে
- বিজেপি কর্মীদের একটি মোবাইল নম্বর দেন মিঠুন
- যে কোনও ধরনের পুলিশের জুলুমবাজি কিংবা সন্ত্রাস হলে নির্দিষ্ট নম্বরে ফোন করলেই মিলবে আইনি সহায়তা
- একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করা হবে বলেও ঘোষণা করেন

পৃথিবীর পাঠশালা

তেঁতুলে প্লাস্টিক মুক্তি

সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গিয়েছে, তেঁতুল, যা রান্না ও চিকিৎসায় বহুল ব্যবহৃত একটি ফল, মানবদেহ থেকে মাইক্রোপ্লাস্টিক দূর করতে সাহায্য করতে পারে। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে তেঁতুলের উচ্চমাত্রার ডায়েটারি ফাইবার এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এই প্লাস্টিক কণাগুলির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে হজম পদ্ধতির মাধ্যমে তা শরীর থেকে বার করে দিতে সাহায্য করে। মানুষের হজম প্রক্রিয়ার ল্যাব সিমুলেশনে মাইক্রোপ্লাস্টিক ধরে রাখার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হ্রাস দেখা গিয়েছে। মানুষের উপর এটি পরীক্ষিত হলে, তেঁতুল মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণের এই ক্রমবর্ধমান সমস্যার একটি প্রাকৃতিক খাদ্য সমাধান হতে পারে।

কুকুরের জন্য ফিরল বিমান

একটি ছোট কুকুরের জন্য যাত্রীবোঝাই বিমান মাঝপথ থেকে ফিরে এল! কারণটি জানার পর যাত্রীরা পাইলটকে হাততালি দিয়ে ধন্যবাদ জানালেন। কার্গো হোল্ডের হিটারটি খারাপ হওয়ায় ফরাসি বুলডগ সিম্বার জীবন বিপন্ন হতে পারত। ক্যাপ্টেন সিদ্ধান্ত নেন যে আটলান্টিক পাড়ি দেওয়া নিরাপদ নয়, তাই তিনি বিমানটিকে ফ্রাঙ্কফুর্টে ঘুরিয়ে দেন যাতে সিম্বাকে সঠিক হিটিং সহ অন্য বিমানে স্থানান্তরিত করা যায়। এতে প্রায় ৭৫ মিনিট দেরি হয়। যাত্রীরা কারণ জানতে পেরে উলটে ক্যাপ্টেনকে সাধুবাদ জানালেন। বিমান দেরিতে নামলেও, সেখানে তখন মানবতার উষ্ণ মেজাজ!

রোজমেরি স্মৃতি বাড়ায়

বিজ্ঞান অবশেষে প্রাচীন জ্ঞানের সঙ্গে একমত, রোজমেরি আপনার মস্তিষ্কের ক্ষমতা বাড়াতে পারে। এর রহস্য লুকিয়ে আছে রোজমেরি এসেনশিয়াল অয়েলে থাকা একটি যৌগ, ১,৮-সিনিয়োলে। এর ঘ্রাণেই স্মৃতিশক্তি, সতর্কতা এবং মানসিক স্বচ্ছতা বাড়ে। ল্যাব পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, রোজমেরির সুবাসে স্মৃতিশক্তি আরও ভালো হচ্ছে। এমনকি রোজমেরি নির্যাসের কম মাত্রাও বয়স্কদের জ্ঞানীয় গতি এবং মনোযোগ বাড়াতে সাহায্য করে।

বুদ্ধি বেশি, রাজনীতি কি বামে?

একটি নতুন এবং বেশ বিতর্কিত গবেষণা সম্প্রতি সামনে এসেছে, যা দাবি করছে, যাঁদের বুদ্ধিমত্তা বা আইকিউ বেশি, তাঁদের রাজনৈতিক বিশ্বাস নাকি প্রগতিশীল বা বামপন্থী হওয়ার দিকে ঝোঁকে। গবেষকদের মতে, মানুষের জ্ঞানীয় ক্ষমতা তাঁকে সমতা, ন্যায়বিচার এবং শাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলি অন্যভাবে দেখতে সাহায্য করে। এই গবেষণার সবচেয়ে চমকপ্রদ দাবি হল, বুদ্ধিমত্তা ও রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে নাকি একটি জিনগত উপাদানও থাকতে পারে! অর্থাৎ, বিষয়টি কেবল পরিবেশ বা শিক্ষার ফল নয়, এর পেছনে বংশগতিরও ভূমিকা থাকতে পারে। যদিও এই ফলাফলগুলি নিয়ে জোর বিতর্ক চলছে, তবুও গবেষণাটি রাজনীতি এবং মানুষের মনের জটিল সম্পর্ক নিয়ে এক গভীর আলোচনা উসকে দিয়েছে।

বাইক থেকে ঝাঁপ

নাগরাকাটা, ৩ নভেম্বর : মাকনা তেড়ে আসছে। সেটির হাত থেকে বাঁচতে চলন্ত বাইক থেকে ঝাঁপ দিলেন এক ব্যক্তি। সোমবার সন্ধ্যায় টন্ডু থেকে বামনডাঙ্গা চা বাগানের রাস্তায় ঘটনাটি ঘটেছে। সামান্য চোট পেয়েছেন ওই ব্যক্তি। বাইকটিও সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সোরেল টিগ্গা নামে বামনডাঙ্গার মডেল ভিলেজের ওই বাসিন্দাকে প্রথমে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। চিকিৎসকরা তাঁকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। পেশায় টন্ডু টিজি থ্রি প্রাথমিক স্কুলের পার্শ্বশিক্ষক সোরেল বললেন, 'হঠাৎ রাস্তা লাগোয়া ঝোপ থেকে হাতিটি সামনে চলে আসে। আমার দিকে তেড়ে আসায় উপায় না দেখে আমি বাইক থেকে ঝাঁপ দিই।' এরপর হাতিটি চলে যায়। জোর বাঁচা বেঁচে গেলাম।' এদিকে বন দপ্তর জানিয়েছে, হাতিটির গতিবিধির প্রতি সতর্ক নজর রাখা হচ্ছে। বন দপ্তরের টন্ডু ক্যাম্পের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে বাইকটিকে উঠিয়ে নিয়ে যান।

এক ঝাঁক আনন্দ।। অসমের পবিতরা অভয়ারণ্যে।-পিটিআই

ফুলের চড়া দাম

প্রথম পাতার পর

ফলে ধান, সবজি জমিতেই পচে নষ্ট হচ্ছে। অনেক জায়গায় গাঁদা ফুলের গাছও নষ্ট হয়েছে। কিছু এলাকায় ফুল ঠিক থাকলেও সেগুলির মধ্যে এতটাই জল জমে রয়েছে যে, পচে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

কোদালিপাড়ার কৃষক অসিত মজুমদার আমন ধানের লোকনাথ এবং পারিপোসা প্রজাতির চাষ করেছেন। অর্ধেক জমির ধান কেটে জমিতেই রেখে দিয়েছিলেন। তার পরেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়। অসিত বলছিলেন, 'ধান কাটার পর মাঠেই কয়েকদিন রেখে দিতে হয়। আমিও সেটাই করেছিলাম। শুক্রবার সকালে জমিতে গিয়ে দেখি, পুরোটাই জলের তলায়। শুধু ধান নয়, সর্ষে, পালং, ভেন্ডি সবকিছুই নষ্ট হয়েছে। প্রচুর আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়লাম। এই ক্ষতি কীভাবে কাটিয়ে উঠব বুঝতে পারছি না।' একইভাবে গজলডোবা, মিলনপল্লি এলাকায় জমিতে থাকা পটলও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ফাঁসিদেওয়ার কৃষক মহানন্দ মণ্ডল তিন বিঘা জমিতে আলু চাষ করেছেন। আলু অঙ্কুরিত হওয়ার আগেই মাঠে জল দাঁড়িয়ে যাওয়ায় সমস্ত বীজ পচে যাবে বলে তিনি আশঙ্কা করছেন। ভুসিভিটায় দেখা গেল, গাঁদা ফুল চাষের জমিতে জল। টানা বৃষ্টিতে ফুলের গাছগুলি ঝিমিয়ে পড়েছে। ফুলচাষি সুমন্ত বিশ্বাস বললেন, 'সমস্ত ফুলই নষ্ট হয়ে গেল।' নির্মলজোত, টাওয়াজোত এলাকায় একই পরিস্থিতি দেখা গিয়েছে।

বৃষ্টিতে সবজি নষ্ট হওয়ায় শিলিগুড়ির বাজারে আলু সহ অন্যান্য সবজির দাম বাড়ছে। বিধান মার্কেট, সুভাষপল্লি, ফুলেশ্বরী বাজার, চম্পাসারি সুপার মার্কেট সর্বত্রই জ্যোতি আলু কেজি প্রতি ২০ টাকা থেকে বেড়ে ২৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে। কাঁচা লংকা ১২০ টাকা, পটল ৮০-১০০ টাকা, ঝিঙা ৮০ টাকা, ভেন্ডি ১০০ টাকা, পালং শাক ১২০ টাকা, কাঁচা পেপে ৪০ টাকা কেজিতে কিনতে হয়েছে। বিধান মার্কেটে দাঁড়িয়ে হাকিমপাড়ার অনীতা দত্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলছিলেন, 'বৃষ্টি হল আর সব সবজির দাম বাড়িয়ে দিল। এই যে আলুর দাম ২৫ টাকা কেজি করেছে, আর এই দাম সহজে নামবে না।' ফুলেশ্বরীর সবজি বিক্রেতা বিক্রম বিশ্বাসের বক্তব্য, 'গজলডোবা, হলদিবাড়ি থেকেই বেশি সবজি আসে। বৃষ্টিতে সেখানকার সমস্ত ফসল নষ্ট হয়েছে। আমাদেরও বেশি দামেই সেসব কিনে নিয়ে আসতে হচ্ছে।' বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ী রথীন মণ্ডলের বক্তব্য, 'পাইকারি বাজারে আলুর দাম বাড়ায় খুচরো ২৫ টাকা বিক্রি না করলে আমাদের কিছুই লাভ থাকবে না।'

শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজারের ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল কমিশন এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শিবকুমারের অবশ্য আশ্বাস, 'আলু সহ সব সবজির পাইকারি দাম বেড়েছে। কেননা বৃষ্টির জেরে এরাজ্য এবং বিহারের অনেক জায়গা থেকে আলু, সবজি নিয়ে গাড়ি আসতে পারেনি। বৃষ্টি কমেছে। কাজেই দাম কমবে বলেই আশা করছি।'

মেশিনে জপের নতুন ট্রেন্ড তরুণ প্রজন্মের

প্রথম পাতার পর

তবে শুধু যে সেলেব্রিটি অনুকরণ করতেই নয়, মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য কাউন্টিংয়ের পরামর্শ দিয়ে থাকেন কাউন্সেলাররাও। জলপাইগুড়ি এক ক্লিনিকের কাউন্সেলার অর্পিতা বসু বলেন, 'একাগ্রতা ও মনঃসংযোগ বাড়াতে কাউন্টিং খুব উপকারী। বিশেষ করে উলটো গণনার পরামর্শ আমি প্রচুর মানুষকে দিয়ে থাকি। এধরনের যন্ত্রের মাধ্যমে সহজেই এই অভ্যাস করা যাবে।' শিলিগুড়ি কলেজের তৃতীয় সিমেস্টারের ছাত্রী ডোনা বর্মন জানান, 'ফেসবুক থেকেই এ ধরনের যন্ত্রের সম্পর্কে জানতে পেরেছি। পাশাপাশি এই ডিভাইসের উপকারিতা জেনে ব্যবহার করে অনেক উপকার পেয়েছি।'

শিলিগুড়ি ইসকন মন্দিরের পাশাপাশি অনলাইনে ও বাজারেও পাওয়া যাচ্ছে এই ডিজিটাল ডিভাইস। দামও যথেষ্ট সাধ্যের মধ্যে। ৪০ টাকা থেকে শুরু। ইসকনের তরফে জানানো হয়েছে, ভক্তদের অনেকেই এখন মন্দিরে এই ডিভাইস পরে আসছেন। চাহিদা আগের থেকে অনেকটা বেড়েছে। এছাড়াও শেঠ শ্রীলাল মার্কেটেও এধরনের ডিভাইসের খোঁজ শুরু করেছেন ক্রেতারা। এমনকি অনেকেই অনলাইনের অ্যাপের মাধ্যমেও অর্ডার করছেন মন্ত্রজপের ডিজিটাল এই যন্ত্র। কীভাবে ট্যালি কাউন্টার মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে থাকে এব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোরোগ বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডাঃ উত্তম মজুমদার বলেন, 'এই অনুশীলন চাপ কমাতে এবং মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। এছাড়াও পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়াতে এধরনের অনুশীলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দিনে দু-তিনবার এধরনের কাউন্টিং করলে তার ভালো উপকার পাওয়া যায়।'

পতঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন

নিউজ ব্যুরো

৩ নভেম্বর : হরিদ্বারে পতঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের হাতে ডিগ্রি ও পদক তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন উত্তরাখণ্ডের রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) গুরমিত সিং, মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি, বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার স্বামী রামদেব, উপাচার্য আচার্য বালকৃষ্ণ প্রমুখ। রাষ্ট্রপতি বলেন, 'সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ৬৪ শতাংশ ছাত্রী স্বর্ণপদক পেয়েছেন। এটা অত্যন্ত গর্বের।'

ভুল স্বীকার

সোমবার প্রথম পাতায় প্রকাশিত 'তিনদিনে সীমান্তে পাকড়াও ৯৪ জন' শিরোনামের সঙ্গে খবরটির মিল নেই। ভুল করে ভিন্ন খবর ওই শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। এজন্য আমরা দুঃখিত।

আত্মবিশ্বাসই শিরোপা এনে দিল

প্রথম পাতার পর

লরা উলভারডটের শতরানের পর যখন ম্যাচ কিছুটা কঠিন মনে হচ্ছিল, তখন দীপ্তির বুদ্ধিদীপ্ত বোলিংই ম্যাচকে ঘুরিয়ে দেয়। প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট হিসেবেও দীপ্তিই যোগ্য দাবিদার।

যখন নাদিনে ডি ক্লার্কের ক্যাচটা হরমনপ্রীত লুফে নিল, তখন ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে যেন এক আবেগের সুনামি আছড়ে পড়ল। কোটি কোটি ভারতীয়র মতো আমার চোখেও তখন জল। হরমনপ্রীতের মুখটা কল্পনা করুন -২০০৯ সাল থেকে ৫টা বিশ্বকাপ খেলার পর, ২০১৭ সালের ফাইনাল হারার পর, আজ যখন ট্রফিটা হাতে নিল, তখন সে কী অনুভব করেছে! আমি জানি ওর এই ট্রফিটার জন্য কতদিনের অপেক্ষা। হরমনপ্রীত শুধু আমাদের অধিনায়ক নয়, ও আমাদের যোদ্ধা।

স্মৃতি মান্ধানা, জেমিমা রডরিগেজ, রিচা ঘোষ, আমনজ্যোৎ কাউর -প্রত্যেকের চোখেই ছিল আনন্দের অশ্রু। আমি যখন ওদের সঙ্গে খেলেছি, তখন দেখেছি এদের প্রত্যেকের আত্মবিশ্বাস। আজ তারা সেই আত্মবিশ্বাসের জোরেই দেশের জন্য ইতিহাস তৈরি করল। এই জয় শুধু একটি ট্রফি জয় নয়, এটি ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের এক নতুন যুগের সূচনা। এই জয় প্রমাণ করে দিল, আমাদের মেয়েরা আর কেবল ভালো খেলার জন্য মাঠে নামে না, তারা জেতার জন্য নামে। এই জয় ভারতের সমস্ত ছোট মেয়েকে প্রেরণা জোগাবে, যারা ব্যাট-বল হাতে স্বপ্ন দেখতে সাহস করে।

মিতালি রাজ এবং ঝুলন গোস্বামীর মতো দিদিরা যে স্বপ্নটা বহু বছর ধরে দেখে এসেছেন, আজ সেই স্বপ্নটা সত্যি হল। এই জয়ের পুরো কৃতিত্বটাই এই দলটার, তাদের অধিনায়ক হরমনপ্রীতের এবং সাপোর্ট স্টাফদের।

আমি গর্বিত। আমি ভারতীয়। আর আমি বুক ঠুকে বলতে পারি -আমরা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন!

'রাতটা যেন শেষ না হয়'

প্রথম পাতার পর

নভি মুম্বইয়ের মাঠে শেষ দুই ম্যাচে গ্যালারির এত সমর্থন পেয়েছি। আমি, আমরা প্রতিটি ভারতীয় সমর্থকের কাছে কৃতজ্ঞ আমাদের উপর ভরসা রাখার জন্য।

সৌরভ-ঝুলনরা পারেননি

জানি। ঝুলদি (ঝুলনের ডাকনাম) তো মাঠে আমাদের সঙ্গেই ছিল। এই দলটার সঙ্গে ঝুলদি বহু বছর জড়িয়ে। বিশ্বজয়ের আবেগ যে ওকেও ছুঁয়ে গিয়েছে, হ্যারিদিকে (হরমনপ্রীত) জড়িয়ে ওর কান্নার মধ্যেই সেটা প্রমাণিত। আমরা ঝুলদিকে কথা দিয়েছিলাম বিশ্বকাপ জিতব। আর ট্রফিটা ওর হাতে তুলে দেব। সেটাই করেছে হ্যারিদি।

প্রথম বাঙালির বিশ্বকাপ জয়

এমন নজিরের কথা অনেক পরে শুনেছি। আগে ঠিক জানতাম না। অবশ্যই গর্বের বিষয়।

জীবনের সেরা মুহূর্ত

অবশ্যই। একজন ক্রিকেটার হিসেবে দেশকে বিশ্বকাপ এনে দিতে পারলে তার চেয়ে বড় আর কীই বা হতে পারে। অতীতে মহিলাদের আইপিএল ও অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ে ট্রফি জয়ের বিষয় বিশ্বকাপের ধারেকাছেও আসবে না।

বিশেষ কোনও শুভেচ্ছাবার্তা

অনেকেই অভিনন্দন জানিয়েছেন। শুভেচ্ছাবার্তাও পাঠিয়েছেন। বিশ্বাস করুন, এখনও মোবাইলটা ভালো করে ঘেঁটে দেখা হয়নি।

ফাইনালের চাপ

বিশ্বকাপে চাপ তো থাকবেই। আর ফাইনালে তো আরও বেশি চাপ ছিল। এমন ভরা গ্যালারির সামনে খুব বেশি খেলার অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু আমরা ঠিক করেছিলাম, কোনওভাবেই হাল ছাড়ব না। শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও লড়ে যাব। এত কাছে পৌঁছে যাওয়ার পর ট্রফি ছাড়া ফিরতে পারব না।

অধিনায়ক হরমনপ্রীত ও কোচ অমল

আমার ক্রিকেট কেরিয়ারে দুজনেরই বিরাট অবদান রয়েছে। হ্যারিদি অধিনায়ক হিসেবে সবসময় ভরসা দিয়ে গিয়েছে। খারাপ সময়ও পাশ থেকে সরে যায়নি। আর কোচ অমল স্যর (অমল মুজুমদার) শুধু আমায় নয়, আমাদের পুরো দলকেই বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখার মন্ত্রটা দিয়েছিলেন। আমাদের বিশ্বজয়ে ওঁরও সমান অবদান।

মহিলা ক্রিকেটের ধোনি

প্লিজ, ধোনি স্যরের সঙ্গে তুলনা করবেন না। উনি কিংবদন্তি। দেশকে বহু ট্রফি দিয়েছেন। তুলনায় আমি অনেক পিছিয়ে।

বিহারের ভোটে ভাবাচ্ছে লাপতা লেডিজ

প্রথম পাতার পর

এবারের ফাইনাল তালিকায় পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ৩ কোটি ৯২ লাখ, মহিলা ৩ কোটি ৪৯ লাখ। শুধু মহিলা কেন, প্রশ্ন মোট ভোটারের সংখ্যা নিয়েও। গত চোদ্দো বছর আদমশুমারি হয়নি এদেশে। তবু জনসংখ্যার বৃদ্ধির যে হার কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক করেছে, তাতে বিহারের ভোটার সংখ্যা হওয়া উচিত ছিল ৮ কোটি ২২ লাখ। অথচ এসআইআরের পর সেরাজ্যে ভোটারের সংখ্যা হয়েছে ৭ কোটি ৪৩ লাখ। বাকিরা গেল কোথায়? প্রশ্ন ভোট বিশেষজ্ঞ যোগেন্দ্র যাদবের।

ঠিক কত মুসলিম বাদ গিয়েছেন, তা চট করে বলা কঠিন। কারণ ভোটার তালিকায় কারও ধর্ম পরিচয় লেখা থাকে না। তবে ভোটারদের নাম ধরে বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, বাদ যাওয়ায় ক্ষতি বেশি হয়েছে মুসলমানদের। খসড়া তালিকা থেকে ৬৫ লাখ নাম বাদ পড়েছে। তার চার ভাগের এক ভাগ মুসলিম। চূড়ান্ত তালিকায় বাদ যাওয়া ৩ লাখ ৬৬ হাজারের তিনভাগ তারাই। বিহারে জনসংখ্যার ১৬.৯ শতাংশ মুসলিম। দেখা যাচ্ছে, প্রায় ৬ লাখ মুসলিমের নাম হয়তো অন্যায়ভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। বিহারে মুসলিমরা লালুপ্রসাদের আরজেডি'র সমর্থক বলে পরিচিত।

কমিশন জানিয়েছে, বাদ পড়া ভোটারদের মধ্যে ২৪ হাজারের নাম ঠিকমতো পড়া যায়নি। হাজার ছয়েকের লিঙ্গ পরিচিতি অস্পষ্ট। ৫.২ লাখ নাম দু'বার তোলা হয়েছিল। ৫১ হাজারের নাম বাদ পড়েছে বাবা, মা কিংবা স্বামীর নামে ভুল থাকায়। বাড়ির নম্বর না থাকা কিংবা ভুল ঠিকানা থাকায় বাদ পড়েছে ২ লাখের বেশি নাম। এই জায়গাতেই প্রশ্ন রয়েছে বিশ্লেষকদের।

বিহারে ২৪ লাখের বেশি বাড়িতে বসবাসকারীর সংখ্যা ভোটার তালিকা অনুযায়ী দশের বেশি। এই বাড়িগুলির বাসিন্দাদের যোগ করলে দাঁড়ায় ৩ কোটি ২০ লাখ। উৎসাহীদের জন্য আরও কিছু পরিসংখ্যান দেওয়া যাক। এবার সবথেকে বেশি মহিলা ভোটার বাদ পড়েছে গোপালগঞ্জ জেলায়। প্রায় ১৫ শতাংশ। এরপর মধুবনী। বাদ পড়েছে ১ লাখ ৩০ হাজার। পূর্ব চম্পারণে বাদ গিয়েছে ৬.৭ শতাংশ মহিলা।

সীমান্তবর্তী যে ৬টি জেলায় সবথেকে বেশি মহিলা ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, সেগুলিতে রয়েছে ৫৯টি বিধানসভা কেন্দ্র। এর মধ্যে মহাগঠবন্ধন গতবার পেয়েছিল ২৫টি, এনডিএ ৩৫টি। সকলেই মানবেন, বিহারে নীতীশ কুমারের সমর্থনের বড় ভিত্তি মহিলারা। গত দশ বছরে নীতীশের সরকার মহিলাদের জন্য নানাবিধ প্রকল্প চালাচ্ছে। পঞ্চায়েতে মহিলাদের ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ। তার উপর মদ নিষিদ্ধ।

জাতপাতের ঊর্ধ্বে এইসব কাজ নীতীশের সমর্থনের ভিত্তি পোক্ত করেছে। নীতীশের আমলে ১১ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী হয়েছে। ১ কোটি ৪ লাখ জীবিকা কর্মী, ১ কোটি ২১ লাখ মহিলা শিল্পোদ্যোগীকে ১০ হাজার টাকার উৎসাহ অনুদান সেই ভিত আরও মজবুত করেছে বলে দাবি নীতীশের জেডিএস (ইউ)-এর।

মহিলাদের মধ্যে প্রভাব বাড়াতে চেষ্টায় কসুর নেই তেজস্বী যাদবেরও। তিনি জীবিকা কর্মীদের ২ বছরের জন্য বিনা সুদে ঋণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। সঙ্গে রয়েছে মা-বেটি প্রকল্প। মাসে দুঃস্থ মহিলাদের আড়াই হাজার টাকা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। অর্থাৎ মহিলাদের ভোট পেতে বিহারে জোর দিচ্ছে সব পক্ষই। নীতীশের এনডিএ'র দাবি, জিতলে তারা এক কোটি লাখপতি দিদি তৈরি করবে।

শেষপর্যন্ত মহিলাদের ভোটে কোন পক্ষের লোকসান আর কোন পক্ষের লাভ হবে তা নিয়ে গবেষণা চলছে এখন। ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়া মহিলারা কার কপাল পোড়াবেন, জল্পনা চলছে তা নিয়েও। তবে বাদ পড়া না পড়া নিয়ে যতই বিতর্ক হোক না কেন, একটা সত্য এড়াতে পারবে না কেউই। এবার বিহারে ২৪৩টি বিধানসভা আসনে যত প্রার্থী দাঁড়িয়েছেন তাঁদের সংখ্যা ২,৬১৬। তাঁদের মধ্যে মহিলা প্রার্থী মাত্রই ২৫৮। মোট প্রার্থীর ১০ শতাংশ।

মহিলাদের মনোরঞ্জনে কোটি কোটি টাকা ঢালা হলেও তাঁদের ক্ষমতায়নের বেলায় সব পক্ষই সমান। বিজেপির মহিলা প্রার্থী ১৩, জেডিইউয়ের ১৩ আর আরজেডির ২৩।

ছোট্ট তারা

জার্মেলস অ্যাকাডেমির চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র সৌরিত্র রায় ছবি আঁকতে ভালোবাসে। খুদে এই পড়ুয়া ক্যারাটে ও টেবিল টেনিস খেলাতেও সকলের নজর কেড়েছে।

‘ফিরে দেখা’-য় তৃপ্ত গোপাল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩ নভেম্বর : বাবার হাত ধরে গুটিগুটি পায়ে কলেজ মাঠে বাঘা যতীন ক্লাবের অনুশীলন দেখতে আসত মেয়েটা। বয়স তখন খুব বেশি হলে চার বছর। মাঠে ছেলেদের অনুশীলনের সময় দৌড়ে বল কুড়িয়ে নিয়ে আসত। আবার খেলা চলাকালীন বাউন্ডারি লাইনে ফিল্ডিংও দিয়েছে। দাদাদের সঙ্গে দৌড়েছে। ওই ছোট্ট মেয়েটি আজ ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অন্যতম সদস্য রিচা ঘোষ। তাঁর ছোটবেলার প্রশিক্ষক গোপাল সাহা বলছিলেন, ‘বাবা ক্রিকেটার হওয়ায় বাড়িতে খেলাধুলোর চর্চা ছিলই। রিচাও খুব অল্প বয়সেই ব্যাট, বল হাতে তুলে নিয়েছিল।’

শুরুর দিকে ব্যাটার-বোলার হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে চেয়েছিল রিচা। একদিন বাঘা যতীনের একটি প্রীতি ম্যাচে উইকেটরক্ষক না মেলায় রিচাকে উদ্দেশ্য করে গোপাল বলেছিলেন, ‘উইকেটের পিছনে দাঁড়া, সব বল ধরবি।’ যথারীতি রিচাকে গ্লাভস পরিয়ে উইকেটের পিছনে দাঁড় করিয়ে দেন। কোচের ভরসার মর্যাদা রাখতে পেরেছিল সেদিনের ১০ বছরের রিচা। তারপর উইকেটের পিছনের জায়গাটাকে ভালোবেসে ফেলে মেয়েটি। স্মৃতিচারণায় গোপাল বলছিলেন, ‘অল্প বয়সেই উইকেট কিপিংয়ের পাশাপাশি ব্যাটটাও ভালো চালাত। উইকেটের পিছনে প্রথম দিন থেকেই বেশ সাবলীল দেখেছি। তাই অন্যদিকে না তাকিয়ে উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান হিসাবে অনুশীলন চালিয়ে যায়। তখন রিচাই বাঘা যতীনে একমাত্র মেয়ে। ফলে ছেলেদের বোলিং, ব্যাটিং সমানভাবে সামলেছে রিচা।’ বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ রিচাকে

> রিচাও খুব অল্প বয়সেই ব্যাট, বল হাতে তুলে নিয়েছিল।
>
> **গোপাল সাহা**
> *ছোটবেলার প্রশিক্ষক*

অনুশীলনে দিয়ে নিজের কাজে চলে যেতেন। সন্ধ্যায় নিজের ছোট্ট সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফিরত রিচা। ছোট্ট রিচা যাতে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছাতে পারে, তার জন্য পিছনে গোপালের নজর রাখা।

মেয়েদের শিলিগুড়ির জেলা দলে ২০১২-তে সুযোগ পায় রিচা। দ্বিতীয় বছরেই জলপাইগুড়ির বিরুদ্ধে অপরাজিত ৮৩ এবং কোচবিহারের বিরুদ্ধে অপরাজিত ৮৭ রান। যা তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় বলেই প্রশিক্ষক গোপাল মনে করেন। তিনি বলছিলেন, ‘এই পারফরমেন্স বাংলা দলে সুযোগ করে দেয়। তবে, বয়স অনেক কম হওয়ায় রিচাকে সেভাবে বাংলা দলের প্রথম একাদশে খেলানো হত না। কিন্তু এর মধ্যেই রিচা হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে একটা ম্যাচে মাঠে নামার সুযোগ পেয়ে ৪৮ রান করে। সে সময় টি২০ বিশ্বকাপ জাতীয় দলের মনোনয়ন চলছিল। রিচার ওই ৪৮ রানই তাকে টি২০ বিশ্বকাপ দলে জায়গা করে দেয়। সেখান থেকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।’

মাঠে নেমেই রিচার লম্বা লম্বা শট মারা নিয়ে কম চর্চা নেই। ছোটবেলার কোচ হেসে বললেন, ‘ও তো ছোট থেকেই ছেলেদের সঙ্গে অনুশালীন করেছে। ছেলেরা জোরে বল করে। ওই বল ছোট থেকেই সাবলীলভাবে ব্যাটে সামলেছে রিচা। যা ওকে বড় শট খেলার ক্ষেত্রে মানসিকভাবে তৈরি করেছে। এখন আর অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ডের বোলারদের বল দেখেও ভয় পায় না।’ তাঁর বক্তব্য, ফাইনালে টসে জিতে দক্ষিণ আফ্রিকার ফিল্ডিং নেওয়া, ৬ নম্বরে রিচার পরিবর্তে আমনজোৎ নামায় তিনি অবাক হয়েছেন। ৬ নম্বরে রিচা নামলে ভারতীয় স্কোর ৩৩০ হত, মনে করেন রিচার ক্রিকেটীয় হাতেখড়ি দেওয়া গোপাল।

সোমবার শিলিগুড়ির সুভাষপল্লিতে রিচার পাড়ায় মিষ্টি বিতরণ। ছবি : সূত্রধর

রাতের উচ্ছ্বাস দিনে শেষ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩ নভেম্বর : ঠিক যেন প্রদীপের নীচেই অন্ধকার।

বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ছয় হাঁকানো থেকে শুরু করে সবচেয়ে বেশি স্ট্রাইক রেট। রিচা ঘোষকে নিয়ে গোটা ক্রিকেট দুনিয়াজুড়ে আলোচনা চলছে। অথচ সোমবার তাঁর নিজের শহর শিলিগুড়িই তাঁকে নিয়ে দিনভর নিষ্প্রভ থাকল। ঘরের মেয়েকে সম্মান জানিয়ে কোথাও পোস্টার বা ব্যানারের দেখা মিলল না। ওয়ার্ড কাউন্সিলারের উদ্যোগে সুভাষপল্লিতে রিচার বাড়ির সামনে একটি ফ্লেক্স লাগানো হয়েছিল ঠিকই, তবে সেটাই যে বিশ্বকাপজয়ী দলের প্রথম বাঙালির বাড়ি, সেটা কয়জনই বা জানতে পারলেন।

রবিবার রাতে ভারতীয় মহিলা টিম বিশ্বকাপ জয়ের পর ভেনাস মোড় আনন্দে ভেসেছিল। সেখানে বাসিন্দাদের একাংশ রিচার নামে জয়ধ্বনি তুলেছিলেন। আর এদিন পুরোপুরি অন্য ছবি। জয়ের আনন্দ উদযাপন বলতে এদিন মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের উদ্যোগে কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে কেক কাটার অনুষ্ঠান। আর সন্ধ্যায় ছিল রিচার বাড়ির সামনে মিষ্টিমুখের উদ্যোগ।

কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে কেক কেটে জয়ের উদযাপন খেলোয়াড়দের।

ওয়ার্ড কাউন্সিলার মৌসুমি হাজরা সহ এলাকার কয়েকজন একে অপরকে মিষ্টিমুখ করালেন। সন্ধ্যায় তারপরই বাড়ির সামনেটা অন্ধকারে ডুবে গেল। বাড়ির আশপাশে থাকা ধোসা-চাউমিনের দোকানে ‘রিচাকে চেনেন’ বলে প্রশ্ন করা হলে পালটা উত্তর এল, ‘রিচা? কে?’

সকালের ছবি। সবিতা রায় শিলিগুড়ি কলেজে ঢুকছিলেন। মহিলা দলের ক্রিকেট বিশ্বজয় কেমন লাগল বলে প্রশ্ন করায় সবিতার উত্তর, ‘ফেসবুকে দেখলাম মহিলা টিম বিশ্বকাপ জিতেছে। তবে খেলার ব্যাপারে কিছু জানতাম না।’ রিচার বিষয়ে প্রশ্ন করতেই ওই তরুণী আরও ব্যাকফুটে, কোনওমতে বললেন ‘শহরের মেয়ে ক্রিকেট খেলেছে। তাহলে তো ভালো কথা। বেশ ভালো লাগল।’ শহরবাসী মাধবী দাসকে যখন রিচার বাড়ি দেখানো হল, অস্ফুটে বললেন, ‘এটি যে কোনও মহিলা ক্রিকেটারের বাড়ি সেটা তো জানা ছিল না।’

এ তো গেল ব্যক্তিগত বিষয়, কোনও প্রতিষ্ঠানকেও কিন্তু এদিন রিচার জন্য উদযাপনে মাঠে নামতে দেখা যায়নি। অথচ এই শহরই হুজুগে কার্তিকপুজোয় মাতে! সেখানে এমন অদ্ভুত উদাসীনতায় অনেকেরই মন খারাপ। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রাক্তন মহিলা ডিস্ট্রিক্ট টিম ম্যানেজার সৌম্যদীপ রায় খুব হতাশ। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই হতাশা উগরে তাঁর পোস্ট, ‘এটাই বাস্তব যে আমাদের শহরের প্রত্যেকে এখনও রিচাকে চিনি না, জানি না। বাংলায় মহিলা টিম গঠনে নদিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশ্বকাপ জয়ী মহিলা ক্রিকেট টিমে যদি শিলিগুড়ির জায়গায় নদিয়ার কোনও মেয়ে থাকত, তাহলে নিশ্চিতভাবে শহর সেজে উঠত।’

রিচার মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে ফেরার কথা। তবে তা আপাতত পিছিয়ে যাচ্ছে বলে তাঁর বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, ‘মঙ্গলবার দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠান রয়েছে। তারপর সূচি দেখে আমরা শিলিগুড়িতে ফিরব।’ আরও বললেন, ‘রিচা এখন সবার বাড়ির মেয়ে। সবাই আমরা একসঙ্গে আনন্দ করব।’

কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন কি পূর্ণ হবে? বিশ্বকাপ জয়ের পরদিনই ঘরের মেয়েকে নিয়ে শহর যেখানে এতটাই নিষ্প্রভ সেখানে ঘরের মেয়ের ঘরে ফেরার সময় কী হবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

রত্না, শিঞ্জিনীরা স্বপ্নের ঘোরে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৩ নভেম্বর : শাহরুখ খানের ‘চক দে ইন্ডিয়া’ থেকে আমির খানের ‘দঙ্গল’, বারবার প্রমাণিত-পিছিয়ে নেই মেয়েরা। রবিবার টিভির পর্দায় ঘরের মেয়ে রিচা ঘোষকে দেখে আর পিছিয়ে থাকতে নারাজ পূজা থেকে পুনম। ওদের স্বপ্নে এখন, ‘আমরাও রিচা হতে চাই’।

হ্যাঁ, ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ী প্রথম বাঙালি রিচার পথেই আগামীর পথ হাঁটতে চাইছে শিলিগুড়ির মহিলা ক্রিকেটাররা। বিশ্বকাপের ফাইনালে দলকে টেনে নিয়ে যেতে একের পর এক অনবদ্য ইনিংস খেলেছেন রিচা। কিন্তু তেমন উচ্ছ্বাস দেখা যায়নি শহরে। কিন্তু রবিবার ফাইনালে তাঁর ঈর্ষণীয় পারফরমেন্স দেখার পর, ২৪ ঘণ্টা পরেও ঘোর কাটছে না শিলিগুড়ির। সর্বত্রই শুধু রিচা এবং রিচা। ২৪ ঘণ্টা পরও ঘোরে রত্না, প্রিয়াংকা, শিঞ্জিনী, অরুণা। এই ঘোরের মধ্যেই রিচাকেন্দ্রিক ভবিষ্যতের ভাবনা ওরা শুরু করে দিয়েছে।

‘আমাদের মেয়েরা ছেলেদের থেকে কম নাকি’, দঙ্গল-এ বলেছিলেন আমির খান। ২২ গজের লড়াইয়ে তিনিও যে কম নন, রবিবার নতুন করে দেখিয়ে দিয়েছেন সুভাষপল্লির রিচা। তাঁর ইনিংস দিয়েই রিচা এখন অনুপ্রেরণা শহর শিলিগুড়ি তো বটেই, অনেক শহরের। শিলিগুড়ি নেতাজি গার্লস হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী রত্না বর্মন ইতিমধ্যেই সিএবি-র মহিলা দলে খেলার পাশাপাশি বেঙ্গল প্রো টি-২০ লিগে খেলছে। সোমবার রত্না বলল, ‘রিচাদির খেলার স্টাইল বরাবরই আমার খুব ভালো লাগে। বিশ্বকাপে রিচাদিকে দেখে ভাবছিলাম নিজে কবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার সুযোগ পাব। আরও অনেক অনুশীলন করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।’ রাজ্য স্তরে বহু বছর ধরেই খেলছেন ভক্তিনগরের পূজা অধিকারী। স্কুল স্তরের বিভিন্ন টুর্নামেন্টের পাশাপাশি সিএবি পরিচালিত ফাস্ট ডিভিশনে খেলেও ক্রিকেটপ্রেমীদের নজর কেড়েছেন পূজা। তাঁরও লক্ষ্য জাতীয় মহিলা দলে খেলার। রিচার সঙ্গে একাধিক প্রতিযোগিতায় খেলা পূজা বলছেন, ‘শিলিগুড়িতে থেকেও যে ভালো অনুশীলন ও একাগ্রতার মাধ্যমে ভারতীয় দলে জায়গা করে নেওয়া যায়, রিচা আমাদের তা শিখিয়েছে। বহুবার রিচার সঙ্গে খেলেছি। তাই বিশ্বকাপে ওকে দেখে আনন্দ যেন আরও দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে।’ দশ বছর ধরে সিএবি-তে খেলছেন শিলিগুড়ির গুরুং বস্তির পুনম সোনি। ফার্স্ট ডিভিশনে খেলা মঙ্গলবার বিসিসিআই আয়োজিত সিনিয়ার মহিলা টি-২০ জোনাল ম্যাচে খেলবেন শাস্ত্রীনগরের প্রিয়াংকা কুর্মি। ওই ম্যাচের আগে ভারতের মেয়েদের বিশ্বজয় এবং রিচার পারফরমেন্স তাঁর কাছে অনুপ্রেরণা।

রিচা শুধু পুনম বা অরুণার অনুপ্রেরণা নন, তিনি উদ্বুদ্ধ করেছেন পুনমেরও অনুপ্রেরণা রিচা। পুনমের কথায়, ‘প্রথমদিকে উত্তরবঙ্গ থেকে মহিলা ক্রিকেটারদের সেভাবে দেখা যেত না। কিন্তু ভালো করে খেলে যে বিশ্ব মঞ্চে পৌঁছানো যায়, সে স্বপ্ন আমাদের রিচা দেখিয়েছে। ওর খেলার স্টাইল শেখার জন্য আমি সব ম্যাচ দেখে থাকি। বিশ্বকাপের পুরো ইনিংসে রিচা যেভাবে খেলেছে সত্যিই অনুপ্রেরণার।’ অভিভাবকদেরও। তাঁরাও চাইছেন, মেয়ের হাতে ব্যাট-বল তুলে দিতে। ক্রীড়াপ্রেমী হিসেবে পরিচিতি রয়েছে হায়দরপাড়া বুদ্ধভারতী স্কুলের শিক্ষিকা অন্তরা দাসের। তিনি বললেন, ‘বিশ্বকাপের মঞ্চে শিলিগুড়ির মেয়ে। অত্যন্ত গর্বের বিষয়। রিচাকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও অনেক মেয়ে ক্রিকেটে এগিয়ে আসবে, এমন আশা রাখছি।’

কথায় কথায়

বিশ্বকাপে রিচাদিকে দেখে ভাবছিলাম কবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার সুযোগ পাব। আরও অনেক অনুশীলন করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।
- রত্না বর্মন নেতাজি গার্লস হাইস্কুল

শিলিগুড়িতে থেকেও যে ভালো অনুশীলন ও একাগ্রতার মাধ্যমে ভারতীয় দলে জায়গা করে নেওয়া যায়, রিচা আমাদের তা শিখিয়েছে।
- পূজা অধিকারী খেলোয়াড়, ভক্তিনগর

ভালো করে খেলে যে বিশ্ব মঞ্চে পৌঁছানো যায়, সে স্বপ্ন আমাদের রিচা দেখিয়েছে। বিশ্বকাপের পুরো ইনিংসে রিচা যেভাবে খেলেছে সত্যিই অনুপ্রেরণার।
- পুনম সোনি খেলোয়াড়, গুরুংবস্তি

বিশ্বকাপের মঞ্চে শিলিগুড়ির মেয়ে। অত্যন্ত গর্বের বিষয়। রিচাকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও অনেক মেয়ে ক্রিকেটে এগিয়ে আসবে, এমন আশা রাখছি।
-অন্তরা দাস শিক্ষিকা, হায়দরপাড়া বুদ্ধভারতী স্কুল

আবর্জনা ফেলায় থানায় অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ৩ নভেম্বর : শহরে পরিত্যক্ত জমিতে আবর্জনা ফেলতে আসা গাড়ির বিরুদ্ধে প্রশাসনের তরফে ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে বলেন, ‘কিছু মানুষ নিজেদের কারখানা, গোডাউন থেকে নির্গত আবর্জনা, গাড়ি বা টোটোয় করে এনে শহরের যত্রতত্র ফেলে দিয়ে যাচ্ছেন। আমরা এদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছি। প্রয়োজনে এফআইআরও করা হচ্ছে।’

অনেকেই রাতের অন্ধকারে ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের তারাচাঁদ মাঠে আবর্জনা ফেলে যান। অভিযোগ, আগে আশপাশের কিছু ফ্ল্যাটের বাসিন্দা সেখানে আবর্জনা ফেলতেন। কিন্তু বর্তমানে সেখানে দিনের আলোতেও আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। টোটো কিংবা গাড়িতে চড়ে আবর্জনা ফেলতে আসছেন কিছু ব্যক্তি।

পৃথক বৈঠক

ইসলামপুর, ৩ নভেম্বর : সোমবার ইসলামপুর ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে বিএলও এবং বিএলএ-দের নিয়ে দুটি পৃথক বৈঠক হয়। বিডিও অফিসের কনফারেন্স হলে বিএলও-দের নিয়ে এই বৈঠকে ছিলেন মহকুমা শাসক অঙ্কিতা আগরওয়াল। বিএলও-দের গাইডলাইন সংক্রান্ত তথ্য এদিন বৈঠকে সরবরাহ করা হয়েছে। অন্যদিকে, সূর্য সেন মঞ্চে বিএলএ-দের নিয়ে বৈঠক করেন ইসলামপুরের বিডিও পিনাকী দেবনাথ।

বেহাল রাস্তা

ইসলামপুর, ৩ নভেম্বর : ইসলামপুর শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কিষান মান্ডি হয়ে রাজ্য সড়কে ওঠার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এলাকার বাসিন্দা রবি মজুমদার বলেন, ‘মাসের পর মাস রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে।’ ওয়ার্ড কাউন্সিলার অর্পিতা দত্ত বলছেন, ‘সমস্যার ব্যাপারে জানি। পুর বোর্ডের বৈঠকে বিষয়টি তোলা হয়েছিল। আশা করি, দ্রুত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।’

বিবেকানন্দ প্রাথমিকে স্মার্ট ক্লাসরুম চালু

শিলিগুড়ি, ৩ নভেম্বর : পুরনিগমের আর্থিক সহযোগিতায় নতুন স্মার্ট ক্লাসরুম পেল বিবেকানন্দ বিদ্যালয় ১ নম্বর জিএসএফপি স্কুল। সোমবার নবনির্মিত ওই স্মার্ট ক্লাসরুমের উদ্বোধন করেন মেয়র গৌতম দেব। পড়ুয়াদের স্মার্ট ক্লাসঘরে পড়াশোনা করানোর চেষ্টা বহুদিন ধরেই করছিল স্কুল কর্তৃপক্ষ। ডিজিটাল লার্নিংয়ের আনন্দ যাতে পড়ুয়ারা নিতে পারে সেজন্য পুরনিগমের কাছে স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে আবেদন করা হয়। স্কুলের আবেদনে সাড়া দিয়ে এই ক্লাসের সূচনা করায় খুশি শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী থেকে অভিভাবকরা। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুশীল ঘোষ বলেন, ‘পড়ুয়ারা স্মার্ট ক্লাসে আনন্দ পাবে। পাশাপাশি স্কুলে আসার প্রতি আগ্রহ আরও বাড়বে। অভিভাবকরা যখন দেখবেন স্কুলে বেসরকারি স্কুলের মতো স্মার্ট ক্লাসরুম রয়েছে তা দেখে তাঁদের সরকারি স্কুলে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করানোর প্রতি আগ্রহ বাড়বে।’

বর্তমানে এই স্কুলে প্রাকপ্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত দুশো পড়ুয়া রয়েছে। এদিন পড়ুয়াদের স্মার্ট ক্লাসরুমে কয়েকটি শিক্ষামূলক ভিডিও দেখানো হয়। স্কুলের শিক্ষক অভিষেক সরকার বলেন, “কোভিডের পর থেকে স্কুলের পড়ুয়া সংখ্যা অনেকটাই কমে গিয়েছিল। পড়াশোনাকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য পুরনিগমের কাছে আমি টিচার ইনচার্জ থাকাকালীন এই আবেদন জানিয়েছিলাম। শনিবার ‘আনন্দ পরিসর’-এ পড়ুয়ারা এই ক্লাসরুমে আনন্দ করতে পারবে।”

স্কুলে স্মার্ট ক্লাসের উদ্বোধন করছেন মেয়র গৌতম দেব।

স্কুলের মধ্যে পুরনিগমের ভ্যাট নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

শিলিগুড়ি, ৩ নভেম্বর : স্কুলে ঢুকেই চোখে পড়বে পুরনিগমের একাধিক ভ্যাট। সরকারি স্কুল প্রাঙ্গণে এভাবে ভ্যাট রাখা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করছেন অভিভাবকরা। ছবিটি পুরনিগমের ২৯ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত ২ নম্বর শিশু বিদ্যালয়ের। যদিও কর্তৃপক্ষের সাফাই, আগে স্কুলের সামনে ফাঁকা জায়গা থাকায় সেখানে এই ভ্যাট রাখা হত। কিন্তু কিছুদিন আগে সেই জায়গায় মিড-ডে মিলের ডাইনিং হল তৈরি হওয়ায় এখন ভ্যাট স্কুল প্রাঙ্গণে রাখা হচ্ছে। যদিও প্রশ্ন উঠেছে, এভাবে স্কুলের ভেতরে কি ভ্যাট রাখা যায়?

সরকারি স্কুলগুলোর পরিকাঠামো নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠছে। বর্তমানে ২ নম্বর শিশু বিদ্যালয়ে ৪২ জন পড়ুয়া ও পাঁচজন শিক্ষক রয়েছেন। প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়। ক্লাসরুম ও শিক্ষক পর্যাপ্ত রয়েছে। শহরের একটি প্রাথমিক স্কুলের প্রাঙ্গণকে কেন এমন কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা চন্দ্রিমা শূর চৌধুরী বলেন, ‘ভ্যাটগুলো ধুয়ে তারপর স্কুল প্রাঙ্গণে রাখা হয়, সেজন্য তা থেকে দুর্গন্ধ ছড়ায় না। আগে ডাইনিং হলের জায়গায় এই ভ্যাট রাখা হত। তবে আমি কাউন্সিলারকে জানিয়েছি স্কুলে প্রাঙ্গণে যাতে এভাবে তিন-চারটে ভ্যাট না রাখা হয়।’

এনিয়ে কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তীর মন্তব্য, ‘মিড-ডে মিলের উচ্ছিষ্ট ফেলার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ আমাদের কাছে ভ্যাট চেয়েছিল। তবে এতগুলো ভ্যাট সেখানে থাকার কথা না। স্কুলের সামনে কালীপুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। উদ্যোক্তারা আমাদের কাছে যে ভ্যাট চেয়েছিল সেটাই হয়তো স্কুল প্রাঙ্গণে রাখা রয়েছে। আমি বিষয়টি দেখে ব্যবস্থা নেব।’

সাফাইকর্মীদের দাবি নিয়ে ঝাঁটা হাতে বিধায়ক

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৩ নভেম্বর : ঝাঁটা হাতে শিলিগুড়ি পুরনিগমের সামনের রাস্তা পরিষ্কার করছেন বিজেপি বিধায়ক এবং কাউন্সিলাররা। ঝাঁটা দেওয়ায় চারিদিকে ধুলোর ঝড়। পুরনিগমের সামনের রাস্তার দু'দিকে গাড়ির লম্বা লাইন। কেউ কেউ টোটো থেকে মুখ বের করে বলছেন ‘জয় শ্রী রাম’। কেউ আবার বাইকে যেতে যেতে বলছেন ‘সপ্তাহের প্রথম দিন এসব নাটক না করলেই হয়।’ বিজেপি বিধায়ক এবং কাউন্সিলারদের এই প্রতীকী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল শিলিগুড়ি পুরনিগমের সাফাইকর্মীদের বেতন বৃদ্ধি। আর এই আন্দোলন করতে গিয়ে সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলার এবং মেয়রের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। শাসকদলের কাউন্সিলার এবং মেয়র গৌতম দেবের আয়ের উৎস নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের অভিযোগ, তৃণমূল কাউন্সিলারদের সম্পত্তি বাড়লেও শহরের সাফাইকর্মীদের মাইনে বাড়ছে না। প্রতিবছর ১০ শতাংশ হারে মাইনে বাড়ানোর কথা থাকলেও মাত্র তিন শতাংশ হারে মাইনে বাড়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ শংকরের। বিধায়কের বক্তব্য, ‘সাফাইকর্মীদের মাইনে বাড়ানো হচ্ছে না। এদিকে, মেয়র সাহেব ছটঘাটে গিয়ে ঝাড়ু দিয়ে স্টান্টের রাজনীতি করছেন। তৃণমূল কাউন্সিলারদের সম্পত্তি বাড়ছে। মেয়র সাহেব এত জায়গায় সামগ্রী বিলি করছেন, সেগুলির আয়ের উৎস কী?’ এই ব্যাপারে মেয়র বলেন, ‘সাফাইকর্মীদের জন্যে আমরা কী করেছি সেটা বাস্তবে দেখলে বোঝা যাবে। ওঁরা তো বোর্ডে ছিল তখন তো কিছুই করেনি। শংকরের কোনও কথার আমি জবাব দিতে চাই না। সাফাইকর্মীদের মাইনে বৃদ্ধি করার কথা বলতে আবার ঝাঁটা হাতে আসতে হয় নাকি।’

সোমবার রাস্তায় ঝাঁটা হাতে বিধায়ক সহ বিজেপি কর্মীরা। - সঞ্জীব সূত্রধর

শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে যাঁরা চুক্তিভিত্তিক সাফাইয়ের কাজ করছেন তাঁদের দিনপ্রতি হাজিরা ৩৪৯ টাকা। ১৫ বছরের কম সময় যাঁরা রয়েছেন তাঁদের হাজিরা ৩৪৪ টাকা এবং ম্যান্ডেজের সাফাইকর্মীদের ৩৩৭ টাকা হাজিরা। শিলিগুড়ির বিধায়কের দাবি, তিনি পুর বোর্ডে থাকাকালীন সিদ্ধান্ত হয়েছিল প্রতি বছর ১০ শতাংশ করে সাফাইকর্মীদের মাইনে বাড়ানো হবে। কিন্তু আদতে ৩ শতাংশ মাইনে বাড়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁর। যদিও বিধায়কের সমস্ত দাবিকে অসত্য দাবি বলেছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের পদাধিকারীরা। শংকর যখন পুরনিগমে মেয়র পারিষদ পদে ছিলেন তখন নির্মল সাথীরা মাত্র ৪৫০০ টাকা প্রতি মাসে বেতন পেতেন। বর্তমানে তাঁদের মাইনে ৬ হাজার টাকারও বেশি বলে দাবি করেছেন পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে। পাশাপাশি যাঁরা অস্থায়ী সাফাইকর্মী তাঁদের মাত্র ৬ হাজার টাকা দেওয়া হত। তৃণমূল বোর্ড আসার পর সেটা বাড়িয়ে ৯ হাজার ৯০ টাকা করা হয়েছে। এই জন্যেই সাফাইকর্মীরা বাম বোর্ডে থাকাকালীন আন্দোলন করলেও বর্তমান বোর্ডের সময় কোনও আন্দোলন করেননি বলে দাবি মানিকের। পালটা শংকরের দাবি, সাফাইকর্মীদের ভয় পাইয়ে রাখা হয়েছে। যে কারণে তাঁরা এখন আন্দোলন করতে পারেন না। তাই তিনি সাফাইকর্মীদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। মানিক বলেন, ‘বিধায়কের এখন দরদ উপচে পড়ছে। উনি যখন বোর্ডে ছিলেন তখন তো সাফাইকর্মীদের জন্যে কিছু ভাবতে পারতেন। তাহলে তো ওঁদের মাইনে আজ আরও বেশি হত।’

‘দুর্ঘটনা নয়, খুন’, হিমন্তর মন্তব্যে বিতর্ক

গুয়াহাটি, ৩ নভেম্বর : গায়ক জুবিন গর্গের মৃত্যু নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করে বিতর্ক উসকে দিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। সোমবার তিনি দাবি করেছেন, গায়ক জুবিন গর্গের মৃত্যু কোনও দুর্ঘটনা নয়, বরং ‘খুন’। তিনি বলেন, ‘আমি আজ আর এটাকে ‘দুর্ঘটনা’ বলে মানব না। জুবিনের হত্যার চার্জশিট ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে দাখিলের নির্দেশ দিয়েছি।’

৫২ বছর বয়সি এই জনপ্রিয় শিল্পী ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে মারা যান, যেখানে তিনি নর্থ-ইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভালে অংশ নিতে গিয়েছিলেন। ওইদিনই ইয়টে ঘুরতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং পরে হাসপাতালে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। অসম পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) ইতিমধ্যে একটি খুন, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ও অবহেলাজনিত মৃত্যুর মামলা দায়ের করেছে। পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন গর্গের ম্যানেজার, উৎসব আয়োজক ও এক আত্মীয়। যদিও সিঙ্গাপুর পুলিশ জানায়, প্রাথমিক তদন্তে ‘অস্বাভাবিক কিছু পাওয়া যায়নি’ এবং তাদের তদন্ত এখনও চলেছে।

অনিলের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর : নানা আর্থিক সংকটে জর্জরিত শিল্পপতি অনিল আম্বানির জন্য আরও বড় বিপদ। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) তাঁর রিলায়েন্স গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত ৩,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। অর্থ পাচার সংক্রান্ত তদন্তের ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে।

ইডি সূত্রের খবর, প্রবীণ শিল্পপতি আম্বানির মুম্বইয়ের পালি হিলের বাড়ি এবং দেশের প্রধান শহরগুলিতে ছড়িয়ে থাকা ৪০টিরও বেশি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মোট বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির মূল্য প্রায় ৩,০৮৪ কোটি টাকা। রিলায়েন্স হোম ফিন্যান্স লিমিটেড এবং রিলায়েন্স কমার্শিয়াল ফিন্যান্স লিমিটেড-এর মাধ্যমে তোলা ‘পাবলিক ফান্ড’-এর অপব্যবহার এবং তছরুপের অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে এই ব্যবস্থা।

‘ভুয়ো’ বিজ্ঞানী

মুম্বই, ৩ নভেম্বর : ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারের (বার্ক) বিজ্ঞানী সেজে কোটি কোটি টাকা বিদেশি অনুদান নেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন ৬০ বছরের আখতার হুসেনি। ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরের

বাসিন্দা হুসেনিকে গত মাসে মুম্বই পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাঁর কাছ থেকে পরমাণু অস্ত্র সংক্রান্ত নকশা, মানচিত্র, ভুয়ো পাসপোর্ট, আধার, প্যান ও ভুয়ো পরিচয়পত্র উদ্ধার হয়েছে। আখতার ও তাঁর ভাই আদিল ১৯৯৫ সাল থেকে বিদেশি তহবিল পাচ্ছিলেন—প্রথমে লাখে, পরে কোটিতে। সন্দেহ করা হচ্ছে, এই অর্থ গোপন পেরমাণু তথ্যের বিনিময়ে দেওয়া হয়েছিল। তদন্তে তাঁদের পাকিস্তান সফর ও আইএসআই-যোগেরও ইঙ্গিত মিলেছে।

আদালতে ধাক্কা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর : সন্দেশখালি কাণ্ডে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান সোমবার সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা খেলেন। জামিন চেয়ে সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হলেও তাঁর সেই আবেদন খারিজ করে দেয় বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহর বেঞ্চ।

বেপরোয়া গতির বলি ২৪

কং নেতার মন্তব্যে তুলকালাম তেলেঙ্গানায়

হায়দরাবাদ, ৩ নভেম্বর : তেলেঙ্গানার রঙ্গারেড্ডি জেলায় সোমবার সকালে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। দ্রুতগতিতে আসা বালিবোঝাই একটি লরি সরাসরি যাত্রীবাহী একটি বাসে ধাক্কা মারলে এই বিপর্যয় ঘটে। বাসটি ছিল তেলেঙ্গানা স্টেট রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের।

পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল জানিয়েছে, মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে চেবেল্লার কাছে। বাসে থাকা ৭০ জনেরও বেশি যাত্রীর মধ্যে অনেকে গুরুতর আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পরেই স্থানীয় মানুষজন এবং উদ্ধারকারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। আহতদের তড়িঘড়ি হায়দরাবাদের বিভিন্ন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, তন্দুর থেকে আসা বাসটি চেবেল্লার দিকে যাচ্ছিল। মির্জাগুড়ার কাছে বিপরীত দিক থেকে আসা বালিবোঝাই লরিটি বাসে সজোরে ধাক্কা মারলে তার অভিঘাতে লরির বালি-পাথর বাসের ভিতর প্রথম সারির আসনগুলির যাত্রীদের ওপর আছড়ে পড়ে। বালি চাপা পড়ে বেশ কিছু মানুষ মারা যান।

দুর্ঘটনায় দুমড়েমুচড়ে যাওয়া বাসের ছবি এবং ভিডিওতে ঘটনাস্থলের ভয়াবহতা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, রাস্তার ওপর ছিটকে পড়া বালি-পাথরের স্তূপের মাঝে পড়ে আছে কাটা একটি হাত।

রাজেন্দ্রনগরের ডিসিপি যোগেশ গৌতম বলেন, ‘লরিটি ঠিক লেনে ছিল যখন দুর্ঘটনাটি ঘটে। এটা ওভারটেক করতে গিয়ে ঘটল নাকি ভুল দিকে ড্রাইভ করছিল, তা

খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’ বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানোয় জড়িতদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

এই ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স-এ লিখেছেন, ‘তেলেঙ্গানার রঙ্গারেড্ডি জেলায় দুর্ঘটনায় এত মানুষের মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে ব্যথিত। শোকার্ত পরিবারগুলির প্রতি আমার সমবেদনা রইল। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।’

তিনি বলেন, মৃতদের নিকটাত্মীয়দের প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা করে এবং আহতদের ৫০,০০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া

> মহিলাদের বিনা ভাড়ায় যাত্রা প্রকল্পের কারণেই বাসে মহিলা যাত্রীর সংখ্যা বেশি ছিল। সেইজন্যই এতগুলি প্রাণ চলে গেল।
>
> **ভি হনুমন্তরাও**
> *কংগ্রেস নেতা*

হবে। একইসঙ্গে তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডিও মৃতদের পরিবারবর্গ এবং আহতদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। রাজ্য সরকারের তরফে মৃতদের প্রত্যেকের পরিবারকে এককালীন ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে পথ দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে কংগ্রেস নেতা ভি হনুমন্তরাওয়ের আলটপকা মন্তব্যে নতুন বিতর্ক ছড়িয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ হিসাবে তিনি দায়ী করেন রাজ্য সরকারের পরিবহণ নীতিকে। তাঁর দাবি, ‘মহিলাদের বিনা ভাড়ায় যাত্রা প্রকল্পের কারণেই বাসে মহিলা যাত্রীর সংখ্যা বেশি ছিল। সেইজন্যই এতগুলি প্রাণ চলে গেল।’ কংগ্রেস নেতার এমন মন্তব্যে নিন্দার ঝড় উঠেছে। হনুমন্তরাওয়ের মন্তব্যকে ‘অসংবেদনশীল ও লজ্জাজনক’ বলে তুলোধোনা করেন বিরোধীরা।

দেড়শোবার পৃথিবী ধ্বংস করতে পারি!

পরমাণু অস্ত্র নিয়ে বিস্ফোরক ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৩ নভেম্বর : ১৯৯২ সালের পর ফের পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে আমেরিকা। এর ফলে বিশ্ব জুড়ে নতুন করে পরমাণু অস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার আশঙ্কা দেখা গিয়েছে। এই পরিস্থিতির জন্য অবশ্য সহযোগী থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী সবার দিকে আঙুল তুলেছেন ট্রাম্প। তাঁর দাবি, কিছু রাষ্ট্র গোপনে পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষানিরীক্ষা করছে। সেই কারণে আমেরিকাও এই অস্ত্র পরীক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছে। আমেরিকার কাছে যে পরিমাণ পরমাণু অস্ত্র রয়েছে, তা দিয়ে পৃথিবীকে দেড়শো বার ধ্বংস করা যাবে বলে প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, ‘আমাদের কাছে বিশ্বকে ১৫০ বার উড়িয়ে দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত পরমাণু অস্ত্র আছে। রাশিয়ার কাছে প্রচুর পরমাণু অস্ত্র রয়েছে। চিনও তাদের ভাঁড়ার সমৃদ্ধ করছে।’

পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষায় জড়িত দেশের তালিকাও প্রকাশ করেছেন ট্রাম্প। সেখানে রাশিয়া, চিন, উত্তর কোরিয়ার মতো প্রতিদ্বন্দ্বীদের পাশাপাশি নাম রয়েছে আমেরিকার বন্ধু দেশ পাকিস্তানের। তিনি বলেন, ‘রাশিয়া, চিন, উত্তর কোরিয়া এবং পাকিস্তান সহ বেশ কয়েকটি দেশ পরমাণু পরীক্ষা চালাচ্ছে। আমেরিকাও এটা করতে পারে। রাশিয়া ও চিন পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা করছে। কিন্তু ওরা এটা নিয়ে কথা বলে না। আমরা একটা মুক্ত সমাজ ব্যবস্থার অংশ। তাই এ ব্যাপারে খোলাখুলি কথা বলি।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা পরীক্ষার দিকে এগোচ্ছি। কারণ, অন্যরাও সেটা করছে।’ চিন অবশ্য ট্রাম্পের দাবি খারিজ করে দিয়েছে। সেদেশের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মাও নিং বলেন, ‘দায়িত্বশীল পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে চিন সবসময় শান্তিপূর্ণ উন্নয়নের পথে অবিচল থেকেছে। পারমাণবিক অস্ত্রের প্রথম ব্যবহার না করার নীতি অনুসরণ করেছে। আত্মরক্ষামূলক পারমাণবিক কৌশল বজায় রেখেছে এবং পারমাণবিক পরীক্ষা স্থগিত রাখার প্রতিশ্রুতি মেনে চলেছে।’ তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিন কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি পাকিস্তান সরকার।

রাশিয়ার পরমাণু যুদ্ধাস্ত্রবাহী ক্ষেপণাস্ত্র এবং টর্পেডো পরীক্ষা নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘আমাদের দেখতে হবে ওরা আদতে কী করছে? রাশিয়া পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার কথা স্বীকার করে নিয়েছে। উত্তর কোরিয়া ক্রমাগত পরীক্ষা করে চলেছে। আমরা একমাত্র দেশ যারা পরীক্ষা করছি না।’ ট্রাম্পের হিসাবে, বর্তমানে সবচেয়ে বেশি পরমাণু অস্ত্র রয়েছে আমেরিকার কাছে। দ্বিতীয় স্থানে রাশিয়া। অনেক পিছনে চিন। কিন্তু চিন যেভাবে পরমাণু অস্ত্র তৈরি করছে, তাতে তারা আগামী ৫ বছরের মধ্যে রাশিয়ার সমকক্ষ হয়ে উঠবে।

বিএনপি প্রার্থী খালেদা, তারেক

ঢাকা, ৩ নভেম্বর : অবশেষে ভোট ময়দানে নামল বিএনপি। সোমবার দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর থেকেই নির্বাচনের দাবি জানিয়ে আসছিল বিএনপি। ইউনূস সরকারের ১৩ মাস পর দলটি নির্বাচনে অংশগ্রহণের কথা জানাল। এদিন ঘোষিত তালিকায় ৩০০টি সংসদীয় আসনের মধ্যে ২৩৭টির প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করেছে বিএনপি। বাকি আসনগুলি শরিক দলগুলির জন্য রাখা হয়েছে বলে জানান আলমগির। বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বগুড়া ৭ ও দিনাজপুর ৩ আসনে। আর দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বগুড়া ৬ আসন থেকে লড়বেন।

পর্ন নিষেধের আর্জি শুনল না সুপ্রিম কোর্ট

নজরে নেপাল

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর : পর্নোগ্রাফি নিষিদ্ধ করার আবেদন শুনতে আপাতত রাজি নয় সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের বেঞ্চ বলেছে, ‘নেপালে নিষেধাজ্ঞা জারির পর কী ঘটেছিল, মনে নেই!’ আদালতের স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল সে দেশে তরুণ প্রজন্মের বিক্ষোভ ও হিংসার দিকে। তবে আদালত জানিয়েছে, চার সপ্তাহ পর মামলাটি আবার শোনা হবে।

আবেদনকারী কেন্দ্রকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন, যাতে অপ্রাপ্তবয়স্কদের পর্নোগ্রাফি দেখা আটকাতে জাতীয় নীতি ও কর্মপরিকল্পনা তৈরি হয়। তাঁর বক্তব্য, ‘ডিজিটাল যুগে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সবার হাতের নাগালে পর্নসাইট। স্কুলশিক্ষার্থীরাও কোভিডের সময় মোবাইল ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই।’

আবেদনকারীর দাবি, ভারতে ২০ কোটিরও বেশি পর্ন ক্লিপ সহজলভ্য। যদিও তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৯(এ) ধারায় সরকার চাইলে এই সাইটগুলি বন্ধ করতে পারে। আদালত জানিয়েছে, ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণে সাবধানতা প্রয়োজন, কারণ অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা উলটো প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে।

নথি জাল, কমিশনে অভিযোগ শমীকদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর : অভিযোগ, রাজ্যে ভোটার তালিকা শুদ্ধিকরণের নামে বেআইনি নথি ইস্যু, কারচুপি ও রাজনৈতিক প্রভাব চলছে। এই অনিয়ম রুখতেই কমিশনের জরুরি হস্তক্ষেপ চেয়ে সোমবার স্মারকলিপি জমা দিয়েছে বিজেপি। মঙ্গলবার কলকাতায় সিইও দপ্তরে স্মারকলিপি দেবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনের কাছে একটি বিস্তৃত অভিযোগ সহ স্মারকলিপি জমা দিল বিজেপির প্রতিনিধিদল। প্রতিনিধিদলে ছিলেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, লোকসভার সাংসদ ও পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন সমন্বয়ক বিপ্লব দেব, বিজেপির জাতীয় আইটি প্রধান ও পশ্চিমবঙ্গের সহ-প্রভারী অমিত মালব্য, বিজেপির নির্বাচন কমিশন সমন্বয় প্রধান ওম পাঠক। বনগাঁর সাংসদ শান্তনু ঠাকুর দিল্লিতে না গিয়ে এদিন কলকাতায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে চলে আসেন। বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর শান্তনু জানতে পারেন বিজেপির প্রতিনিধিদল কলকাতায় নয়, দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনে গিয়েছে।

বিজেপির দাবি, রাজ্য সরকারের ‘দুয়ারে সরকার’ সহ একাধিক প্রকল্পের আড়ালে গত কয়েক বছর ধরে ব্যাকডেটেড ও জাল নথি বিপুল পরিমাণে ইস্যু হয়েছে। এই নথির এক বড় অংশই ভুয়ো নাগরিকত্ব ও ভুয়ো বসবাসের প্রমাণ তৈরিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে এসআইআরের মূল উদ্দেশ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

কমিশনের কাছে বিজেপির আর্জি, দুয়ারে সরকার বা অনুরূপ প্রকল্পে ইস্যু হওয়া শংসাপত্র বিশেষভাবে পরীক্ষা করা হোক, আদালতে বিচারাধীন নথি যেন গ্রাহ্য না করা হয়। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘তৃণমূল জানে এসআইআর আটকাতে পারবে না। তাই গত ১৪ বছরের দুর্নীতি থেকে মানুষের নজর ঘোরাতে রাস্তায় নামছে।’

পরপর ট্রাকের ধাক্কায় মৃত ১০

জয়পুর, ৩ নভেম্বর : রাজস্থানের জয়পুরে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর জখমও হয়েছেন আরও অনেকে। রবিবার রাতে জয়পুর-দিল্লি জাতীয় সড়কে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, বেপরোয়া গতির একটি ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা অন্তত ১৭টি গাড়িতে ধাক্কা মারে। ডাম্পারের গতি এতটাই বেশি ছিল যে, ধাক্কার ফলে একাধিক গাড়ি দুমড়েমুচড়ে যায়।

দুর্ঘটনার পরই ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল। আহতদের দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মৃতদের মধ্যে ডাম্পার চালকও থাকতে পারেন বলে অনুমান করা হচ্ছে। যদিও তাঁকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। ‘ব্রেক ফেল’ করার কারণে চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ডাম্পারটিকে আটক করে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

‘দরবার স্থানান্তর’ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাকে পুষ্পস্তবক দিয়ে শুভেচ্ছা। সোমবার জম্মুতে।

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে হত ২০

কাবুল, ৩ নভেম্বর : জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তান। সোমবার স্থানীয় সময় রাত ১টা নাগাদ হওয়া ভূমিকম্পের জেরে অন্তত ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ৪০০। হতাহতের সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। গভীর রাতে ভূমিকম্প হওয়ায় বেশিরভাগ মানুষ বাড়িতে ছিলেন। অনেকে বাড়ির ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়েছেন। উদ্ধারকাজে নেমেছে তালিবান প্রশাসন। ক্ষয়ক্ষতির খবর বেশি এসেছে উত্তরের শহর মাজারে-ই-শরিফ থেকে। সেখানে বহু বাড়িঘর ভেঙে পড়েছে। ৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ভূমিকম্পের কেন্দ্র খুলম শহর থেকে ২২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে মাটির ২৮ কিলোমিটার গভীরে।

মার্কিন জিওলজিক্যাল সার্ভের রিপোর্ট অনুযায়ী, কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.৩। সম্প্রতি একের পর এক ভূমিকম্পে কেঁপেছে আফগানিস্তান। গত সপ্তাহেও সেখানে ৪.৩ মাত্রার কম্পন নথিভুক্ত হয়েছিল। ৩১ অগাস্ট আফগানিস্তানে ৬ মাত্রার ভূমিকম্পে প্রায় আড়াই হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন। ২০২৩-এর ৭ অক্টোবর ৬.৩ মাত্রার ভূমিকম্পে ৪ হাজারের বেশি প্রাণহানি ঘটেছিল আফগানিস্তানে।

উত্তর আফগানিস্তানে ধ্বংসস্তূপ সরাচ্ছেন বাসিন্দারা। সোমবার।

এরিকার জবাব

ওয়াশিংটন, ৩ নভেম্বর : মাসকয়েক আগে খুন হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত সমাজকর্মী চার্লি কার্ক। তারপর মিসিসিপি বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মঞ্চে তাঁর স্ত্রী এরিকা কার্ক যেভাবে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সকে জড়িয়ে ধরেছেন, তা নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। জেডি ভান্সের সঙ্গে তাঁর ভারতীয় স্ত্রী ঊষা ভান্সের বিচ্ছেদের জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে।

এবার তাঁকে কেন্দ্র করে বিতর্ক নিয়ে মুখ খুলেছেন এরিকা। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘আমার চলাফেরা, হাসি, কান্না, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করা হচ্ছে। বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের ওপর সর্বক্ষণ ক্যামেরা তাক করা রয়েছে। সব কিছুর ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে।’ তাঁর ওপর মিডিয়ার নজরদারি বন্ধ করতে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

‘ব্যস্ত’ পাক

ইসলামাবাদ, ৩ নভেম্বর : পূর্ব, পশ্চিম দুই সীমান্তেই পাকিস্তানকে ব্যস্ত রাখার কৌশল নিয়েছে ভারত। এমনটাই দাবি পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফের। সোমবার পাক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভারতের বিরুদ্ধে ফের ছায়াযুদ্ধ চালানোর অভিযোগ এনেছেন তিনি। খোয়াজা আসিফ বলেন, ‘সন্ত্রাসবাদে ভারতের জড়িত থাকার প্রমাণ আমাদের কাছে রয়েছে। কীভাবে ওরা দুটি ফ্রন্টে আমাদের ব্যস্ত রাখতে চায়, সে সম্পর্কেও তথ্য আছে।’

সোমবার পাক-আফগান সীমান্ত এলাকা থেকে তালিবান যোদ্ধাদের সঙ্গে পাক ফৌজের সংঘর্ষের একাধিক ঘটনা ঘটেছে। পাক-আফগান সংঘাতের জন্য ভারতের দিকে আঙুল তুলেছেন খোয়াজা আসিফ। পাক মন্ত্রীর বক্তব্য, ‘কাবুলে যাঁরাই ক্ষমতায় বসেন, তাঁরাই দিল্লির ছায়া হিসাবে কাজ করেন। আফগানিস্তান নিয়ন্ত্রিত হয় দিল্লি থেকে।’

ডাইনি সন্দেহে মা-কে খুন

রাঁচি, ৩ নভেম্বর : কুসংস্কারের কালো ছায়া যে এখনও কতটা গভীর, তা আরও একবার প্রমাণ হল এক মর্মান্তিক ঘটনায়। ডাইনি সন্দেহে নিজের বৃদ্ধা মাকে খুন করতে হাত কাঁপল না ছেলের। ঘটনাটি রাঁচির সিমদেগা জেলার। রাম টুডু নামে এক ব্যক্তি নৃশংসভাবে হত্যা করেছে নিজের ৭০ বছর বয়সি মাকে।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত রাম টুডুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রামের কিছু লোক নাকি তাকে বুঝিয়েছিল যে, তার অসুস্থতার জন্য মা-ই দায়ী, কারণ তিনি ডাইনিবিদ্যা চর্চা করেন। এই অন্ধবিশ্বাসে ভর করে রাম তার মাকে বাড়িতেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। পুলিশ আধিকারিক জানান, ‘প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, গ্রামের মানুষের প্ররোচনায় এবং কুসংস্কারের বশে রাম তার মাকে মেরেছে।’

সব দলের গঠনতন্ত্র প্রকাশের দাবিতে মামলা দায়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর : রাজনৈতিক দলগুলির কাজকর্মে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে দায়ের হওয়া এক জনস্বার্থ মামলায় সোমবার নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্র এবং আইন কমিশনকে নোটিশ জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট। বিষয়টি শুনানি হয় বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে। আদালত সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির কাছ থেকে জবাব চেয়ে পরবর্তী শুনানির জন্য মামলাটি তালিকাভুক্ত করেছে।

আবেদন দায়ের করেছেন আইনজীবী অশ্বিনীকুমার উপাধ্যায়। তাঁর দাবি, বর্তমানে দেশে অসংখ্য ‘ভুয়ো’ রাজনৈতিক দল ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে কালো টাকা সাদা করার, হাওয়ালা চক্রের মাধ্যমে বিপুল অর্থ লেনদেনের এবং অপরাধমূলক কাজে যুক্ত ব্যক্তিদের নেতৃত্বের আসনে বসানোর। তাঁর আর্জি, রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সংসদ এখনও কোনও আইন করেনি। তাই আইন না হওয়া পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট যেন প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা তৈরি করে।

মামলাকারীর দাবি, প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে তাদের গঠনতন্ত্র, নিয়ম ও বিধিবিধান অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের হোমপেজে প্রকাশ করতে হবে। নির্বাচন কমিশন নিশ্চিত করবে, দলগুলি জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ২৯এ ধারা অনুযায়ী নিজেদের সংবিধান ও নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলছে। সুপ্রিম কোর্ট বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে কেন্দ্র, নির্বাচন কমিশন ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির কাছ থেকে বিস্তারিত জবাব চেয়েছে।

বিমান দুর্ঘটনায় একমাত্র জীবিত বিশ্বাসকুমার ঘরবন্দি

‘বেঁচে যে আছি, বিশ্বাসই হয় না’

লন্ডন, ৩ নভেম্বর : চার দেওয়ার মধ্যে প্রতিটি দিনই বেরঙিন তাঁর। চার মাস পেরিয়ে গেলেও ভয়াবহ সেদিনের স্মৃতি এখনও তাড়া করে বেড়ায় তাঁকে। ১২ জুন আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনের গ্যাটউইকগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে ছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক বিশ্বাসকুমার রমেশ। ভয়ংকর দুর্ঘটনায় প্রাণে বেঁচে যান একমাত্র তিনিই। তবে আজও তাঁর মনে একটা দাগ রয়ে গিয়েছে।

সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে রমেশ বলেন, ‘আমিই যে একমাত্র বেঁচে আছি, এটা যেন বিশ্বাসই হয় না। এটা সত্যিই অলৌকিক।’ সেই বিমানে তাঁর সঙ্গে ছিলেন ভাই অজয়। রমেশের আসন ছিল ১১-এ, কয়েক সারি পিছনেই বসেছিলেন অজয়। দুর্ঘটনায় অজয়ের মৃত্যু রমেশের জীবনে গভীর শূন্যতা তৈরি করেছে। চোখের জল সামলে

তিনি বলেন, ‘ভাই আমার মেরুদণ্ড ছিল। সব সময় পাশে থাকত। এখন আমি পুরো একা। স্ত্রী বা ছেলের সঙ্গেও কথা বলি না।’

রমেশ জানান, দুর্ঘটনার পর তিনি যেমন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, তেমনই আঘাত পেয়েছে তাঁর পরিবারও। তাঁর কথায়, ‘মা প্রতিদিন দরজার বাইরে চুপচাপ বসে থাকেন, কারও সঙ্গে কথা বলেন না।’

দীর্ঘ ঘরবন্দি জীবন রমেশের পরিবারে আর্থিক অনিশ্চয়তাও ডেকে এনেছে। তবু কীভাবে সেই দুঃসহ দিনটি কাটিয়ে বেঁচে ফিরেছিলেন, তা আজও তাঁর কাছে রহস্য। দুর্ঘটনার পর তাঁকে হাঁটতে হাঁটতে অ্যাম্বুল্যান্সে উঠতে দেখা গিয়েছিল। পাঁচ দিন চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান তিনি। সেই দিনই ভাইয়ের নিথর দেহ তুলে দেওয়া হয় তাঁর হাতে। এরপর তিনি ব্রিটেনে ফিরলেও এখনও পারেননি স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে।

রাঘোপুরে নজর তেজস্বীর

পাটনা, ৩ নভেম্বর : দরজায় কড়া নাড়ছে বিহার বিধানসভা ভোট। সোমবার পাটনার মানারে এক জনসভায় বক্তব্য রাখেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। বিরোধী জোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী এবারও তাঁর পুরোনো কেন্দ্র রাঘোপুর থেকে প্রার্থী হয়েছেন। যাদবদের গড় বলে পরিচিত এই কেন্দ্রের দিকে বিশেষ নজর রয়েছে এনডিএ ও বিরোধী জোট দু’পক্ষেরই। রবিবার দিনভর রাঘোপুরে প্রচার করেন তেজস্বী। এই কেন্দ্রে প্রচারে এসেছেন তেজস্বীর মা তথা বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী ও তিন বোন মিশা ভারতী, রোহিণী আচার্য ও রাগিণী। রাঘোপুরের মতো ‘নিরাপদ’ আসনে আরজেডির ঝোড়ো প্রচার বিশেষজ্ঞদের নজর কাড়ছে। এই আসনে দলের যাদব মুখ সতীশকুমার যাদবকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। তাঁর হয়ে ময়দানে নেমেছে জেডিইউ ও এলজেপি (আরভি)। উদ্দেশ্য আরজেডির যাদব ভোটে থাবা বসানো।

রাঘোপুর যে লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত, সেই হাজিপুরের সাংসদ এলজেপি (আরভি) নেতা চিরাগ। বিজেপিকে চিরাগের সমর্থন আরজেডির ওপর চাপ বাড়িয়েছে। চঞ্চল কুমারকে ময়দানে নামিয়েছে প্রশান্ত কিশোরের জন সুরাজ। সব মিলিয়ে জমে উঠেছে রাঘোপুরের লড়াই।

দেশের আগে মেয়ের সাফল্য চাইনি

মানবেন্দ্র ঘোষ
(রিচা ঘোষের বাবা)

স্বপ্নপূরণ বলব না। কারণ, এই স্বপ্নটা দেখার সাহসই আমাদের হয়নি। গ্যালারিতে বসে ভারতের বিশ্বকাপ জয়ের সাক্ষী থাকব, যে দলের সদস্য আমাদের মেয়ে রিচা – ওদের ট্রফি জয়ের সেলিব্রেশন দেখতে দেখতেও গায়ে চিমটি কেটেছি। কি জানি, ভুল দেখছি না তো! রিচারাই ওদের পারফরমেন্সে আমাদের সব ভুল ভেঙে দিয়েছে। গতকাল রাতে যার চূড়ান্ত পরিণতি দেখেছি আমরা।

অনেকেই একটা কথা বলছে রিচা আরও একটু আগে ব্যাটিং করতে নামলে পঞ্চাশ পেয়ে যেত। হয়তো ফাইনালের নিরিখে সেটা দুর্দান্ত কৃতিত্ব হত। কিন্তু সত্যি বলছি, আমরা কখনও এই ভাবে বিষয়টিকে দেখিনি। কোনও দিন দেশের স্বার্থ ভুলে মেয়ের কৃতিত্ব চাইনি। সেমিফাইনালে জয় এনে দেওয়ার পর জেমিমাও (রডরিগেজ) একই কথা বলেছে, 'আমি পরে, আগে দেশ।' রিচা টপ অর্ডারে ব্যাট করে বড় রান করল, আর ভারত হেরে গেল। তাহলে এই অসাধারণ মুহূর্তগুলো কী আমরা পেতাম?

ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে গত রাতে আমরা সব পেয়েছির দেশে পৌঁছে গিয়েছিলাম। রিচার হাতে বিশ্বকাপ উঠতে দেখে ওর মা-দিদি তো ওই ভিড়ের মধ্যে মেয়ের নাম ধরে ডাকতে শুরু করে দিয়েছিল। কে ওদের বোঝাবে ওই তুমুল উচ্ছ্বাসে রিচার কানে ওদের ডাক পৌঁছাবে না! আবেগ অবশ্য আমাকেও গ্রাস করেছিল। যখন রিচা এক এক করে ওর টিমমেটদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল। ওদের প্রাণখোলা উচ্ছ্বাস আমাকেও নাড়িয়ে দিয়েছিল। স্টেডিয়ামে সেলিব্রেশন শেষ করে ওদের পিছু পিছু টিম হোটেলে পৌঁছে যাই। ভোররাত পর্যন্ত টিম হোটেলে ওরা উৎসব করেছে। যার টুকরো টাকরা হোটেলের করিডরে বসে থাকা আমাদের কাছেও পৌঁছে যাচ্ছিল। যার মাদকতা এতটাই ছিল ওদের টিম হোটেল থেকে মিনিট ১৫ দূরে থাকা আমাদের হোটেলে ফিরতে ভোর হয়ে যায়।

হোটেলে বসেই মনে পড়ছিল রিচাকে নিয়ে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের কোচিং ক্যাম্পে যাওয়ার দিনগুলির কথা। সেইসময় আমাদের দূরতম কল্পনাতেও ছিল না মেয়ে ভারতীয় দলের হয়ে খেলবে। ক্রিকেটের প্রতি ওর ভালোবাসা-আগ্রহ দেখেই উৎসাহ দিয়েছিলাম। সঙ্গে ফিটনেসটাও যাতে ঠিক থাকে সেজন্যই ক্রিকেটে দিয়েছিলাম ওকে। এরপর একটু একটু করে জেলার গণ্ডি ছাড়িয়ে যখন রাজ্য দলে রিচা পৌঁছাল বুঝলাম আমরা ভুল করিনি। আমাদের স্বপ্ন একটু একটু করে বড় হয়েছে। আসলে রিচাই আমাদের সাহস জুগিয়েছে।

বিশ্বজয়ের গর্জন শিলিগুড়ির রিচা ঘোষের।

ভাঙা আঙুলে ভেলকি রিচার

শিবশংকর পাল
(বাংলা সিনিয়ার দলের বোলিং কোচ)

২০১৯ সালে প্রথম রিচাকে দেখেছিলাম। আমি তখন বাংলার মহিলা দলের কোচ। প্রথম আলাপেই রিচাকে বাকিদের চেয়ে আলাদা বলে মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, এই মেয়েটার মধ্যে অদ্ভুত একটা জোশ রয়েছে। মনের জোরও সাংঘাতিক। সঙ্গে রয়েছে বিশ্বজয়ের মশলা।

গতরাতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে ভারতীয় মহিলা দলের ক্রিকেটাররা যখন উৎসবে মজে, তখন আমার মধ্যেও অদ্ভুত একটা আবেগ কাজ করছিল। মনে পড়ছিল অনেক কথা। আসলে ২০১৯ সাল থেকে ২০২৫, মাঝের সময়ে রিচা ক্রিকেটার হিসেবে যেমন এগিয়ে গিয়েছে, ঠিক তেমনই ও আমার মেয়ে হয়ে উঠেছে। বেলেঘাটায় আমার বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত রিচার। আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ওর দারুণ বন্ধুত্ব। একটা সময় সকালে বাংলা দলের সঙ্গে অনুশীলন শেষ করে আমার গাড়িতেই চলে যে দক্ষিণ কলকাতার পাটুলিতে আমার অ্যাকাডেমিতে। সামান্য সময় বিশ্রাম নিয়ে বিকেলের দিকে অ্যাকাডেমির ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে নেমে পড়ত।

রিচাকে নিয়ে আজ সারাদিন ধরে অনেকেই আমার কাছে নানা প্রশ্ন করেছেন। বাংলা বনাম ত্রিপুরার রনজি ট্রফি ম্যাচ চলার কারণে অনেকের প্রশ্নের জবাব দিতে পারিনি। রিচার ইউএসপি কী? এমন প্রশ্নও অনেকে করেছেন। স্পষ্ট বলছি, রিচার মধ্যে অদ্ভুত ভয়ডরহীন মানসিকতার পাশে বাইশ গজে ব্যাট হাতে বড় ছক্কা হাঁকানোর বিরল গুণ ছিলই। অনেকেই জানেন না, রিচা যখন ক্রিকেট শুরু করেছিল, ইনিংস ওপেন করত ও। সময়ের সঙ্গে আমিই ওকে পরামর্শ দিয়েছিলাম মিডল অর্ডারে খেলার। দেশের হয়ে বিশ্বকাপের আসরে মিডলঅর্ডারে ব্যাটিং করেই একের পর এক ছক্কা হাঁকিয়েছে ও। গতরাতে চাপের মুখেও দীপ্তি শর্মাকে নিয়ে ২৪ বলে ৩৪ রানের ইনিংস খেলে ভারতের স্কোর ২৯৮-এ পৌঁছে দিয়েছিল রিচাই।

আগে বলিনি, আজ একটা রহস্য ফাঁস করছি। সদ্য শেষ হওয়া বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ও ফাইনাল, শেষ দুই ম্যাচ ভাঙা আঙুল নিয়ে খেলেছে রিচা। নিউজিল্যান্ড ম্যাচে কিপিংয়ের সময় বাঁ হাতের আঙুলে চোট পেয়েছিল ও। পরে জানা যায়, আঙুল ভেঙেছে। সেই কারণে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে খেলেনি ও। সেমিফাইনাল ও ফাইনালে রিচার ব্যাটে ছক্কা দেখে ওর সতীর্থরাই মজা করে জানতে চেয়েছে, ভাঙা আঙুলে এমন ভেলকি কীভাবে সম্ভব হল। আজ বিকেলের পরে রিচার সঙ্গে যখন আমার কথা হচ্ছিল, একই কথা আমিও জিজ্ঞাসা করি। জবাবে ও বলে, স্যর আপনি তো জানেনই চ্যালেঞ্জ নিতে পছন্দ করি। আসলে বিশ্বজয়ের স্বাদটা প্রবলভাবে পেতে চেয়েছিল ও। রিচার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আরও একটি বিষয় অনুভব করলাম আজ। অদ্ভুত একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে ও। এমন ঘোরে ওকে থাকতে আগে দেখিনি।

আসলে বিশ্বজয়ের মঞ্চটাই এমন। আমি নিশ্চিত, রিচা এখানেই থামবে না। আরও সাফল্যের পথে এগিয়ে যাবে।

ফাইনালের সেরা শেফালি ভার্মার সঙ্গে বিশ্বকাপ হাতে রিচা ঘোষ।

কাঁদলেন মিতালি-ঝুলনও

'আমাদের স্বপ্নটা তোমরা পূরণ করলে...'

নভি মুম্বই, ৩ নভেম্বর : নাদিনে ডি ক্লার্কের শট হরমনপ্রীত কাউরের হাতে জমা পড়তেই রঙিন উৎসবের সূচনা। কপিল দেব, মহেন্দ্র সিং ধোনিদের রেকর্ড স্পর্শ করে বিশ্বজয়ী ভারতের মেয়েরাও। ত্রয়োদশ প্রচেষ্টায় প্রথমবার। বার দুয়েক শেষ ধাপে পৌঁছেও শেষরক্ষা হয়নি। অধরা মাধুরী অবশেষে ধরা দিল গতকাল।

হরমনপ্রীত, স্মৃতি মান্ধানা, দীপ্তি শর্মা, শেফালি ভার্মা, রিচা ঘোষদের হাত ধরে স্বপ্নপূরণ ঝুলন গোস্বামী, মিতালি রাজ, অঞ্জুম চোপড়াদের। ভিকট্রি ল্যাপে বিশ্বজয়ীদের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে ঝুলন-মিতালিরা আবেগে ভাসলেন। রিচাদের সঙ্গে কেঁদে ভাসলেন। বুকে টেনে নিলেন স্মৃতিদের। হরমনরা কাপ ঝুলনদের হাতে তুলে দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, এই জয় শুধু তাঁদের নয়, পূর্বসূরিদেরও।

অভিনন্দন বার্তায় ঝুলন বলেছেন, 'আগে দুইবার ফাইনালে উঠেছি আমরা। কিন্তু লাইনটা ক্রস করতে পারিনি। আজ ওরা পারল। অবশেষে জার্নিটা সম্পূর্ণ। ১৯৯৭ সালের কথা খুব মনে পড়ছে। বল গার্ল হিসেবে ইডেন গার্ডেন্সে বেলিন্ডা ক্লার্কের ভিকট্রি ল্যাপ দেখার পর স্বপ্ন দেখেছিলাম, দেশের হয়ে বিশ্বকাপ জিতব। হরমনের অসাধারণ এই দল আমার সেই স্বপ্নপূরণ করল। ওদের কৃতিত্বের কাছে কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়।'

ঝুলনের বিশ্বাস, এই বিশ্বজয় ভারতের মহিলা ক্রিকেটকে নতুন দিশা দেবে। পর্দার আড়ালে থাকা টিম ম্যানেজমেন্ট, কোচদের কথাও ঝুলনের মুখে। মহিলা ক্রিকেটের কিংবদন্তি পেসারের মতে, টিম তৈরি এবং সাফল্যের জন্য দলকে উদ্বুদ্ধ করা কোচ অমল মুজুমদারের যে ভাবনার প্রতিফলন বিশ্বকাপে। হরমনপ্রীত, স্মৃতি ও অমল-ত্রয়ীর স্পর্শ বদলে দিয়েছে দলের মানসিকতা।

হরমন ব্রিগেডের ভিকট্রি ল্যাপে পা মেলানো প্রাক্তন অধিনায়ক মিতালির গলাতেও ঝুলনের সুর। বলেছেন, 'আমি দুই দশক ধরে এই স্বপ্নটা দেখেছিলাম। ভারতীয় মহিলা দল বিশ্বকাপ ট্রফি তুলে ধরবে। অবশেষে আজ রাতে সেই স্বপ্ন সত্যি। ২০০৫-এর ফাইনালে হৃদয় ভাঙা থেকে ২০১৭ সালের কাপ যুদ্ধে লড়াই-আজ সেই ক্ষতে প্রলেপ।'

প্রাক্তন অধিনায়ক অঞ্জুম বলেছেন, 'বিশ্বকাপ জয় সোনালি ভবিষ্যতের সূচনা মাত্র। আগামীকাল প্রথম সূর্যোদয় আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে দেবে। অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের মতো দলগুলিকে হারানোর স্পর্ধা জোগাবে। বিশ্বসেরা। সেই চোখে দেখবে বাকি দলগুলি।' মহিলা ক্রিকেট মহল, এই জয়ে উদ্বেলিত আসমুদ্র হিমাচল। শচীন তেন্ডুলকার, গৌতম গম্ভীর, সূর্যকুমার যাদবরাও যার বাইরে নন।

শচীন তেন্ডুলকার

১৯৮৩ গোটা প্রজন্মকে বড় স্বপ্ন দেখা এবং তা পূরণের রসদ জুগিয়েছিল। এদিনের জয় গোটা দেশে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত করবে। বিশ্বাস জোগাবে, পরিশ্রম করলে তোমরাও পারবে।

সুনীল গাভাসকার

হরমনপ্রীতের হাতে ট্রফি! ভারতীয় ক্রিকেটের আরও এক স্মরণীয় মুহূর্ত। লিগপর্বে টানা তিন ম্যাচ হারের পর ঘুরে দাঁড়ানো। অসাধারণ। ঐতিহাসিক জয়। দেশের মহিলা ক্রিকেটকে বদলে দেবে। গোটা দেশ, ক্রিকেটমহল তোমাদের জন্য গর্বিত।

বিরাট কোহলি

মেয়েরা আজ ইতিহাস তৈরি করল। এত বছরের হাড়ভাঙা পরিশ্রম বাস্তবের রূপ নেওয়ার দিনে একজন ভারতবাসী হিসেবে এর চেয়ে গর্বের আর কিছু নেই। ইতিহাস তৈরির জন্য হরমনপ্রীত কাউর ও তার দলকে অভিনন্দন।

গৌতম গম্ভীর

তোমরা শুধু ইতিহাস তৈরি করোনি, তোমরা একটা পরম্পরা তৈরি করলে, যা আগামী প্রজন্মকে চিরকাল উদ্বুদ্ধ করবে।

সূর্যকুমার যাদব

ঐতিহাসিক মুহূর্ত। আবেগ, অধ্যবসায়, সাফল্যের বিশ্বাস-গোটা বিশ্বকে দেখিয়ে দিল আমাদের 'উইমেন ইন ব্লু'। অভিনন্দন।

নীরজ চোপড়া

প্রথমবার মহিলা বিশ্বকাপ জয়। অভিনন্দন ভারতীয় মহিলা দলকে।

অনিল কুম্বলে

শৃঙ্খলা, ভয়ডরহীন মানসিকতা এবং একতা।

বীরেন্দ্র শেহবাগ

চ্যাম্পিয়ন! প্রতিটি চার, প্রতিটি উইকেট, তোমাদের আবেগ গোটা দেশের হৃদয় জিতে নিয়েছে। বিশ্বসেরা মেয়েদের জন্য আমরা গর্বিত। হরমন এবং ওর দল, আগামী প্রজন্মকে নতুন বার্তা দিল, জিতনে কা, লড়নে কা, চমকনে কা।

যুবরাজ সিং

নতুন যুগের সূচনা। তোমাদের দৃঢ়তা, মরিয়া প্রচেষ্টা, দক্ষতাকে কুর্নিশ। দল হিসেবে যে স্পিরিট দেখিয়েছ তোমরা, তা কোনওদিন ভোলা যাবে না।

দুর্দান্ত ফিনিশ। চাপের মধ্যে নিজেদের সেরাটা দেওয়া, এই জয় তারই প্রতিফলন। কৃতিত্ব প্রাপ্য দক্ষিণ আফ্রিকারও। ওরাও দারুণ লড়ল।

কাল মোদির সঙ্গে সাক্ষাতে বিশ্বজয়ীরা

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর : মহিলাদের ওডিআই বিশ্বজয়ের আবেগে বিভোর গোটা দেশ।

প্রথমবার মহিলাদের বিশ্বকাপ জেতার পর শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবার বুধবার বিশ্বজয়ী ভারতের মেয়েরা সাক্ষাৎ করবেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। সোমবার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে বিসিসিআইয়ের কাছে আমন্ত্রণ চলে গিয়েছে।

বিশ্বকাপ জেতার পর রিচারা মুম্বইতে রয়ে গিয়েছেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নয়াদিল্লিতে পা রাখবেন তাঁরা। পরেরদিন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন হরমনপ্রীত কাউররা। এদিকে বিশ্বকাপ জেতার পর বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে ভারতীয় দলকে ৫১ কোটি টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। এই পুরস্কারমূল্য খেলোয়াড়, কোচ, সাপোর্ট স্টাফ ও নির্বাচকদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে।

মুঠোয় বিশ্বকাপ। নাদিনে ডি ক্লার্কের ক্যাচ ধরে উচ্ছ্বসিত হরমনপ্রীত কাউর।

খারাপ সময়ে বাবা প্রেরণা জোগাতেন শেফালিকে

রোহতক, ৩ নভেম্বর : 'ঈশ্বর আমাকে এখানে ভালো কিছু করার জন্য পাঠিয়েছেন।'

বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে যোগ দেওয়ার পর সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথাটাই বলেছিলেন শেফালি ভার্মা। অবশ্য বলবেন নাই বা কেন? গত একবছর জাতীয় দলের বাইরে তিনি। বিশ্বকাপের রিজার্ভ দলেও ঠাঁই হয়নি। বিশ্বকাপ চলাকালীন তিনি ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় খেলছিলেন এবং আর পাঁচটা ভারতীয়র মতোই টিভির পর্দায় চোখ রেখে সতীর্থদের সমর্থন করছিলেন।

কিন্তু কার ভাগ্যে কী আছে সেটা খোদ ঈশ্বরই জানেন। তাই বোধহয় সেমিফাইনালের আগে ছন্দে থাকা ওপেনার প্রতীকা রাওয়াল চোট পেলেন আর তাঁর পরিবর্তে সরাসরি বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল খেলার সুযোগ এসে যায় শেফালির সামনে। তারপর বাকিটা ইতিহাস। একটা সময় হরিয়ানার রোহতকের যে মেয়েটির ক্রিকেট খেলা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন গ্রামের মুখিয়ারা, সেই শেফালির 'মিডাস টাচ' ভারতকে এনে দিয়েছে বহু আরাধ্য মহিলাদের একদিনের ক্রিকেটে বিশ্বজয়ের শিরোপা।

ফাইনালে ব্যাট হাতে ৮৭ ও বল হাতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নিয়ে আসমুদ্র হিমাচলের নয়নমণি এখন শেফালি ভার্মা। অথচ জাতীয় দলের বাইরে থাকার সময় হতাশায় ডুবেছিলেন তিনি। সেই বাবা সঞ্জীব ভামাই মেয়েকে ক্রমাগত অনুপ্রাণিত করতেন। এই প্রসঙ্গে ফাইনালের পর এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেছেন, 'গত একবছর একদিনের দলে ডাক না পাওয়ায় শেফালি হতাশ হয়ে পড়েছিল। সেইসময় ওকে ক্রমাগত অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেছি। বারবার মনে করিয়েছি, তুমি সেই শেফালি যে ২০২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে দেশকে নিয়ে গিয়েছে। তুমি সেই শেফালি, যে ডাবল সেঞ্চুরি করেছে।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'ম্যাচের পর হরমনপ্রীত কাউরকে আমি ধন্যবাদ জানিয়েছি। ও ওইসময় ঝুঁকি নিয়েই শেফালিকে বল করতে পাঠিয়েছিল। সেইসঙ্গে ঈশ্বরও আমাদের প্রার্থনা শুনেছিলেন।'

এদিকে, স্বয়ং হরমনপ্রীতের অবশ্য প্রথমে শেফালিকে দিয়ে বোলিং করানোর পরিকল্পনা ছিল না। ম্যাচের পর এই নিয়ে হরমন বলেছেন, 'ওইসময় লরা উলভারডট ও সুনে লুস দুর্দান্ত ব্যাটিং করছিল। তখন শেফালিকে দেখে মনে হয়েছিল আজ ওর দিন। বোলিং করার কথা বলতেই ও তৈরি হয়ে যায়। আসলে সবসময় বোলিং করার জন্য মুখিয়েছিল শেফালি। এটাই ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট। শেফালিকে দলে যোগ দেওয়ার সময় বলেছিলাম, প্রয়োজনে দুই-তিন ওভার বল করতে হবে। ও পালটা আমাকে বলেছিল, ১০ ওভার বল করতে আমি তৈরি। এই আত্মবিশ্বাস শেফালির সম্পদ।'

দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক উলভারডটও স্বীকার করে নিয়েছেন শেফালিকে খেলার জন্য তৈরি ছিলেন না তাঁরা। ম্যাচের পর প্রোটিয়া অধিনায়ক বলেছেন, 'আমরা আশা করিনি, ফাইনালে শেফালি বল করতে আসবে। ওকে নিয়ে কোনও রকম প্রস্তুতি আমাদের ছিল না। ওইসময় শেফালি আমাদের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নিয়েছে।'

পুরুষদের পথেই মহিলা ক্রিকেট

ভারতের উত্থানে 'ভীত' প্রাক্তন ইংরেজ তারকা

লন্ডন, ৩ নভেম্বর : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতের পুরুষ দলের দাপট দীর্ঘদিনের। এবার কি সেই একই চিত্র দেখা যাবে মহিলাদের ক্রিকেটেও? নভি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপে ভারতের ঐতিহাসিক খেতাব জয় সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। দেশের এই সাফল্যে ক্রিকেট মহলে শুরু হয়েছে নতুন চর্চা। আর এই অপ্রত্যাশিত উত্থান দেখে রীতিমতো উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন বিশ্বকাপজয়ী মহিলা ক্রিকেটার অ্যালেক্স হার্টলি।

ইংল্যান্ডের প্রাক্তন স্পিনার হার্টলি মনে করেন, এই জয়ের পর ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল বিশ্বের এক 'অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে' পরিণত হতে পারে। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, ভারতের এই অগ্রগতি বাকি দলগুলোর জন্য আশঙ্কার কারণ। হার্টলি বিবিসি-কে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'ভারত মহিলা ক্রিকেটের এক বিশাল ক্ষমতাধর দলে পরিণত হতে পারে। তারা কতটা এগিয়ে যাবে, তা ভাবতেও ভয় লাগছে।' হার্টলির এই আশঙ্কার পেছনে মূল কারণ হল বিসিসিআইয়ের বিপুল অর্থ বিনিয়োগ এবং মহিলাদের ক্রিকেটে উন্নত দেশের অভ্যন্তরীণ খেলার ব্যবস্থা তৈরি করা। তিনি মনে করেন, এই জয়ের পর দেশের ভেতরে আরও অনেক বেশি আর্থিক সুযোগ তৈরি হবে। ফলে আরও অসংখ্য মেয়ে খেলাটিকে পেশা হিসেবে নিতে চাইবে।

> ভারতের ওপর বিশ্বকাপ জেতার বিপুল চাপ ছিল। কোটি কোটি মানুষ তাদের খেলা দেখে এবং একটা বিশাল প্রত্যাশা তৈরি হয়। তবে ভারত সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর পরই বোঝা গিয়েছিল, এবার ওদের আটকানো যাবে না। -অ্যালেক্স হার্টলি

তাঁর কথায়, 'খেলাটির উন্নতির জন্য যে পরিমাণ টাকা ঢালা হবে এবং দেশের ভেতরের খেলার ব্যবস্থা যত উন্নত হবে, তত বেশি মেয়ে জেমিমা রডরিগেজ, হরমনপ্রীত কাউর, স্মৃতি মান্ধানা, দীপ্তি শর্মার মতো হতে চাইবে। ভারতের এই বিশ্বকাপ জয়ের ফলে আরও বেশি সংখ্যক ছেলেমেয়ে ব্যাট হাতে ক্রিকেট খেলতে নামবে।'

২০১৭ সালে বিশ্বকাপজয়ী হার্টলির মতে, 'ভারতের ওপর বিশ্বকাপ জেতার বিপুল চাপ ছিল। কোটি কোটি মানুষ তাদের খেলা দেখে এবং একটা বিশাল প্রত্যাশা তৈরি হয়। তবে ভারত সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর পরই বোঝা গিয়েছিল, এবার ওদের আটকানো যাবে না।'

এই বিশ্বকাপ জয় প্রমাণ করল, ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল এখন বিশ্ব মঞ্চে এক অদম্য শক্তি। ক্রিকেটপ্রেমীরা এখন ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছেন। যখন ভারত পুরুষদের মতো মহিলাদের ক্রিকেটেও দীর্ঘকাল দাপট বজায় রাখবে।

শেষ ৪৫ রাত ঘুমাননি স্মৃতি

নভি মুম্বই, ৩ নভেম্বর : আবেগের বিস্ফোরণ।

২০১৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনালে স্বপ্নভঙ্গ। সেদিন হৃদয় ভাঙার যন্ত্রণায় মাঠেই অশ্রু ঝরেছিল স্মৃতি মান্ধানা, হরমনপ্রীত কাউরদের। এদিনও বিশ্বজয়ের পর স্মৃতির চোখের জল বাঁধ মানল না।

কোনওমতে আবেগ সামলে দাঁড়ালেন। ধরা গলা, চোখে জল নিয়েই স্মৃতি বলেছেন, 'জানি না এখন কী বলা উচিত। খেলার মাঠে আমি সাধারণত আবেগের জোয়াড়ে গা ভাসাই না। তবে এই মুহূর্তটা একেবারে অন্যরকম। নিজেকে সামলানো কঠিন।' মাঠে নিজে স্বপ্নভঙ্গের সাক্ষী থেকেছেন, তার আগে দেখেছেনও। সেই যন্ত্রণায় এবার বোধহয় প্রলেপ পড়ল। মান্ধানা বলেছেন, 'যতবার বিশ্বকাপ খেলেছি ততবারই হৃদয় ভেঙেছে। তবে জানতাম আমাদের কাঁধে বড় দায়িত্ব রয়েছে। শুধু চ্যাম্পিয়ন হওয়াই নয়, মহিলাদের ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার গুরুদায়িত্বও আমাদেরই কাঁধে।'

মান্ধানা আরও বলেছেন, বিশ্বজয়ের স্বপ্নে এতটাই বুঁদ ছিলেন, ঘুমোতে পারতেন না। তাঁর কথায়, 'সত্যি বলতে, গত কয়েক মাসে যে সমর্থন আমরা পেয়েছি তা অতুলনীয়। আজ বিশ্বকাপটা ছুঁতে পেরে আমি গত ৪৫টা না ঘুমানো রাত ভুলে যেতে পারি।' স্মৃতির সংযোজন, 'আগের বিশ্বকাপ আমাদের সকলের কাছে শিক্ষা ছিল। তার পর থেকে একটাই লক্ষ্য নিয়ে আমরা তৈরি হয়েছি, প্রতিটা বিভাগে আরও শক্তিশালী হতে হবে, আরও উন্নতি করতে হব। জোর দিয়েছি ফিটনেসে। সত্যি বলতে, এই দলে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ থেকেছি। সব সময় একে অপরকে সমর্থন করেছি। খারাপ-ভালো দুই সময়ই দেখেছি আমরা। একে অপরের সাফল্য উপভোগ করেছি। এবার প্রতিযোগিতাজুড়ে যে পরিবেশ তৈরি হয়েছিল সেটাই আমাদের আরও ভালো খেলতে উৎসাহ জুগিয়েছে।'

বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে হবু স্বামী পলাশ মুচ্ছলের সঙ্গে স্মৃতি মান্ধানা। এই ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে পলাশ লিখলেন, 'আমি কি এখনও স্বপ্ন দেখছি?'

বিশ্বসেরা হয়ে চ্যালেঞ্জ পুরুষতন্ত্রকে!

চেয়েছিলাম বেড়াটা ভাঙতে : হরমনপ্রীত

সোমবার সকালে সামাজিক মাধ্যমে হরমনপ্রীত কাউর এই ছবি পোস্ট করেছেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে বিশ্বকাপ ট্রফি পাশে নিয়ে বিছানায় শুয়ে রয়েছেন বিশ্বজয়ী অধিনায়ক। আর তাঁর টি-শার্টে 'আ জেন্টলম্যানস' কথাটি কেটে লেখা ক্রিকেট সবার খেলা।

নভি মুম্বই, ৩ নভেম্বর : ছবি কথা বলে!

পুরুষ-মহিলা বৈষম্য ভুলে এ যেন আসমুদ্রহিমাচলের স্বপ্নপূরণ। প্রথম বিশ্বজয়ের পরের সকালে সমাজমাধ্যমে ছবি পোস্ট করে সেই বার্তাই দিতে চাইলেন হরমনপ্রীত কাউর।

কথায় বলা হয় 'ক্রিকেট জেন্টলম্যানস গেম'। সোমবার সকালে হরমনপ্রীত যে ছবি পোস্ট করেছেন সেখানে দেখা যাচ্ছে, ট্রফি আগলে ঘুমিয়ে রয়েছেন বিশ্বজয়ী অধিনায়ক। তাঁর টি-শার্টের পিছনের লেখায় ক্রিকেটের পর 'জেন্টলম্যানস' শব্দটি কাটা। সেই জায়গায় লেখা 'এভরিওয়ানস' অর্থাৎ সবার খেলা। ক্রিকেট যে লিঙ্গবৈষম্যের অনেক উর্ধ্বে সেই বার্তাই দিতে চাইলেন হরমনপ্রীত।

জেমিমা রডরিগেজ, স্মৃতি মান্ধানাদের এই সাফল্য এখন ভারতবাসীর মুখে মুখে ঘুরছে। ভারতের প্রথম একদিনের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক হরমনপ্রীত জানালেন, সাফল্যের যাত্রা শুরু হল। তিনি বলেছেন, 'বেড়াটা ভাঙতে চেয়েছিলাম। তার জন্য এই জয়টা প্রয়োজন ছিল। এবার জেতাটা অভ্যাসে পরিণত করতে চাই। এটা শেষ নয়, সবে শুরু।'

একটা সময় হারের হ্যাটট্রিক করে বিশ্বকাপে অনেকটাই ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিল ভারত। সেখান থেকে রূপকথার ইতিহাস রচনা করলেন স্মৃতি মান্ধানা, শেফালি ভার্মারা। বিশ্বকাপ জয়ের পর আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেন না হরমনপ্রীতদের কোচ অমল মুজুমদারও। বলছিলেন, 'এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে। এই জয় দলের কৃতিত্ব। ওরা প্রাণপাত করেছে ট্রফিটা জেতার জন্য। আজ গোটা দেশ ওদের নিয়ে গর্বিত।' গর্বিত কোচ অমল আরও বলেছেন, 'দুই-একটা ম্যাচে খারাপ ফল হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। তারপরও আমরা দারুণভাবে ফিরে এসেছি। শেষ পর্যন্ত আমরাই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।' সেই রেশ ধরেই হরমনপ্রীত জুড়লেন, 'পরপর তিনটি ম্যাচে হারলেও আমরা আত্মবিশ্বাস হারাইনি। জানতাম, কিছু একটা ভালো হবে। সবাই পরিশ্রম করে গিয়েছি।' সেই নাছোড় মানসিকতাই যে বিশ্বকাপ এনে দিয়েছে ভারতকে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

কাশ্মীরে খেলতে এসে প্রতারণার শিকার গেইল

বিল না মিটিয়ে পালাল আয়োজকরা

শ্রীনগর, ৩ নভেম্বর : হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেডের বিশ্বজয়ে মেতে আসমুদ্র হিমাচল।

রবিবাসরীয় রাত থেকে আতশবাজির রোশনাইয়ে আলোকিত গোটা দেশ। এরমধ্যেই ন্যক্কারজনক ঘটনা ভারতীয় ক্রিকেটে। ভূস্বর্গ জম্মু ও কাশ্মীরে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলতে এসে প্রতারিত হলেন ক্রিস গেইল। খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিক না দিয়ে, হোটেলের বিল না মিটিয়ে পালিয়েছে লিগের আয়োজকরা!

২৩ অক্টোবর 'ইন্ডিয়ান হেভেন প্রিমিয়ার লিগ' শুরু হয়। ৮ নভেম্বর ফাইনাল হওয়ার কথা ছিল আট দলীয় লিগের। যদিও তার অনেক আগেই গত শনিবার (১ নভেম্বর) বেপাত্তা আয়োজক মোহালির 'যুব সোসাইটি' নামের সংস্থাটি। খেলোয়াড়রা পারিশ্রমিক না পাওয়ায় খেলতে বেঁকে বসে বলে খবর। তারপরই কাউকে না জানিয়েই শহর ছাড়ে আয়োজক সংস্থাটি।

৯ নভেম্বর পর্যন্ত হোটেলের সঙ্গে চুক্তি ছিল। যদিও কোনও বিলই আয়োজকরা মেটায়নি। ফলে হোটেলেই আটকে যান কাশ্মীরের লিগে খেলতে আসা গেইল, থিসারা পেরেরা, জেসি রাইডারের মতো আন্তর্জাতিক তারকা। খবর, নিজের উদ্যোগে গেইল ফিরে গেলেও অনেকেই বিপদে পড়েছেন। কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না।

স্থানীয় প্রশাসন বা জম্মু ও কাশ্মীর ক্রিকেট সংস্থা দায় নিতে রাজি নয়। তাদের সাফ কথা, নিয়ম মেনেই আবেদন করেছিল আয়োজকরা। তাই অনুমতি দেওয়া হয়। একই কারণে শ্রীনগরের বক্সি স্টেডিয়াম ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয় লিগের জন্য। ক্রিকেটাররা রবিবার স্টেডিয়ামে গিয়ে আয়োজকদের দেখতে পায়নি। তারপরই বিষয়টি সামনে আসে। অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ প্রশাসনের তরফে আয়োজকদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

বাংলার বিরুদ্ধে শতরানের পর হনুমা বিহারী। আগরতলায় সোমবার।

সঞ্জয়কে কোচ করতে চায় আইএফএ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ নভেম্বর : গতবারের মতো এবারেও সঞ্জয় সেনকেই সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার কোচের দায়িত্ব দিতে চায় আইএফএ। গতবছর তাঁর প্রশিক্ষণে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলা। সোমবার কোচেস কমিটির সভার পর নতুন করে সঞ্জয় সেনকে দায়িত্ব দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছে বঙ্গ ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা। এই মুহূর্তে সঞ্জয় কলকাতার বাইরে রয়েছেন। তিনি ফিরলে আলোচনায় বসবে আইএফএ। এই বছর কলকাতা লিগ শুরুর আগে সঞ্জয় সেনকে আবারও দায়িত্ব দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন স্বয়ং ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

চার ক্যাচ ফসকে চাপে বাংলা

বাংলা-৩৩৬ ত্রিপুরা-২৭৩/৭
(তৃতীয় দিনের শেষে)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ নভেম্বর : ব্যাট হাতে রান করতে ভুলে গিয়েছেন আগেই। এবার উইকেটের পিছনে কিপিংয়ের দায়িত্ব সামলাতে গিয়েও হিমসিম অবস্থা তাঁর!

সারাদিনে মোট চারটি ক্যাচ ফসকেছেন বাংলার অধিনায়ক অভিষেক পোড়েল। যার মধ্যে তিনটি ক্যাচ ত্রিপুরার তারকা ব্যাটার হনুমা বিহারীর (অপরাজিত ১২১)। তৃতীয় দিনের শেষে হনুমাই দুই দলের মধ্যে ফারাক গড়ে দিয়েছেন। আর বাংলাকে চাপে ফেলে দিয়েছেন অধিনায়ক অভিষেক। ত্রিপুরার বিরুদ্ধে চলতি ম্যাচে প্রথমবার দিয়েছেন তিনি। তৃতীয় দিনের শেষে ত্রিপুরার সংগ্রহ ২৭৩/৭। এখনও ৬৩ রান হাতে থাকলেও হনুমা যেভাবে বারবার জীবন পেয়ে উইকেটে জমে গিয়েছেন, তারপর তিন পয়েন্টের লক্ষ্যে ৬৩ রানটাও নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে না। সন্ধ্যার দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা একরাশ হতাশা নিয়ে বলছিলেন, 'ক্রিকেটে ক্যাচ মিস নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু ক্যাচ মিস রোগে পরিণত হলে কিছু বলার থাকে না। এখনও ৬৩ রান হাতে রয়েছে আমাদের। দেখা যাক কাল কী হয়।'

কাল ম্যাচের শেষ দিনের সকালে বাংলা ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রথম ইনিংসের লিড সহ তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করতে পারবে কিনা, কালই জানা যাবে। তার আগে অধিনায়ক অভিষেকের অকর্মন্যতায় রীতিমতো চাপে টিম বাংলা। আগরতলার বাইশ গজে পেসারদের জন্য সাহায্য রয়েছে খেলার শুরু থেকেই। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ৩৩৬ রানে প্রথম ইনিংস শেষ হওয়ার পর বাংলাকে ভরসা দিয়েছিলেন মহম্মদ সামির (৭০/০) ভাই কাইফ। তাঁর পেস ও সুইংয়ে খেই হারিয়ে একসময় ৫৩/৫ হয়ে গিয়েছিল ত্রিপুরা। তারপরই ম্যাচের দখল নেওয়ার কাজটা শুরু করে দেন হনুমা। সামির বলেই তাঁর জোড়া ক্যাচ ফসকেছেন বাংলা অধিনায়ক অভিষেক। স্বাভাবিকভাবেই ১৯ ওভার বল করে কোনও উইকেট না পেয়ে হতাশ সামিও। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'বৃষ্টির কারণে এমনিতেই খেলার অনেকটা সময় নষ্ট হয়েছে। তারপর আমরা বেশ কিছু ক্যাচ মিস করে ওদের সুবিধা করে দিয়েছি। মঙ্গলবার শেষ দিনের প্রথম সেশনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।'

হনুমার শতরান

বাংলার নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন চন্দননগরের অভিষেক। দায়িত্ব কি তাঁর ক্রিকেটীয় ফোকাস নষ্ট করে দিল?

প্রশ্ন উঠছে প্রবলভাবে। গতকালের ৩৩৬ স্কোরেই আজ তৃতীয় দিনের সকালে অলআউট হয়ে যায় বাংলা। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মহম্মদ কাইফ (৫৩/৪), শাহবাজ আহমেদ (৫৩/১) ও ঈশান পোড়েলের (৪৫/১) দাপটে প্রবল চাপে পড়ে গিয়েছিল ত্রিপুরা। একসময় ৫৩/৫ স্কোরে সরাসরি ম্যাচ হারের পরিস্থিতি হয়েছিল ত্রিপুরার। কঠিন সেই পরিস্থিতি থেকে দলের হাল ধরেন এবারই ত্রিপুরা দলে যোগ দেওয়া হনুমা। বিজয় শংকর (৩৪) ও মণিশংকর মুরা সিংকে (অপরাজিত ৪২) সঙ্গে নিয়ে ত্রিপুরাকে ভরসা দিয়ে বাংলাকে পালটা চাপে ফেলে

জিতেও উন্নতি চাইছেন ফ্লিক

বার্সেলোনা, ৩ নভেম্বর : জয়ের সরণিতে ফিরল এফসি বার্সেলোনা। লা লিগায় গত ম্যাচে রিয়াল মাদ্রিদের কাছে হারের পর রবিবার বার্সা ৩-১ গোলে হারাল এলচেকে। জয়ের সুবাদে ১১ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে বার্সা। শীর্ষে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্ট ৩০।

দলের জয়ে খুশি হলেও উন্নতির জায়গা দেখছেন কোচ হ্যান্সি ফ্লিক। ম্যাচের পর তাঁর মন্তব্য, 'আরও উন্নতির প্রয়োজন। এই জয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে। তবে এভাবেই খেলা চালিয়ে যেতে হবে।' জোড়া অ্যাসিস্ট করা ফের্মিন লোপেজকে নিয়ে ফ্লিক বলেছেন, 'সুযোগ তৈরি করা এবং গোল করা ক্ষেত্রে ওর জুড়ি নেই। মাঠে সবসময় সক্রিয় থাকে। তবে এখনও ওর সেরাটা দেওয়া বাকি।'

প্রতিপক্ষ এলচেরও প্রশংসা পাওয়া গেল ফ্লিকের কথায়, 'হাই প্রেসে ওরা আজ আমাদের কাজ কঠিন করে দিয়েছিল। এবং ওদের খেলা আমারও ভালো লেগেছে।'

মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বার্সেলোনার প্রতিপক্ষ ক্লাব ব্রাগা।

বার্সেলোনাকে এগিয়ে দেওয়ার পর লামিনে ইয়ামাল।

টি২০ সিরিজ ছেড়ে শেফিল্ড শিল্ডে হেডও

মেলবোর্ন, ৩ নভেম্বর : জোশ হ্যাজেলউডের পর ট্রাভিস হেড।

ভারতের বিরুদ্ধে চলতি টি২০ সিরিজ থেকে ছেড়ে দেওয়া হল বিস্ফোরক ওপেনিং ব্যাটারকে। অ্যাসেজের প্রস্তুতি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নিজেকে তৈরি রাখতে টি২০ সিরিজের বদলে লাল বলের শেফিল্ড শিল্ডে খেলবেন। আগামী সোমবার শুরু হচ্ছে শিল্ডের পরবর্তী রাউন্ডের ম্যাচ। দীর্ঘমেয়াদি যে ফরম্যাটে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে তাসমানিয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নামবেন হেড।

হ্যাজেলউড, মিচেল স্টার্ক, অ্যালেক্স ক্যারিরা ইতিমধ্যেই অ্যাসেজের জন্য গা ঘামানো শুরু করে দিয়েছেন। হেড এবার ক্যারিদের সঙ্গে যোগ দেবেন। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার যে সিদ্ধান্তের ফলে টি২০ সিরিজের বাকি দুই ম্যাচে হেডকে সামলানোর চাপ নেই ভারতীয় বোলারদের। সিরিজ বর্তমানে ১-১ ফলাফলে দাঁড়িয়ে। ক্যানবেরা ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ার পর মেলবোর্নে জয়ী অস্ট্রেলিয়া। হোবার্টে যার জবাব ভারতের তরফে। শেষ দুই ম্যাচে সিরিজের ফয়সালার হাতছানি। এমন অবস্থায় হেডের না থাকা কিছুটা হলেও অ্যাডভান্টেজ ভারতের জন্য।

অজি টিম সূত্রের খবর, বাকি দুই ম্যাচে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল প্রথম এগারোয় ঢুকতে চলেছেন। প্রথম দুই ম্যাচের দলে ছিলেন না। দলে থাকলেও তৃতীয় ম্যাচে ম্যাক্সওয়েল খেলেননি। মিচেল মার্শ জানান, ফিটনেসের দিক থেকে ম্যাচ খেলার জায়গায় প্রায় চলে এসেছে গ্লেন। তবে ঝুঁকি এড়াতেই তৃতীয় ম্যাচে খেলানো হয়নি। শেষ দুই দ্বৈরথে খেলতে অসুবিধা হবে না।

এদিকে, হেডের অনুপস্থিতিতে বৃহস্পতিবার চতুর্থ ম্যাচে নতুন ওপেনিং জুটি দেখা যাবে। ব্যাটিং কম্বিনেশন, ব্যাটিং অর্ডারেও রদবদল অবশ্যম্ভাবী। ম্যাক্সওয়েল মিডল অর্ডারে খেলবেন। সেক্ষেত্রে জোশ ইনগ্লিস, ম্যাথু শর্টের মধ্যে একজনকে অধিনায়ক মার্শের সঙ্গে ওপেনিংয়ে তুলে আনা হবে সম্ভবত।

বাকি দুই ম্যাচে অ্যাডাম জাম্পার খেলা নিয়েও সংশয়। সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর পাশে থাকতে সাময়িকভাবে ছুটি নিয়েছেন টি২০-তে অস্ট্রেলিয়ার সর্বাধিক উইকেটশিকারি। প্রাথমিকভাবে শেষ তিন ম্যাচে যোগ দেওয়ার কথা থাকলেও তৃতীয় ম্যাচে তা হয়নি। বৃহস্পতিবার চতুর্থ ম্যাচের জন্য জাম্পা দলের সঙ্গে যোগ দেবেন কি না, এখনও নিশ্চিত নয় অজি শিবির।

সেরাটা দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন জেমিমারা

নভি মুম্বই, ৩ নভেম্বর : 'রহেগা সবসে ওপর, হামারা তেরঙ্গা'

চার বছর তৈরি এই গানটি বিশ্বকাপ জিতলে গাওয়া হবে বলে ঠিক করেছিলেন হরমনপ্রীত কাউর, জেমিমা রডরিগেজরা। রবিবার স্বপ্নপূরণের রাতে ট্রফি নিয়ে শোনা গেল সেই গান। জেমিমার সঙ্গে গলা মেলালেন হরমনপ্রীত, স্মৃতি মান্ধানারা। আদর্শ দলগত সংহতির নিদর্শন।

দলগত সংহতিতেই এসেছে সাফল্য। ফাইনালের আগে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেই মাঠে নেমেছিলেন জেমিমারা। স্বপ্নপূরণের পর তাই মুম্বই কন্যার গলায় উঠে এল, দলের ঐক্যবদ্ধতার কথা। আবেগপূর্ণ গলায় জেমিমা বলছিলেন, 'আমরা জানতাম, ফাইনালে ২৯৯ রান তুলতে দক্ষিণ আফ্রিকা সক্ষম। তাই ড্রেসিংরুমে নিজেদের সমস্ত কিছু উজাড় করে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। জয়ের জন্য প্রতি মুহূর্তে লড়াই করার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম।'

একপর্যায়ে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক লরা উলভার্ডটের দুরন্ত ব্যাটিং বেশ চাপে ফেলে দিয়েছিল ভারতকে। কিন্তু প্রোটিয়া অধিনায়ক আউট হওয়ার পরেই জয়ের গন্ধ পেয়ে যান হরমনপ্রীতরা। বিশ্বজয়ের পরেও লরাকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিতে কার্পণ্য করেননি জেমিমা। তিনি বলেছেন, 'গোটা প্রতিযোগিতাজুড়ে লরা দক্ষিণ আফ্রিকা দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ফাইনালের ওর ইনিংসের প্রশংসা করতে হয়। লরা আউট হওয়ার পরেই আমরা বুঝতে পারি জয় থেকে বেশি দুরে নেই। এই আউটই ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট, যা আমাদের জয়ের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল।'

প্রতিযোগিতার সেরা হয়েছেন দীপ্তি শর্মা। নভি মুম্বইয়ে যখন ট্রফি হাতে তুলে নিচ্ছেন এই অলরাউন্ডার তখন তাঁর বাড়িতে অকাল দীপাবলি নেমে এসেছিল।

বিশ্বকাপ নিয়ে এক শয্যায় জেমিমা রডরিগেজ, স্মৃতি মান্ধানা, অরুন্ধতী রেড্ডি ও রাধা যাদব।

দীপ্তির বাবা ভগবান শর্মা বলেছেন, 'এই মুহূর্ত ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। আমরা দীপ্তির বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় রয়েছি। ও ফিরলে আরও জমকালো উদযাপন করব।'

একই অবস্থা হয় আমনজ্যোৎ কাউরের বাড়িতেও। তার বাড়ির সদস্যরাও অকাল দীপাবলিতে মেতে ওঠেন। এদিকে মেয়ের হাতে বিশ্বকাপ দেখে আবেগ সামলে রাখতে পারেননি রেণুকা সিং ঠাকুরের মা সুনীতা ঠাকুর। তিনি বলেছেন, 'আমার স্বামী কেহের সিং ঠাকুরের স্বপ্ন ছিল ছেলেমেয়েরা খেলাধুলোয় নাম করুক। তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু বাবার স্বপ্ন রেণুকা পূরণ করেছেন।'

আইডব্লিউএলের প্রথম পর্ব কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ নভেম্বর : দুই দফায় হতে চলেছে আইডব্লিউএল। যার মধ্যে ডিসেম্বরের প্রথম পর্ব হবে কলকাতায়। আইএসএল কী আই লিগ কবে হবে, সেই বিষয়ে এখনও পরিষ্কার কোনও চিত্র নেই। কিন্তু ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ হওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন।

ভারতের মহিলা দল এবারই এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করেছে। শুধু সিনিয়াররাই নয়, অনূর্ধ্ব-২০ ও ১৭ দলও খেলবে এশিয়ান কাপে। তাই শুরুতে আইডব্লিউএল হওয়া নিয়ে এক অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। কারণ ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগে খেলা ক্লাবগুলির একাধিক ফুটবলার জাতীয় দলে আছেন। ফলে তাঁদের বাদ দিয়ে খেলতে গেলে ক্লাব সমস্যায় পড়ত বলেই দুই পর্বে করার সিদ্ধান্ত। এদিন এআইএফএফ জানায়, প্রথম দফা ডিসেম্বরের ২০ থেকে ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় দফার ম্যাচগুলি হবে ২০ এপ্রিল থেকে ১০ মে অবধি। অর্থাৎ জানুয়ারির পর থেকেই এশিয়ান কাপের প্রস্তুতি শিবির শুরু করবেন ক্রিসপিন ছেত্রী।

গড়াপেটায় অভিযুক্ত ২ ক্লাব কর্তা গ্রেপ্তার

তোলপাড় কলকাতা ময়দান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ নভেম্বর : তোলপাড় ময়দান। গড়াপেটার ঘটনায় গ্রেপ্তার কলকাতার শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাব খিদিরপুর স্পোর্টিং ক্লাবের দুই কর্তা আকাশ দাস ও রাহুল সাহা।

কলকাতা ফুটবল লিগে গড়াপেটার অভিযোগ নতুন নয়। বেশ কয়েকবছর আগে এমনই এক ঘটনায় কোচ দীপক মণ্ডলকে শো-কজ করে বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থা আইএফএ। ফুটবলার সুরজ মণ্ডলকে নিবাসিত করা হয়। গত কয়েকবছরে ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে গড়াপেটা। সম্প্রতি প্রিমিয়ার ডিভিশনের দুই ক্লাবের নাম জড়িয়েছে। তারইমধ্যে একটি খিদিরপুর।

২০২৩ সালে এই ব্যাপারে পুলিশের দ্বারস্থ হয় আইএফএ। দীর্ঘ তদন্তের পর জানা যায় খিদিরপুর ক্লাবের ফুটবল কর্তা আকাশ ও মিডিয়া ম্যানেজার রাহুল গড়াপেটার সঙ্গে জড়িত। রবিবার রাতে তাদের একজনকে বেলঘরিয়া ও একজনকে ব্যারাকপুর থেকে আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের পর খিদিরপুরের ওই কর্তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কলকাতা পুলিশের অপরাধ দমন শাখার যুগ্ম নগরপাল রূপেশ কুমার বলেছেন, 'আইএফএ সন্দেহের ভিত্তিতে গড়াপেটার অভিযোগ দায়ের করেছিল কলকাতা পুলিশের কাছে। তদন্তে জানা যায় প্রযুক্তির অপব্যবহার করে আগে থেকেই ম্যাচের ফলাফল স্থির করা হয়। গড়াপেটা থেকে বড় অঙ্কের অর্থও উপার্জন করেন তাঁরা।'

লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে প্রাথমিক জেরায় দুইজনেই গড়াপেটার অভিযোগ আংশিকভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন। একইসঙ্গে ধৃতরা এই চক্রে যুক্ত আরও কয়েকজনের নাম জানিয়েছেন। সোমবারই দুই অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করা হয়। তাদের ১৪ দিনের পুলিশি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিন বিকেলেই সাংবাদিক বৈঠক করে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেছেন, 'গড়াপেটা রোগকে শিকড় সমেত উপড়ে ফেলা প্রয়োজন। যে কারণে আমি এবং আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ কয়েকবার নগরপাল মনোজ ভার্মার সঙ্গে কথা বলেছি। তার একটা ফল পেলাম। কলকাতা পুলিশ যে তৎপরতা দেখিয়েছে তাকে সাধুবাদ জানাতেই হয়।' গড়াপেটার এই তদন্তকে তরান্বিত করতে সদর্থক ভূমিকা নিয়েছিলেন কুন্তল চক্রবর্তী। তিনিও উপস্থিত ছিলেন এদিন।

সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, দুই সহ সভাপতি সৌরভ পাল ও স্বরূপ বিশ্বাস। এবারেই আবার গড়াপেটার অভিযোগ এনে কলকাতা লিগের অবনমন পর্ব থেকে নাম প্রত্যাহার করেছিল সৌরভের ক্লাব সাদার্ন সমিতি। এদিন সৌরভ পাল স্বীকার করে নেন সেই সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। তিনি বলেছেন, 'আমি এবং আমার ক্লাব সেদিন তাড়াহুড়ো না করলেই ভালো করতাম।'

গড়াপেটার এই ঘটনা হিমশৈলের চূড়ামাত্র। তবে তদন্তকারীদের আশা দ্রুত এই চক্রের সমস্ত দিক প্রকাশ্যে আসবে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন বাসিন্দা স্বপন দাস - কে

10.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 73A 44362 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি আর ডিয়ার লটারির প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই জয়টা আমার জীবনের এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। এটা আমার কাছে এক অসাধারণ আশীর্বাদ যা আমার জীবনে অনেক আনন্দ আর তৃপ্তি এনে দিয়েছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

রেফারি-আম্পায়ার সংস্থা থেকে পদত্যাগ সুদীপের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ নভেম্বর : শিলিগুড়ি রেফারি ও আম্পায়ার সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন জাতীয় স্তরের ভলিবল রেফারি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যক্তিগত কারণে তিনি এই পদত্যাগ করছেন বলে জানিয়েছেন। সুদীপ বলেছেন, 'আমি মানসিকভাবে আর কোনও সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকতে চাইছি না। তাই পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিয়েছি। পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ১৪ বছর শিলিগুড়ি রেফারি ও আম্পায়ার সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। তবে ভলিবল রেফারিং ছাড়ছি না। জাতীয় ও রাজ্য স্তরে তো বটেই ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ জানালে স্থানীয় পর্যায়ে ম্যাচ পরিচালনাতেও আপত্তি নেই আমার।'

ফিফা অ্যাকাডেমিতে হিরণ

রাজগঞ্জ, ৩ নভেম্বর : এআইএফএফ-ফিফা ট্যালেন্ট অ্যাকাডেমি হায়দরাবাদে অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগে সুযোগ পেল রাজগঞ্জের ছেলে হিরণ রায়। রাজগঞ্জের মাঝিয়ালি অঞ্চলের রামনাবান্দা এলাকার বাসিন্দা হিরণ রাজগঞ্জ এমএন হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। গত বুধবার এমএন হাইস্কুলে হিরণের হাতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হয়। হিরণের বাবা সঞ্জিত রায় বলেছেন, 'খেলার প্রতি আগ্রহ দেখে স্কুলের শিক্ষকদের পরামর্শে ছেলেকে ফুটবল অ্যাকাডেমিতে ভর্তি করাই। এরপর কলকাতায় একাধিক প্রতিযোগিতায় নজর কাড়ে হিরণ।'

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে পঙ্কজ থাপা। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে সোমবার।

জিতল আঠারোখাই সরোজিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে সোমবার আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ ২-১ গোলে হারিয়েছে বিবেকানন্দ ক্লাবকে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে সরোজিনীর করণ রাই ও পঙ্কজ থাপা গোল করেন। বিবেকানন্দের গোলটি নবদ্বীপ নার্জিনারির। ম্যাচের সেরা হয়ে পঙ্কজ পেয়েছেন বাসন্তী দে সরকার ট্রফি। মঙ্গলবার ওয়াইএমএ মুখোমুখি হবে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের।

শুভদীপকে সংবর্ধনা

বেলাকোবা, ৩ নভেম্বর : রাজ্য বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের রাজ্য গেমসে অনূর্ধ্ব-১৫ লং জাম্পে ৬.৯১ মিটার লাফিয়ে প্রথম হয়েছিল শুভদীপ গুহ।

রানিনগর রবীন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে শুভদীপ গুহকে। ছবি : সুভাষচন্দ্র বসু

উত্তরের খেলা

রানিনগর রবীন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র শুভদীপকে সোমবার সংবর্ধনা দেওয়া হয় স্কুলের তরফে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপক সরকার বলেছেন, 'আশা করছি শুভদীপ জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতা থেকেও পদক নিয়ে ফিরবে।'

রজতের জোড়া গোল

বাগডোগরা, ৩ নভেম্বর : রাজীব গান্ধি গ্রামীণ ফুটবলে সোমবার সেন্ট্রাল ফরেস্ট বস্তি ৫-০ গোলে চূর্ণ করেছে বাহাদুরগঞ্জের আরএমসি-কে। রজত সুব্বা জোড়া গোল করেন। তাদের বাকি গোলস্কোরার নিগম গুরুং, নিমা তামাং ও অতিশ রাই। মঙ্গলবার খেলবে ভুজিয়াপানি এবং জিওয়াইএসডি খড়িবাড়ি।